মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২২তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
জুন ২০১৯

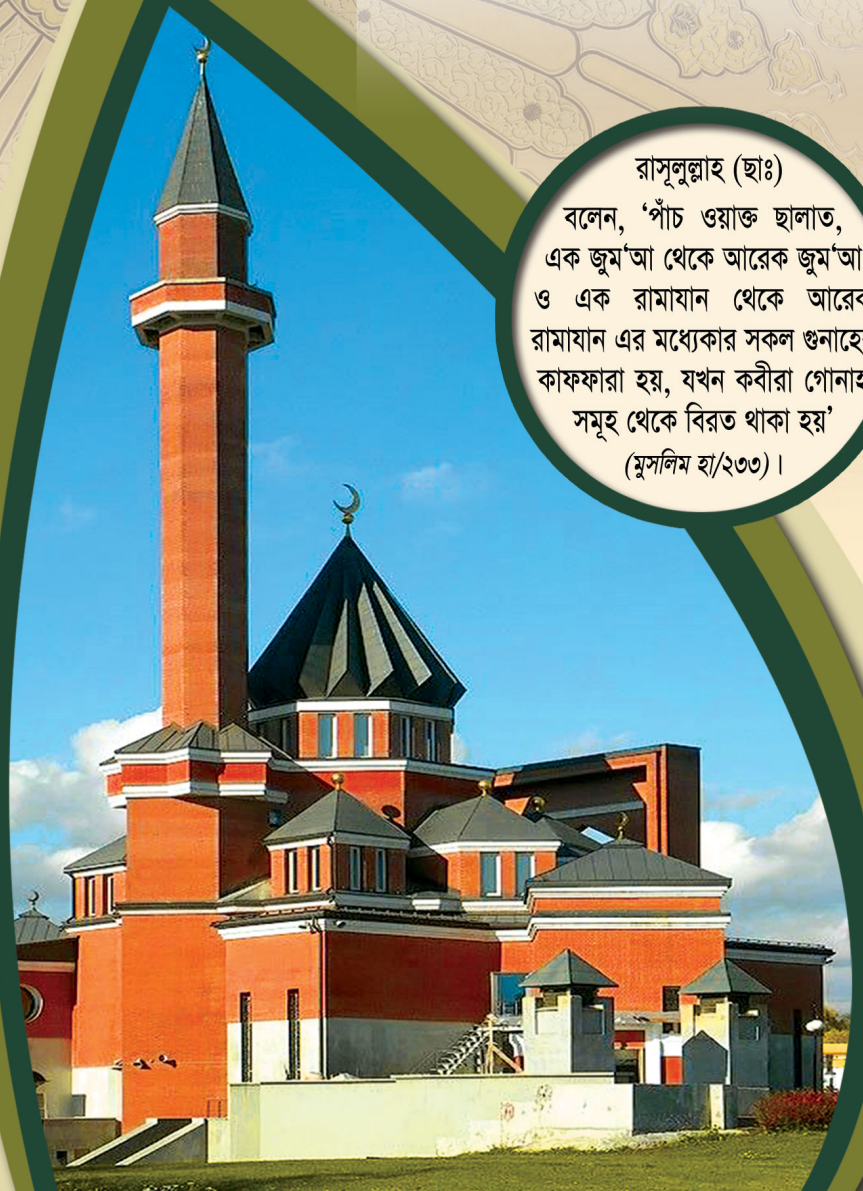

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম‘আ থেকে আরেক জুম‘আ ও এক রামাযান থেকে আরেক রামাযান এর মধ্যেকার সকল গুনাহের কাফফারা হয়, যখন কবীরা গোনাহ সমূহ থেকে বিরত থাকা হয়’ *(মুসলিম হা/২৩৩)*।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২২তম বর্ষ	৯ম সংখ্যা
রামাযান-শাওয়াল	১৪৪০ হিঃ
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	১৪২৬ বাং
জুন	২০১৯ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **প্রবন্ধ :**

♦ ধন-সম্পদ : মানব জীবনে প্রয়োজন, সীমালংঘনে দহন *(শেষ কিস্তি)* ০৩
-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

♦ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত পরিচিতি *(৩য় কিস্তি)* ০৭
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

♦ বাজারের আদব সমূহ ১১
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ পরকালে মানুষকে যেসব প্রশ্নের জওয়াব দিতে হবে ১৬
-মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান

♦ ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল ২০
-আত-তাহরীক ডেস্ক

◈ **সাময়িক প্রসঙ্গ :** ২২
♦ সন্ত্রাস-জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে
♦ ঘূর্ণিঝড় ফণী *-মুহাম্মাদ আব্দুছ ছবূর মিয়া*

◈ **মনীষী চরিত :** ♦ ইমাম কুরতুবী (রহঃ) *(শেষ কিস্তি)* ২৭
-ড. নূরুল ইসলাম

◈ **হাদীছের গল্প :** ♦ শয়তান ও জিনদের বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ঘটনা ৩১
-মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার

◈ **চিকিৎসা জগৎ :** ♦ কিডনী ও মূত্রনালীর সংক্রমণ ৩২

◈ **ক্ষেত-খামার :** ♦ সম্ভাবনার ডিজিটাল মৌ-বাক্স ৩৩

◈ **কবিতা :** ৩৪
♦ মৃত্যু তোমাকে ♦ কে বলে নিরাকার?
♦ শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম ♦ ঈদুল ফিতর

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৩৫

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৬

◈ **মুসলিম জাহান** ৩৮

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৩৯

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪১

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৪৮

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

‘সম্প্রীতি বাংলাদেশ’

উক্ত সংগঠনের নামে গত ১২ই মে রবিবার দেশের প্রথম সারির কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত শিরোনামে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। যদিও সংগঠনটির সভাপতি বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক ও ‘বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক পীযুষ বন্দোপাধ্যায় ১৬ই মে বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে উক্ত বিজ্ঞাপনের সঙ্গে তাদের সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করেন। তিনি তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, ১২ মে দেশের বেশ কিছু জাতীয় পত্রিকায় প্রচারিত বিজ্ঞাপনটির সঙ্গে কোন পর্যায়েই আমাদের প্রিয় সংগঠন ‘সম্প্রীতি বাংলাদেশে’র কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। ‘সম্প্রীতি বাংলাদেশ’ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী এবং সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একটি সামাজিক সংগঠন। দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করতেই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি এমন অপপ্রচার চালিয়েছে। তিনি বলেন, ‘সম্প্রীতি বাংলাদেশ’ সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে অসাম্প্রদায়িক জাতিসত্তার পক্ষে কাজ করে চলেছে’।

বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ :

সন্দেহভাজন জঙ্গী সদস্য সনাক্তকরণের (রেডিক্যাল ইন্ডিকেটর) নিয়ামকসমূহ

১. বাংলাদেশ তথা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের মেধাবী ছাত্ররা জঙ্গী মতাদর্শে উজ্জীবিত হয়ে জঙ্গী হামলা ও টার্গেটেড কিলিং মিশনে অংশগ্রহণ করে শহীদের মর্যাদা প্রাপ্তির ভুল নেশায় ডুবে রয়েছে। এ রেডিক্যাল ইয়ুথ সদস্যদের মধ্যে অনেকেই বিদেশে উচ্চ শিক্ষা/উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করতে গিয়ে রিক্রুটারদের মাধ্যমে কৌশলে ব্রেইন ওয়াশের শিকার হচ্ছে এবং পরবর্তীতে জঙ্গী সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিতে পরিণত হচ্ছে ও বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে গমন করে (সিরিয়া, ইরাক, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইয়েমেন, লিবিয়া, কাশ্মির প্রভৃতি) জঙ্গী আক্রমণের পরিকল্পনা ও আত্মঘাতী হামলায় অংশগ্রহণ করছে। এ সকল জঙ্গী সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ, নজরদারি, ব্যক্তিগত প্রোফাইল দীর্ঘদিন ধরে পর্যলোচনা ও বিশ্লেষণ করে নিম্নে উল্লেখিত রেডিক্যাল ইন্ডিকেটর সমূহ ১২ থেকে ৩৫ বৎসর বয়সী যুবকদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় :

(ক) একাডেমিক পড়াশুনার প্রতি অমনোযোগিতা ও ধর্মীয় বিষয়ে পড়াশুনা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি। (খ) আত্মকেন্দ্রিক (ইন্ট্রোভার্ট), অতি মাত্রায় চুপচাপ, গভীরভাবে চিন্তামগ্ন এবং ধর্মীয় উপদেশমূলক কথাবার্তা বলা। (গ) রুমের মধ্যে বেশির ভাগ সময় একাকী থাকা ও তার কার্যক্রমকে গোপন রাখার ব্যাপারে সতর্ক থাকা। (ঘ) ইন্টারনেটের প্রতি অতিমাত্রায় আসক্তি। (ঙ) ফেসবুকে ফেক আইডি ব্যবহার করে জঙ্গী সংগঠনগুলোর লোগো ব্যবহৃত ফ্রেন্ডলিষ্টে এ্যাড করা এবং জিহাদ সংশ্লিষ্ট পোষ্টে লাইক বা কমেন্ট করা ও নিজের জিহাদী মতামত ব্যক্ত করা। (চ) গণতন্ত্রকে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক মনে করা। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা, শরিয়া আইন এবং খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য অতিমাত্রায় আগ্রহ প্রকাশ। (ছ) ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর প্রকৃত নামে রেজিষ্ট্রেশন না করা।

(জ) হঠাৎ করেই অতিমাত্রায় ধর্ম চর্চার প্রতি ঝোঁক এবং নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির সাথে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করা। (ঝ) হঠাৎ করে দাড়ি রাখা এবং টাখনুর উপর কাপড় পরিধান শুরু করা। (ঞ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন পালন, গান-বাজনা সহ পারিবারিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান হতে নিজেকে গুটিয়ে রাখা এবং শিরক/বেদাত বলে যুক্তি প্রদান করা। (ট) বাবা-মা সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও আত্মীয়-স্বজনদের নিজের পরিবর্তিত মতাদর্শ বিশ্বাস করতে ও তা মানতে বাধ্য করার চেষ্টা করা। (ঠ) সুনির্দিষ্ট কিছু মসজিদ এবং ইমামের পিছনে নামাজ পড়ার প্রবণতা। (ড) কুরআন ও হাদীসের অরিজিনাল কপি না পড়ে অনলাইনে প্রাপ্ত রেফারেন্স ও একই মতাদর্শী নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির মতামতকে বেশি যৌক্তিক মনে করা এবং কোন ইমাম/জ্ঞানী ব্যক্তিদের পরামর্শ না নেয়া। (ঢ) জিহাদ সংক্রান্ত পড়াশুনা (গাজওয়াতুল হিন্দ/খোরাসান/শাম সংক্রান্ত বিভিন্ন রেফারেন্স, ইমাম মাহদী ও দাজ্জালের আগমন ইত্যাদি) ও বিভিন্ন মুসলিম দেশে চলমান মুসলিম নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন থাকা। (ণ) দাওয়া/বিভিন্ন জিহাদী গোপন বৈঠকের (হালাকা) আয়োজন করা এবং বিভিন্ন স্থানের নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে পূর্ব নির্বাচিত স্থানে নিজেরাই পর্যায়ক্রমে আমির নির্বাচিত করে প্রপাগেটিভ বক্তা/শ্রোতা হওয়া। (ত) আনওয়ার আল-আওলাকী, তামীম আল-আদনানী, জসিম উদ্দিন রহমানী, আসিম ওমর প্রভৃতি জিহাদী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির অডিও/ভিডিও/লেকচার শোনা এবং জঙ্গী সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন ম্যাগাজিন (দাবিক-আইএস, ইন্সপায়ার-একিউ ইত্যাদি), ই-বুক পড়তে শুরু করা। (থ) মিলাদ, শবেবরাত, শহীদ মিনারে ফুল দেয়া সহ প্রচলিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দিবস সমূহে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করা।

(দ) প্রচলিত মাযহাবকে ভুল প্রমাণের প্রবণতা এবং তথাকথিত আহলেহাদীস/সালাফী/ওয়াহাবী মতাদর্শের প্রতি আস্তে আস্তে ঝুঁকে পড়া ও নিজেকে লা মাযহাব দাবি করা। (ধ) ধর্ম চর্চার পাশাপাশি শরীর চর্চা ও ক্যাম্পিং এত মতো বিষয়ে আগ্রহী হওয়া।

২. রেডিক্যালাইজেশনের ৪টি ধাপে নিম্নরূপে নিজেকে সম্পৃক্ত করা :

(ক) ১ম ধাপ- Pre Realization : তাওহীদ, শিরক, বেদাত, ঈমান, আকীদা, সালাত, ইসলামের মূলনীতি, দাওয়া/হালাকা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা। (খ) ২য় ধাপ- Conversion and Identification with Radical Islam : মাযহাব হতে লা মাযহাব, ইসলাম ও গণতন্ত্র সাংঘর্ষিক, সামাজিক অনুষ্ঠানাদি বর্জন, শহীদ মিনারে ফুল দেয়া, স্মৃতিসৌধ, সরকার তাগুত/কাফির, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব। (গ) ৩য় ধাপ- Indoctrination and Increased Group Bonding : হিজরত/প্রশিক্ষণ গ্রহণ, জিহাদী অডিও/ভিডিও দেখা, টার্গেট রেকি করার পদ্ধতি, গোপন যোগাযোগ (এ্যাপস) ব্যবহার। (ঘ) ৪র্থ ধাপ- Actual Acts of Terrorism or planned plots : টার্গেটেড কিলিং, জঙ্গী হামলার পরিকল্পনা/অংশগ্রহণ, অর্থ/অস্ত্র/গোলাবারুদ সংগ্রহ ব্যবহার। আপনার পরিবারে বা আশেপাশে কারো মধ্যে এ লক্ষণসমূহ দেখা গেলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা নিন’।

[বাকী অংশ ৪৭ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

ধন-সম্পদ : মানব জীবনে প্রয়োজন, সীমালংঘনে দহন

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(শেষ কিস্তি)

(খ) শারঈ বিধান মোতাবেক ব্যয়-বণ্টন না করার মাধ্যমে সীমালংঘন : সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে ইসলামে যেমন নীতিমালা রয়েছে, তেমনি তার ব্যয়-বণ্টনেরও সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। যেগুলো লংঘন করলে কঠিন পরিণাম ভোগ করতে হবে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কতিপয় সীমালংঘনের দিক নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।-

১. কৃপণতা করা: সমাজে এমন কিছু লোক আছে, যাদের অঢেল টাকা-পয়সা থাকলেও কৃপণতা তাদের পিছ ছাড়ে না। ফরয যাকাত তো দূরে থাক সামান্য সায়েল কাতর কণ্ঠে কিছু চাইলেও তাদের হৃদয়ে সামান্যতম আঁচড় কাটে না। দূর দূর করে বরং তাড়িয়ে দেয়। অথচ মহান আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ 'আর সাহায্য প্রার্থীকে ধমকাবে না' *(যোহা ৯৩/১০)*। কৃপণদের কঠিন শাস্তি উল্লেখ করে তিনি বলেন, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى– 'যে ব্যক্তি কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, অচিরেই আমরা তাকে কঠিন পথের জন্য সহজ করে দিব' *(লায়ল ৯২/৮-১০)*। অর্থাৎ জাহান্নামের জন্য সহজ করে দিব।

পূর্ববর্তী আয়াতে জান্নাতী বান্দাদের তিনটি বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা শেষে আলোচ্য জাহান্নামীদের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক- তারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার বিষয়ে কৃপণতা করবে। দুই- আল্লাহ্র অবাধ্যতায় বেপরওয়া হবে এবং তিন- তাওহীদের কালেমায় মিথ্যারোপ করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীর অবাধ্যতা করবে। তাদের জন্য কঠিন পথ অর্থাৎ জাহান্নামের পথ সহজ করে দেয়া হবে।[১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 'যারা অন্তরের কার্পণ্য হ'তে মুক্ত, তারাই সফলকাম' *(তাগাবুন ৬৪/১৬; হাশর৫৯/৯)*। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ 'তোমরা যুলম করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা যুলম ক্বিয়ামতের দিন অন্ধকারে পরিণত হবে। আর কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক। কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে। (এই কৃপণতাই) তাদেরকে প্ররোচিত করেছিল। ফলে তারা নিজেদের মধ্যে রক্তপাত ঘটিয়েছিল এবং তাদের উপর হারামকৃত বস্তুসমূহ হালাল করে নিয়েছিল'।[২]

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا 'তোমরা কৃপণতা হ'তে বেঁচে থাক। কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্বেকার লোকদের ধ্বংস করেছে। সে তাদের বখীলী করার নির্দেশ দিয়েছে, তখন তারা তা করেছে। তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে নির্দেশ দিয়েছে, তখন তারা তা করেছে। তাদের পাপ করার নির্দেশ দিয়েছে, তখন তারা তা করেছে'।[৩] অতএব আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ তাঁর পথে ব্যয় করতে কার্পণ্য করা চরম সীমালংঘন।

২. ওশর-যাকাত প্রদান না করা: ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যাকাত। সম্পদশালীদের উপর এটি ফরয বিধান। নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হ'লে প্রতিবছর নির্ধারিত হারে যাকাত বের করতে হয় এবং সুনির্দিষ্ট খাতগুলিতে বণ্টন করতে হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের উপর ছাদাক্বা (যাকাত) ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট হ'তে গ্রহণ করা হবে এবং গরীবদের মাঝে বণ্টন করা হবে'।[৪]

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে যাকাত আদায় না করার ভয়াবহ শাস্তির কথা বিধৃত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُواْ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ– 'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে, তা থেকে আল্লাহ্র পথে খরচ করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। সেদিন ঐগুলোকে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে এবং তদ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে (আর বলা হবে) এটা সেই মাল, যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে। অতএব তোমরা এর স্বাদ আস্বাদন কর' *(তওবা ৩৪-৩৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

১. *তাফসীরুল কুরআন, ৩০ তম পারা, পৃ: ৩৩১।*

২. *মুসলিম হা/২৫৭৮; মিশকাত হা/১৮৬৫।*
৩. *আবূদাঊদ হা/১৬৯৮; আহমাদ হা/৬৭৯২ সনদ ছহীহ।*
৪. *বুখারী হা/১৩৯৫; মুসলিম হা/১৯; মিশকাত হা/১৭৭২।*

ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ، يَعْنِى شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'আল্লাহ যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন অথচ সে তার যাকাত দেয়নি, ক্বিয়ামতের দিন তার সমস্ত মাল মাথায় টাক পড়া সাপের আকৃতি ধারণ করবে। যার চোখের উপর দু'টি কালো চক্র থাকবে। ঐ সাপটি তার গলা পেচিয়ে ধরে শাস্তি দিতে থাকবে আর বলবে, আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন, 'আল্লাহ যাদেরকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু তারা কৃপণতা করল, তারা যেন ধারণা না করে যে, এটা তাদের জন্য কল্যাণকর, বরং এটি তাদের জন্য ক্ষতিকর। ক্বিয়ামতের দিন ঐ মালকে বেড়ি আকারে তার গলায় পরানো হবে'।[৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক অথচ তার হক (যাকাত) আদায় করে না, ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য তা আগুনের পাত্ররূপে পেশ করা হবে এবং জাহান্নামের আগুনে তা গরম করে তার কপালে, পার্শ্বদেশে ও পৃষ্ঠদেশে সেক দেয়া হবে। যখন উহা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন পুনরায় গরম করা হবে। এ অবস্থা ক্বিয়ামতের পুরো দিন চলতে থাকবে, যার দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান হবে। অতঃপর বান্দাদের মাঝে বিচার করা হবে, তখন সে দেখবে তার পথ কি জান্নাতের দিকে, না জাহান্নামের দিকে'।[৬]

অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, عَنْ أَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَّجُلٍ يَّكُوْنُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَّ يُؤَدِّيْ حَقَّهَا إِلاَّ أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا يَكُوْنُ وَأَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ– আবু যর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তির উট, গরু, ছাগল বা ভেড়া থাকবে, অথচ সে উহার হক আদায় করবে না (অর্থাৎ যাকাত দিবে না), ক্বিয়ামতের দিন ঐগুলোকে তার নিকট অতি বিরাটকায় ও অতি মোটাতাজা অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। ঐগুলো দলে দলে তাকে মাড়াতে থাকবে নিজেদের ক্ষুর দ্বারা এবং আঘাত করতে থাকবে এদের শিং দ্বারা। যখনই এদের শেষ দল অতিক্রম করবে, পুনরায় প্রথম দল এসে তার সাথে এরূপ করতে থাকবে, যতক্ষণ না মানুষের মধ্যে বিচার-মীমাংসা শেষ হবে'।[৭]

৩. উত্তরাধিকার সম্পদ সঠিকভাবে বণ্টন না করা :

ব্যয়-বণ্টনে সীমালংঘনের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে উত্তরাধিকার সম্পদ সঠিকভাবে বণ্টন না করা। বিশেষকরে পিতার মৃত্যুর পর বোনদেরকে কোন অংশ না দেওয়া। সমুদয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নিজেরা ভোগ করা। বোনদের পক্ষ থেকে দাবী করা হ'লে বরং তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া বা তাদেরকে এমন কথা শুনিয়ে দেওয়া যে, পিতার অংশ নিয়ে কি চিরতরে সম্পর্ক শেষ করে দিতে চাচ্ছ? আর কি কখনো বেড়াতে আসবে না? অর্থাৎ পিতার অনুপস্থিতিতে ভাইদের বাড়ীতে বেড়ানোর অযুহাত দিয়ে তাদেরকে পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা। অথচ এ বিষয়ে কুরআন সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا 'পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ রয়েছে এবং পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ রয়েছে, কম হৌক বা বেশী হৌক। এ অংশ সুনির্ধারিত' *(নিসা ৪/৭)*।

আরো স্পষ্টভাবে আল্লাহ বলেন,

يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا–

'আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের (মধ্যে মীরাছ বণ্টনের) ব্যাপারে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। যদি তারা দুইয়ের অধিক কন্যা হয়, তাহ'লে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি কেবল একজনই কন্যা হয়, তবে তার জন্য অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার প্রত্যেকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে, যদি মৃতের কোন পুত্র সন্তান থাকে। আর যদি না থাকে এবং কেবল পিতা-মাতাই ওয়ারিছ হয়, তাহ'লে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। কিন্তু যদি মৃতের ভাইয়েরা থাকে, তাহ'লে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ মৃতের অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রদের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী, তা তোমরা জানো না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(নিসা ৪/১১)*।

এভাবে সূরা নিসার বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উত্তরাধিকার সম্পদের বিধি-বিধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা

---

৫. আলে ইমরান ১৮০; বুখারী, মিশকাত হা/১৭৭৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৬৮২ 'যাকাত' অধ্যায়।
৬. মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭৩; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৬৮১ 'যাকাত' অধ্যায়।
৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭৫; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৬৮৩; তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/৬১৭।

করেছেন। মূলতঃ মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদের সাথে চারটি হক জড়িত। ১-তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা। ২-তার ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করা। ৩- অছিয়ত থাকলে তা পূরণ করা ও ৪-উত্তরাধিকারদের মধ্যে শরী'আত নির্ধারিত পন্থায় অবশিষ্ট সম্পদ বণ্টন করে দেয়া। এগুলো লংঘন করা কুরআনী বিধান লংঘন করার শামিল। যার পরিণতি অত্যন্ত ভায়াবহ। আল্লাহ বলেন, تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيْنٌ– 'এগুলি হ'ল আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর সীমাসমূহ লংঘন করবে, তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি' *(নিসা ৪/১৩-১৪)*।

তাছাড়া উত্তরাধিকার সম্পদ সঠিকভাবে বণ্টন না করে আত্মসাৎ করা হ'লে এতে 'হাক্কুল ইবাদ' বা বান্দার হক নষ্ট করা হয়। যা কখনো আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। দুনিয়াতে এর কোন বিহিত না করলে আখেরাতে নেকী দিয়ে তা পরিশোধ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ 'আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না এবং অন্যের সম্পদ গর্হিত পন্থায় গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তোমরা জেনেশুনে তা বিচারকদের নিকট পেশ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৮)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِى يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ–

'তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? সবাই বলল, আমাদের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি যার কোন টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। তখন তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়া থেকে ছালাত-ছিয়াম-যাকাত ইত্যাদি আদায় করে আসবে। সাথে ঐসব লোকেরাও আসবে, যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে, কারো উপরে অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল গ্রাস করেছে, কাউকে হত্যা করেছে বা কাউকে প্রহার করেছে। তখন ঐসব পাওনাদারকে ঐ ব্যক্তির নেকী থেকে পরিশোধ করা হবে। এভাবে পরিশোধ করতে করতে যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তখন ঐসব লোকদের পাপসমূহ এই ব্যক্তির উপর চাপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[৮]

৪. পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ না করাঃ দুনিয়াবী প্রয়োজনে মানুষ মানুষের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। প্রয়োজন পূরণ হ'লে তা পরিশোধ করা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও দু'টি শ্রেণী রয়েছে। একশ্রেণীর মানুষ ঋণ গ্রহণ করে পরিশোধের মানসিকতা নিয়ে। আরেক শ্রেণীর মানুষ ঋণ গ্রহণ করে পরিশোধ না করার মানসিকতা নিয়ে। অপরদিকে বিপদগ্রস্থ হয়ে কেউ ঋণ করে। আবার কেউ প্রাচুর্যশীল হওয়ার জন্য ঋণ করে। আবার কেউবা প্রতিবেশী বা অন্য কোন পরিচিতজনের সাথে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে গাড়ী, বাড়ী ও আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ঋণ করে। ঋণ গ্রহণ যেন আজকাল অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। ঋণ পরিশোধ না করার পরিণতি সম্পর্কে আমরা যেন মোটেই ওয়াকেফহাল না।

অথচ ইসলামে ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ 'যে ব্যক্তি পরিশোধের নিয়তে মানুষের সম্পদ গ্রহণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করে দেন। আর যে তা বিনষ্ট করার নিয়তে গ্রহণ করে থাকে, আল্লাহ তাকে বিনষ্ট করে দেন'।[৯] রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ঋণ পরিশোধ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে হাশরের মাঠে নিজের নেকী থেকে ঋণের দাবী পূরণ করতে হবে'।[১০] নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'মুমিনের আত্মা ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হয় তার ঋণের কারণে, যতক্ষণ না তার পক্ষ হ'তে ঋণ পরিশোধ করা হয়'।[১১] অন্যত্র তিনি বলেন, سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِيْ سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ 'সুবহা-নাল্লাহ! ঋণ প্রসঙ্গে কী কঠোর বাণীই না আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন। যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, ঋণগ্রস্ত অবস্থায় কেউ যদি আল্লাহ্র পথে শহীদ হয় তারপর জীবিত হয়, তারপর শহীদ হয়, তারপর জীবিত হয়, তারপর আবার শহীদ হয় তবুও

৮. *মুসলিম হা/৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭-২৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'যুলুম' অনুচ্ছেদ।*
৯. *বুখারী, মিশকাত হ/২৯১০।*
১০. *বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬।*
১১. *তিরমিযী হা/১০৭৮; মিশকাত হা/২৯১৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৭৭৯।*

ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না'।[১২]

সুতরাং আমাদের উচিত আখেরাতে মুক্তির স্বার্থে ঋণ পরিশোদের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে যাওয়া এবং মহান আল্লাহর নিকটে দো'আ করা। ঋণমুক্তির দোআ হচ্ছে *'আল্লা-হুম্মাক্বিফনী বিহালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়া আগ্নিনী বিফাযিলিকা 'আম্মান সিওয়া-কা'*। অর্থ: 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হারাম ছাড়া হালাল দ্বারা যথেষ্ট করুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্যদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন করুন!' রাসূল (ছাঃ) বলেন, এই দো'আর ফলে পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তার ঋণ মুক্তির ব্যবস্থা করে দিবেন'।[১৩] উল্লেখ্য যে, কোনভাবেই ঋণ পরিশোধ সম্ভব না হ'লে ঋণ দাতার নিকট থেকে ক্ষমা করিয়ে নিতে হবে অথবা দায়িত্বশীল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা সংগঠনের শরণাপন্ন হয়ে ঋণ মওকূফ বা পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে। কোনভাবেই ঋণ এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা লাভের উপায় :

১. অল্পে তুষ্ট থাকা : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ 'তোমাদের মধ্যে যে নীচে তোমরা তার দিকে তাকাও এবং যে তোমাদের উপরে তার দিকে তাকাবে না। আর এটাই হবে উৎকৃষ্ট পন্থা যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র যে নে'মত রয়েছে তা তোমরা তুচ্ছ মনে করবে না'।[১৪] একই রাবী কর্তৃক অপর হাদীছ রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِىَ رَضِىَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ– 'ধ্বংস হোক দীনারের গোলাম, দিরহাবের গোলাম ও উত্তম পোষাকের গোলাম! যদি তাকে দেওয়া হয়, তাহ'লে সে সন্তুষ্ট হয়, আর না দেওয়া হ'লে অসন্তুষ্ট হয়'।[১৫] সুতরাং অধিক পাওয়ার আকাংখা পরিত্যাগ করে আল্লাহ প্রদত্ত রিযিকের উপরে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

২. দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হওয়া : কোন্ কর্ম দ্বারা আল্লাহ্র ভালাবাসা এবং মানুষের ভালবাসা পাওয়া সম্ভব? জনৈক ব্যক্তির এমন প্রশ্নের জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِزْهَدْ فِى الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ– 'দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হও তাহ'লে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন। আর লোকেদের ধন-সম্পদের প্রতি অনাসক্ত হয়, তাহ'লে লোকেরা তোমাকে ভালবাসবে'।[১৬]

৩. হাশরের ময়দানের ভয়াবহতা অনুধাবন করা : মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ আল-কিন্দী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُدْنِيَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْعِبَادِ حَتَّى تَكُوْنَ قِيْدَ مِيْلٍ أَوْ مِيْلَيْنِ قَالَ: فَتَصْهَرُهُمُ الشَّمْسُ فَيَكُوْنُوْنَ فِى الْعَرَقِ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا– 'যখন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন সূর্য এক মাইল বা দু'মাইল মাথার উপরে চলে আসবে। অতঃপর সূর্যতাপে তাদের দেহ গলে যাবে। তাতে পাপের পরিমাণ অনুযায়ী কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত কারো পায়ের টাখনু পর্যন্ত, কারো বুক পর্যন্ত ঘামে ডুবে যাবে।[১৭]

আনাস (রাঃ) বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) সূর্যগ্রহণের সময় দীর্ঘ ছালাত আদায়ের পর ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا 'আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তবে তোমরা কম কম হাসতে এবং বেশী বেশী করে কাঁদতে'। রাবী বলেন, এ কথা শুনে ছাহাবীগণ নিজেদের চেহারা ঢেকে নিলেন এবং তাদের কাছ থেকে কান্নার গুনগুন শব্দ আসতে লগলো।[১৮] অতএব দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা লাভ করতে হ'লে হাশরের ভয়াবহতা স্মরণ করে আল্লাহ্র উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল করতে হবে এবং দুনিয়ার মোহ পরিত্যাগ করে অল্পে তুষ্ট থাকতে হবে।

উপসংহার : আল্লাহ মানুষকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে পরীক্ষা করেন, মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায় কি-না, সে বেপরোয়া হয় কি-না, আয়-রোযগার ও ব্যয়-বণ্টনে সীমালংঘন করে কি-না? তা দেখার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য, অধিকাংশ মানুষই আজ এ বিষয়ে যারপরনাই উদাসীন। দুনিয়া লাভে এতটাই ব্যস্ত যে, এগুলি ভাববারও যেন তার কোন অবকাশ নেই। অথচ ক্বিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত আদম সন্তানের এক কদম নড়ানোরও ক্ষমতা হবে না। তারমধ্যে দু'টি হ'ল, 'কোন পথে সম্পদ উপার্জন করেছে এবং কোন পথে তা ব্যয় করেছে'।[১৯] রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ঐ দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে দেহ হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে'।[২০]

অতএব আমাদের সকলের দায়িত্ব নিজেদের আয়ের উৎসগুলো খতিয়ে দেখা। যদি হারাম আয় থাকে তবে অতিসত্তর আল্লাহ্র কাছে তওবা করে হারাম আয়ের উৎস বন্ধ করা এবং হালাল উপার্জনে প্রবৃত্ত হওয়া। আল্লাহ আমাদেরকে যাবতীয় হারাম ও সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক্ব দান করুন।-আমীন!!

---

১২. *নাসাঈ হা/৪৬৮৪; ছহীহুল জামে হা/৩৬০০।*
১৩. *তিরমিযী হা/৩৫৬৩; মিশকাত হা/২৪৪৯; ছহীহাহ হা/২৬৬।*
১৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৪২।*
১৫. *বুখারী, মিশকাত হা/৫১৬১।*
১৬. *মুসলিম হা/১০৭ (১৫৯৯); মিশকাত হা/৫১৮৭; রিয়ায হা/৪৭৬; সনদ হাসান, সিলসিলা ছহীহা হা/৯৪৪।*
১৭. *মুসলিম হা/২৮৬৪; তিরমিযী হা/২৪২১; মিশকাত হা/৫৫৪০।*
১৮. *বুখারী হ/৪৬২১; মুসলিম হা/৯০১; মিশকাত হা/১৪৮৩, ৫৩৩৯।*
১৯. *তিরিমিযী হা/২৪১৬।*
২০. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হ/২৭৮৭; ছহীহাহ হা/২৬০৯।*

Contents

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত পরিচিতি

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(৩য় কিস্তি)

প্রকৃত 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' কারা?

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' যেহেতু হক্বপন্থী এবং মুক্তিপ্রাপ্ত দল হিসাবে স্বীকৃত, সেজন্য ইসলামের নামে খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া অনেক দলই দাবী করে যে, তারাও এই হক্বপন্থী দলভুক্ত। যেমন ভারত উপমহাদেশের ব্রেলভী সম্প্রদায় অসংখ্য শিরক-বিদ'আতের ধারক ও বাহক হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' দাবী করে। সুতরাং মৌখিক দাবী গ্রহণযোগ্য নয়; বরং কারা প্রকৃতপক্ষে এই দলভুক্ত হবে বা হবে না, তা যথাযথ মূলনীতির ভিত্তিতে যাচাই করা আবশ্যক।

ড. নাছের আশ-শায়খ বলেন, 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতভুক্ত তারাই হবেন, যারা কিতাব ও সুন্নাতকে মযবূতভাবে ধারণকারী এবং কথা ও কাজে এতদুভয়ের যথাযথ অনুসারী। তাদের আক্বীদা ও বিশ্বাস কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক এবং সেই মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত যে মানহাজের অনুসারী ছিলেন ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈগণ ও জনসমাজে প্রভূত সুখ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জনকারী তাঁদের উত্তরসূরী ইমামগণ। একই সাথে যারা বিদ'আতী আখ্যা পাননি এবং খারেজী, রাফেযী, ক্বাদারিয়া, মুরজিয়া, জাবারিয়া, মু'তাযিলা, কার্রামিয়া প্রভৃতি নিন্দিত অভিধায় ভূষিত হননি।[১]

স্মর্তব্য যে, 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'-এর দু'টি অর্থ হয়। যেমন সাধারণভাবে পরিভাষাটি রাফেযী শী'আদের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থ মোতাবেক শী'আ ব্যতীত সকল সম্প্রদায়ের মুসলমানই 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'-এর অন্তর্ভুক্ত। তবে বিশেষার্থে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' বলতে কেবল তাদেরকেই বুঝায় যারা কুরআন ও সুন্নাহ্র সনিষ্ঠ অনুসারী এবং যাবতীয় বিদ'আত পরিহারকারী। যারা আক্বীদার ক্ষেত্রে যাবতীয় সন্দেহ ও সংশয়ের পথ থেকে বেঁচে থাকে। সুতরাং যারা এদের বিপরীতে বিদ'আতকে প্রশ্রয় দেয় এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা এই দল বহির্ভূত। 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'-এর এই বিশেষ অর্থটিই বিদ্বানগণের নিকট প্রসিদ্ধ।

যেমন ইমাম ইবনু তায়মিয়া (৬৬১-৭২৮হিঃ) বলেন, فَلَفْظُ "أَهْلِ السُّنَّةِ" يُرَادُ بِهِ مَنْ أَثْبَتَ خِلَافَةَ الْخُلَفَاءِ الثَّلَاثَةِ، فَيَدْخُلُ فِيْ ذَلِكَ جَمِيْعُ الطَّوَائِفِ إِلَّا الرَّافِضَةَ، وَقَدْ يُرَادُ بِهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ الْمَحْضَةِ، فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ إِلَّا مَنْ يُثْبِتُ الصِّفَاتِ لِلَّهِ تَعَالَى وَيَقُولُ: إِنَّ الْقُرْآنَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَإِنَّ اللَّهَ يُرَى فِي الْآخِرَةِ، وَيُثْبِتُ الْقَدْرَ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأُصُولِ الْمَعْرُوفَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ 'আহলুস সুন্নাহ' অর্থ হ'ল, যারা (প্রথম) তিন খলীফার খিলাফতকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এই সংজ্ঞায় রাফেযী ব্যতীত সকল সম্প্রদায়ই অন্তর্ভুক্ত। আর এর অর্থ এটাও হয় যে, তারা হ'ল 'আহলুল হাদীছ ও সুন্নাহ' তথা কুরআন ও সুন্নাহ্র নিঃশর্ত অনুসারী। এই দলে কেবল তারাই অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে যারা আল্লাহ্র গুণসমূহকে স্বীকার করে এবং বলে যে, কুরআন আল্লাহ্র মাখলূক্ব বা সৃষ্টবস্তু নয় এবং পরকালে আল্লাহকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা যাবে। যারা তাক্বদীরকে স্বীকার করে এবং আরও স্বীকার করে সে সমস্ত বিষয় যা 'আহলুল হাদীছ ওয়াস সুন্নাহ্'র স্বীকৃত মূলনীতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।[২]

সুতরাং 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' তারাই হবেন, যারা রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের গৃহীত মানহাজের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। যারা রাফেযী নন এবং খারেজী, মুরজিয়া, ক্বাদারিয়া, মু'তাযিলা প্রবৃত্তির অনুসারী ও বিদ'আতী দল-উপদলসমূহের আক্বীদা-বিশ্বাস থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত।

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতে'র বিভিন্ন নাম এবং অভিধাসমূহ :

'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত' নির্দিষ্ট কোন দলের নাম নয়। নয় নির্দিষ্ট কোন সময় বা স্থানে সীমাবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের নাম। বরং প্রত্যেক যে ব্যক্তি আহলে সুন্নাতের বৈশিষ্ট্যধারী হবে এবং তাদের গৃহীত মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, সে-ই 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' হিসাবে গণ্য হবে। নিম্নে এই জামা'আতের বিভিন্ন নাম ও অভিধাগুলো উল্লেখ করা হ'ল।-

(ক) সালাফ :

শাব্দিক অর্থ : আরবী السلف শব্দটি السالف শব্দের বহুবচন। যার অর্থ পূর্ববর্তী। অর্থাৎ যে বস্তু স্বীয় অস্তিত্বে অন্যের পূর্বে হয়। ইবনুল আছীর (৫৫৫-৬৩০হিঃ) বলেন, سلف الإنسان বলতে বুঝায় কোন ব্যক্তির পূর্বসূরী পিতা-মাতা বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, যারা মৃত্যুবরণ করেছেন। এজন্য তাবেঈদের মধ্যে যারা প্রথম সারির, তাদেরকে 'সালাফে ছালিহীন' বলা হয়।[৩] পবিত্র কুরআনে 'সালাফ' শব্দটি এই অর্থেই এসেছে।

১. *ড. নাছের হাসান, আক্বীদাতু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ, ১/২৯ পৃঃ।*

২. *ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২১।*

৩. *ইবনুল আছীর, আন-নিহায়াতু ফী গারীবিল হাদীছ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯০।*

যেমন আল্লাহ বলেন, فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ 'আমি তাদেরকে পরবর্তীদের জন্য অতীত নমুনা ও দৃষ্টান্তস্বরূপ করে রাখলাম' *(যুখরুফ ৫৬)*। অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর যবানীতেও একই অর্থে শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুকালে ফাতিমা (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, وَلاَ أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي، فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ 'আমার মনে হয়, আমার চিরবিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং (তোমার প্রতি উপদেশ হ'ল) তুমি আল্লাহকে ভয় করে চলবে এবং বিপদে ধৈর্যধারণ করবে। নিশ্চয়ই আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রগামী (পূর্বসুরী)'।[৪]

পারিভাষিক অর্থ :

'সালাফ' কারা- এ বিষয়ে বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন :

১. কেউ বলেন, সালাফ হ'লেন কেবল ছাহাবীগণ।

২. কেউ বলেন, সালাফ হ'লেন ছাহাবী এবং তাবেঈগণ। ইমাম গাযযালী এই মত পোষণ করেছেন।

৩. কারো মতে, সালাফ হ'লেন ছাহাবী, তাবেঈ এবং তাবে-তাবেঈগণ। এটাই অধিকাংশ বিদ্বানের মত।[৫] রাসূল (ছাঃ)-এর একটি হাদীছ এই মতের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে। যেমন তিনি বলেন, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ، 'আমার যুগের লোকেরাই হচ্ছে সর্বোত্তম লোক, এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী, এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী যুগের। এরপর এমন সব লোক আসবে যারা কসম করার আগেই সাক্ষ্য দিবে, আবার সাক্ষ্য দেওয়ার আগে কসম করে বসবে'।[৬]

তবে কেবলমাত্র ছাহাবী, তাবেঈ এবং তাবে-তাবেঈগণই নন বরং পরবর্তীকালে যারাই দ্বীনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রশংসিত তিন যুগের অনুসৃত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছেন, তাদেরকে বিদ্বানগণ সালাফী বা সালাফদের অনুসারী হিসাবে গণ্য করেছেন। যেমন ইমাম আল-আজুরী (২৮০-৩৬০হিঃ) তাদের পরিচয় ব্যক্ত করে বলেন, علامة من أراد الله به خيرا: سلوك هذا الطريق كتاب الله، وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والقاسم بن سلام، ومن كان على مثل طريقتهم، ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء 'আল্লাহ যাদের কল্যাণ চান, তাদের নিদর্শন হ'ল, তাদের চলার পথ হবে- আল্লাহর কিতাব, রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত, ছাহাবীদের সুন্নাত এবং তাদেরকে যারা যথাযথভাবে অনুসরণ করেন এবং যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বিভিন্ন শহরের মুসলিম ইমামগণ তথা আওযাঈ, সুফিয়ান ছাওরী, মালেক বিন আনাস, শাফেঈ, আহমাদ বিন হাম্বল, কাসেম বিন সালাম প্রমুখ বিদ্বান এবং যারা তাদের অনুরূপ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং উক্ত বিদ্বানগণ কর্তৃক নিন্দিত মাযহাব ও মতাদর্শসমূহ থেকে দূরত্ব বজায় রাখে'।[৭]

ইমাম যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮হিঃ) তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'তে হাদীছ বর্ণনাকারীদের পরিচয় দানকালে অনেক স্থানেই বলেছেন, তিনি 'সালাফদের মাযহাব অনুসরণকারী' বা 'সালাফী' বা অনুরূপ কিছু বাক্যসমূহ। যেমন তিনি ইমাম আবূদাউদ (২০২-২৭৫হিঃ)-এর জীবনীতে লিখেছেন, وكان على مذهب السلف في اتباع السنة والتسليم لها، وترك الخوض في مضائق الكلام 'তিনি ছিলেন সুন্নাতের অনুসরণে ও সুন্নাতের প্রতি আত্মসমর্পণে এবং কালাম বা বিতর্কশাস্ত্রের অলিগলিতে বিচরণ পরিত্যাগে সালাফদের মাযহাবের উপর প্রতিষ্ঠিত'।[৮]

অনুরূপভাবে তিনি ইমাম দারাকুৎনী (৩০৬-৩৮৫হিঃ)-এর জীবনীতে লিখেছেন, لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال، ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا، 'এই ব্যক্তি কখনও ইলমুল কালাম ও তর্কশাস্ত্রের বেড়াজালে নিপতিত হননি। কখনও এতে মগ্ন হননি। বরং তিনি ছিলেন একজন সালাফী'।[৯]

তিনি অন্যত্র বলেন, فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع نصوص القرآن والسنن ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوه من مذاهب السلف فإما أن تنطق بعلم وإما أن تسكت بحلم، 'হে আল্লাহর বান্দা! যদি তুমি ন্যায়পরতাকে ভালবাসো, তবে কুরআন ও সুন্নাহর নছগুলো পাঠ কর। অতঃপর দেখ ছাহাবী,

৪. *বুখারী হা/৬২৮৫; মুসলিম হা/২৪৫০; ইবনু মাজাহ হা/১৬২১।*
৫. *ছালেহ আদ-দাখীল, খাছায়েছু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ, পৃঃ ১২৬-১২৭।*
৬. *বুখারী হা/৩৬৫১; মুসলিম হা/২৫৩৩।*
৭. *আবূবকর আল-আজুরী, আশ-শারী'আহ, ১/৩০০ পৃঃ।*
৮. *শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৩/২১৬ পৃঃ।*
৯. *প্রাগুক্ত, ১৬/৪৫৭ পৃঃ।*

তাবেঈ এবং তাফসীর শাস্ত্রের ইমামগণ সে সকল আয়াত সম্পর্কে কি বলেছেন এবং সালাফদের মাযহাবের অনুসারীরা সে বিষয়ে কি বর্ণনা করেছেন। তুমি হয় জ্ঞানের সাথে কথা বল, নতুবা ধৈর্যের সাথে চুপ থাক'।[১০]

এখানে বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে, তিনটি প্রশংসিত যুগের ব্যক্তি হ'লেই যে তিনি সালাফ এবং অনুসরণযোগ্য হবেন তা নয়; কেননা প্রথম তিনটি যুগেও বিদ'আতপন্থী ও প্রবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তিদের ব্যাপক উপস্থিতি ছিল। সুতরাং এই প্রশংসিত তিন যুগের সালাফ বলতে তাদেরকেই বুঝাবে যারা কুরআন এবং সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অন্যথায় কুরআন ও সুন্নাতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে তিনি মোটেও সালাফ হবেন না, যদিও তিনি প্রশংসিত যুগ সমূহের সমসাময়িক ব্যক্তি হন না কেন।

সুতরাং সালাফী মানহাজের সংজ্ঞা হ'ল- এটি এমন একটি পথ যে পথের অনুসরণে রাসূল (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবীদের অনুসৃত নীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা যায় বা রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ ও তাঁর সুন্নাতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য ছাহাবীদের অনুসৃত পথই সালাফী মানহাজ।[১১]

শামসুদ্দীন আস-সাফারীনী (মৃ. ১১৮৮হিঃ) সালাফী মানহাজের সবচেয়ে উপযুক্ত সংজ্ঞা দিয়ে বলেন, المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة، وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلف، دون من رمي ببدعة، أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية، ونحو هؤلاء 'সালাফদের মাযহাব অর্থ হ'ল সেই মাযহাব যার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ছাহাবী, তাবেঈ এবং তাবে-তাবেঈগণ ও তাঁদের উত্তরসূরী ইমামগণ, যারা কিনা দ্বীনের ক্ষেত্রে উচ্চমর্যাদা ও ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছেন। সেই সাথে যারা বিদ'আতী আখ্যা পাননি এবং খারেজী, রাফেযী, ক্বাদারিয়া, মুরজিয়া, জাবারিয়া, জাহমিয়া, মু'তাযিলা, কার্রামিয়া প্রভৃতি নিন্দিত অভিধায় ভূষিতও হননি'।[১২]

সুতরাং প্রথমত ছাহাবী, তাবেঈ এবং কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী তাদের অনুবর্তী তাবে-তাবেঈগণ হ'লেন সালাফে ছালেহীন। অতঃপর পরবর্তীকালে তাদের পদাংক অনুসারীগণ এবং কুরআন ও সুন্নাহ অনুধাবনে তাদের পদ্ধতি ও মানহাজ অনুসরণকারীরাও সালাফী।

পূর্বকাল থেকেই বিদ্বানগণ ছাহাবী এবং তাঁদের পদাংক অনুসারীদেরকে চিহ্নিত করতে সালাফী পরিভাষাটি ব্যবহার করতেন। যেমন :

১. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (১১৮-১৮১হিঃ) একদা জনসম্মুখে এসে বলেছিলেন, دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، 'তোমরা আমর বিন ছাবিতের বর্ণিত হাদীছ পরিত্যাগ কর। কেননা সে সালাফদের গালি দেয়'।[১৩]

২. আব্দুর রহমান আল-আওযাঈ (৮৮-১৫৭হিঃ) একবার এক ব্যক্তির ভ্রান্ত প্রশ্নের জওয়াব দিতে গিয়ে বলেছিলেন, فاصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، 'তুমি নিজেকে সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। মুসলিম উম্মাহ যে অবস্থান নিয়েছে, সেই অবস্থানে থাক। তারা যা বলে সেটাই বল। তারা যা থেকে বিরত থাকে তা থেকে বিরত থাক এবং তোমার সালাফে ছালেহীনের অনুসৃত পথের অনুসরণ কর'।[১৪]

৩. তিনি আরও বলেন, عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول، 'তুমি সালাফদের পদাংক অনুসরণ কর, যদিও মানুষ তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং মানুষের রায় থেকে বেঁচে থাক, যদিও তাদের চমকপ্রদ কথা তোমাকে বিমোহিত করে'।[১৫]

৪. ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬হিঃ) তাঁর 'ছহীহ' গ্রন্থে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم، من الطعام واللحم وغيره، 'সালাফগণ যেভাবে তাদের বাড়িতে এবং সফরকালে খাদ্য, গোশত এবং অন্যান্য দ্রব্য সঞ্চিত রাখতেন' অনুচ্ছেদ।

'সালাফী' হিসাবে নিজেকে পরিচয় দেয়াকে কোন বিদ্বান নিন্দা করেননি; বরং প্রশংসা করেছেন। যেমন ইবনু তায়মিয়া (৬৬১-৭২৮হিঃ) বলেন, لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، 'কোন

১০. *শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, আল-উলু লিল আলিইল আকবার, পৃঃ ১৩।*
১১. *ড. মুহাম্মাদ বিন ওমর বাযমূল, আল-মানহাজুস সালাফী তা'রীফুহু ওয়া সিমাতুহু ওয়া দাওয়াতুহুল ইছলাহিয়াহ, পৃঃ ৪।*
১২. *শামসুদ্দীন আস-সাফারীনী, লাওয়ামিউল আনওয়ার আল-বাহিয়াহ, ১/২০ পৃঃ।*
১৩. *মুকাদ্দামা ছহীহ মুসলিম, ১/১৬ পৃঃ।*
১৪. *আবূবকর আল-আজুর্রী, আশ-শারী'আহ, ২/৬৭৩ পৃঃ।*
১৫. *প্রাগুক্ত, ১/৪৪৫ পৃঃ।*

ব্যক্তির সালাফদের মানহাজকে প্রকাশ করা এবং নিজেকে সালাফদের প্রতি সম্পৃক্ত ও সম্বন্ধিত করায় দোষের কিছু নেই। বরং তার এই কর্ম সর্বসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য হওয়াই আবশ্যক। কেননা সালাফদের মাযহাব হক্ব বৈ কিছু নয়'।[১৬]

বিদ্বানদের অনেকেই নিজেকে সালাফী হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন। যেমন ইমাম সাম'আনী (৫০৬-৫৬২হিঃ), ইবনুল আছীর (৫৫৫-৬৩০হিঃ) প্রমুখ অনুরূপ অনেকের নাম উল্লেখ করেছেন, যারা নিজেদের নামের সাথে 'সালাফী' লক্বব ব্যবহার করেছেন।[১৭]

বর্তমান যুগেও শায়খ আব্দুর রহমান আল-মু'আল্লিমী (১৮৯৪-১৯৬৬খ্রি.), শায়খ নাছেরুদ্দীন আলবানী (১৯১৪-১৯৯৯খ্রি.), শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (১৯১০-১৯৯৯খ্রি.) প্রমুখ বিদ্বানগণ নিজেদেরকে সালাফী হিসাবে অভিহিত করেছেন।

সর্বোপরি এটাই চিরন্তন সত্য যে, সালাফদের গৃহীত মানহাজই সর্বোত্তম মানহাজ। তাঁরা যে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই ইসলামই হ'ল বিশুদ্ধ ইসলাম। অতএব তাঁদের অনুসরণের মাঝেই হক্ব নিহিত রয়েছে। কোন জ্ঞানপাপী ব্যতীত কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না। ইবনু তায়মিয়া (৬৬১-৭২৮হিঃ) যথার্থই বলেছেন, 'যারা কুরআন ও সুন্নাতকে নিয়ে যথাযথভাবে চিন্তা-গবেষণা করে এবং যে বিষয়ে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' একমত তা হ'ল- কথায়, কর্মে এবং বিশ্বাসে মুসলিম উম্মাহ্র শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম ছিলেন প্রথম প্রজন্মের মুসলমানরা। অতঃপর হাদীছের বর্ণনা মোতাবেক পর্যায়ক্রমে তাদের যারা নিকটবর্তী যুগের ছিলেন, যেমনভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা জ্ঞান, আমল, প্রজ্ঞা, দ্বীনদারী, সত্যবাদিতা, ইবাদত তথা মর্যাদায় ও গুণাবলীতে সর্বদিক থেকে 'খালাফ' তথা পরবর্তীদের চেয়ে উত্তম ছিলেন। প্রতিটি ধর্মীয় সমস্যার সমাধানে তাঁরাই বেশী অগ্রগণ্য। দ্বীনের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলিকে অস্বীকারকারী ব্যতীত কারো পক্ষে এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই।[১৮]

সবশেষে ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؛ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم– 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অনুসরণকারী হ'তে চায় সে যেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের অনুসরণ করে। কেননা তাঁরা ছিলেন মন-মানসিকতায় এ উম্মতের সর্বাধিক পুণ্যবান, গভীর জ্ঞানের অধিকারী, সর্বাধিক কৃত্রিমতা পরিহারকারী, হেদায়াতের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সর্বোত্তম অবস্থা সম্পন্ন। তাঁরা ছিলেন এমন সম্প্রদায় যাদেরকে আল্লাহ তাঁর নবীর ছাহাবী হিসাবে মনোনীত করেছেন। অতএব তাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হও এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। কেননা তাঁরা সঠিক হেদায়াতের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন'।[১৯]

সুতরাং 'সালাফ' এবং 'সালাফ'দের অনুসরণকারী অর্থে 'সালাফী' অভিধাটি 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত'-এর সমার্থক লক্বব হিসাবে সুবিদিত।

(ক্রমশঃ)

১৬. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া, ৪/১৪৯ পৃঃ।*
১৭. *আব্দুল করীম আস-সাম'আনী, আল-আনসাব, ২/২৬০ পৃঃ; ইবনুল আছীর, আল-লুবাব ফী তাহযীবীল আনসাব, ২/১২৬ পৃঃ।*
১৮. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া, ৪/১৫৭-১৫৮ পৃঃ।*
১৯. *ইবনু আব্দিল বার্র, জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ২/৯৪৭ পৃঃ।*

দৃষ্টি আকর্ষণ

অনিবার্য কারণবশতঃ মাসিক আত-তাহরীক-এর ফৎওয়া হটলাইন নম্বরটি পরিবর্তন হয়েছে।

পূর্বের নম্বর : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭।

বর্তমান নম্বর : ০১৯৭৯-৩৪০৪৯০।

-সম্পাদক

আলিম (ছানাবিয়াহ) শ্রেণীতে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে **আলিম (ছানাবিয়াহ)** শ্রেণীতে এবং মারকাযের মহিলা শাখায় দু'বছর মেয়াদী দাওরায়ে হাদীছ কোর্সে ভর্তি নেওয়া হবে।

ভর্তি পরীক্ষা : ১৬ই জুন'১৯ রবিবার, সকাল ১০-টা।

ক্লাস শুরু : ২২শে জুন'১৯ শনিবার।

শর্তাবলী : (১) দাখিল বা সমযোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া (২) মূল কিতাব পড়ার যোগ্যতা ও আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান থাকা।

যোগাযোগ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭১৫-০০২৩৮০; ০১৭১৭-৮৬৫২১৯।

Contents

বাজারের আদব সমূহ

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজনে মানুষ বাজারে গমন করে। সেখানে গিয়ে তারা কেনাকাটায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ায় অনেক সময় আল্লাহকে ভুলে যায়, তাঁর যিকর ও ইবাদতের কথাও বিস্মৃত হয়ে যায়। এজন্য বাজার পৃথিবীতে আল্লাহ্র নিকটে সবচেয়ে অপ্রিয় স্থান। তারপরেও জীবনের বিভিন্ন দরকারে বাজারে যেতে হয়। বাজারে গিয়েও মানুষ যেন আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল না হয় এবং তাঁর ইবাদত থেকে বিরত না থাকে সেজন্য ইসলামে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এগুলো মেনে চললে পার্থিব জীবনের প্রয়োজন মিটবে এবং পরকালে অগণিত ছওয়াব পাওয়া যাবে। তাই বাজার সংশ্লিষ্ট আদব-কায়েদা সমূহ মেনে চলা যরূরী। আলোচ্য নিবন্ধে বাজারের আদব বা শিষ্টাচার সমূহ আলোচনা করা হবে।-

বাজারের পরিচয় : যে স্থানে পণ্য বা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য আনা হয় তাকে বাজার বলা হয়। একে বাজার নামকরণের কারণ হচ্ছে- এখানে বিক্রেতা পণ্য নিয়ে আসে তা বিক্রি করার জন্য এবং ক্রেতা প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনে স্বীয় বাসস্থানে নিয়ে যায়।

বাজারের আদব সমূহ : বাজার উদাসীনতা, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি, ধোঁকা-প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি পাপাচারের স্থান। এজন্য বাজারে গিয়েও মুমিন নিজেকে এসব থেকে বিরত রাখার পাশাপাশি বাজারের শিষ্টাচার পালন করার চেষ্টা করবে। বাজারের আদব সমূহকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। ক. বাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট, খ. বিক্রেতার সাথে সংশ্লিষ্ট, গ. ক্রেতার সাথে সংশ্লিষ্ট ও ঘ. ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

ক. বাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট আদব :

১. উত্তম স্থান নির্বাচন করা : বাজারের জন্য উত্তম স্থান নির্বাচন করা যেখানে যাতায়াতের সুন্দর সুযোগ-সুবিধা থাকে। সে স্থান ক্রেতা-বিক্রেতা কারো জন্য যেন ক্ষতিকর স্থানে পরিণত না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা। আর সেখানে যাতে শরী'আত পরিপন্থী দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় না হয় তার ব্যবস্থা করা।

২. ক্রেতা-বিক্রেতাকে হালাল-হারাম অবহিত করা : ইসলামে কোন পণ্য হালাল এবং কোনটা হারাম সে সম্পর্কে ক্রেতা-বিক্রেতাকে অবহিত করার ব্যবস্থা করা। কেননা এ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে বাজারকে কলুষিত করে ফেলবে। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, যার দ্বীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আছে কেবল সেই যেন আমাদের বাজারে ব্যবসা করে।[১]

৩. বাজার পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করা : বাজারে ময়লা-আবর্জনা ফেলে পরিবেশ নোংরা না করে সাধ্যমত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করা মুমিনের জন্য করণীয়। কেননা ময়লা-আবর্জনা ফেলে রাখলে সেগুলি থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায়, যাতে অন্য মানুষের কষ্ট হয়। তাছাড়া ছড়ানো-ছিটানো এসব ময়লা-আবর্জনার কারণে পথচারীর চলাচলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا مَعْشَرَ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لاَ تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ– 'হে ঐ জামা'আত! যারা মুখে ইসলাম কবুল করেছ কিন্তু অন্তরে এখনো ঈমান মজবূত হয়নি। তোমরা মুসলমানদের কষ্ট দিবে না'।[২] অন্যত্র তিনি বলেন, كُفَّ أَذَاكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَنْ نَفْسِكَ، 'তুমি মানুষকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাক। কেননা এটা ছাদাক্বাহ, যা তুমি নিজের পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ করছ'।[৩] তিনি আরো বলেন, مَنْ آذَى الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ طُرُقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ، 'যে ব্যক্তি মুসলমানদেরকে তাদের চলাচলের রাস্তায় কষ্ট দেয়, তার জন্য অভিশাপ ওয়াজিব হয়ে যায়'।[৪]

৪. বাজারকে হারাম পণ্য ক্রয়-বিক্রয় থেকে পবিত্র রাখার চেষ্টা করা : শরী'আতে যেসব বস্তু হারাম সেগুলো থেকে বাজারকে মুক্ত রাখা আবশ্যক। কারণ বাজারে হারাম দ্রব্য সহজলভ্য হ'লে মানুষ এতে লিপ্ত হবে। আর হারামে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে তারা ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

খ. বিক্রেতার সাথে সংশ্লিষ্ট আদব :

১. ব্যবসায়ের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য কামনা করা : ব্যবসায়ীরা যখন তার কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকটে ছওয়াব আশা করবে তখন সে যাবতীয় হারাম থেকে নিজেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে। আর তার এ উপার্জন দ্বারা পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত সৃষ্টির জন্য ব্যয় করার চেষ্টা করবে। তার অর্জিত সম্পদ থেকে সে দান-ছাদাক্বা করবে। অপরদিকে নিয়তের কারণে তার দুনিয়াবী কর্মকাণ্ড ইবাদতে রূপান্তরিত হবে।

২. হালাল পণ্য বিক্রয় করা : ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে হারাম পণ্য পরিহার করতে হবে। পানাহার, পোষাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা যেসব দ্রব্য হারাম করেছেন সেগুলো বিক্রি করা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। কেননা যা খাওয়া ও ব্যবহার করা হারাম তার ব্যবসাও হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ 'আল্লাহ যখন কোন বস্তু হারাম করেন, তখন তার মূল্যও হারাম করেন'।[৫] সুতরাং হালাল পন্য বিক্রি করার চেষ্টা করবে।

৩. সততা বজায় রাখা এবং পণ্যের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা : ব্যবসায়ে সততা ও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখা এবং পণ্যের

১. *তিরমিযী হা/৪৮৭, সনদ হাসান।*

২. *তিরমিযী হা/২০৩২; ছহীহুল জামে হা/৭৯৮৫; মিশকাত হা/৫০৪৪।*
৩. *মুসনাদে আহমাদ হা/২১৩৬৯, সনদ ছহীহ।*
৪. *তাবারানী, আল-কাবীর, ছহীহাহ হা/২২৯৪; ছহীহুল জামে হা/৫৯২৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৪৮।*
৫. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৯৩৮; তা'লীকাতুল হাসান হা/৪৯১৭, সনদ ছহীহ।*

কোন দোষ-ত্রুটি থাকলে তা গোপন না করে ক্রেতার কাছে তা ব্যক্ত করা মুসলমান ব্যক্তি মাত্রের করণীয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ. 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। অতএব কোন মুসলমানের পক্ষে তার ভাইয়ের কাছে পণ্যের ত্রুটি বর্ণনা না করে তা বিক্রয় করা বৈধ নয়'।[৬]

আব্দুর রহমান ইবনু আওফ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, ما سبب كثرة مالك؟ قال ما كتمت عيبا، ولا رددت ربحا– 'আপনার সম্পদের প্রবৃদ্ধির কারণ কি? তিনি বললেন, আমি মালের দোষ-ত্রুটি গোপন করি না এবং অতিরিক্ত মুনাফা করি না'।[৭]

৪. ব্যবসায়ে অধিক কসম খাওয়া পরিহার করা : ব্যবসায়ে অধিক কসম খাওয়া থেকে বিরত থাকা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِى الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ، 'তোমরা ক্রয়-বিক্রয়কালে অধিক শপথ করা থেকে বিরত থাক। কেননা মিথ্যা শপথের ফলে পণ্য বিক্রয় হ'লেও তার বরকত নষ্ট হয়ে যায়'।[৮]

৫. হারাম ব্যবসা থেকে বিরত থাকা : হারাম ব্যবসা পরিহার করা ব্যবসায়ীর জন্য অপরিহার্য। যেমন ধোঁকা-প্রবঞ্চনামূলক ব্যবসা, সূদী ব্যবসা এবং ওযনে ও পরিমাপে কম দেওয়া ইত্যাদি থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকা কর্তব্য। এগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে পেশ করা হ'ল।-

ক. ধোঁকা-প্রবঞ্চনা ও ভেজাল মিশ্রিত করা :

মানুষকে ধোঁকা দেওয়া ও পণ্যে ভেজাল মিশ্রিত করা গোনাহের কাজ। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ مَا هَذَا. قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ. ثُمَّ قَالَ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا.

'একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (বিক্রির জন্য) স্তূপীকৃত খাদ্যদ্রব্যের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এর ভিতর হাত ঢুকালে তাঁর আঙুলগুলো ভিজা পেলেন। তিনি মালিককে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? সে উত্তর দিল, বৃষ্টির পানিতে এ খাদ্যদ্রব্যগুলো ভিজে গিয়েছিল হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তখন তিনি বললেন, ভিজাগুলোকে স্তূপের উপরে রাখলে না কেন, যাতে করে লোকেরা তা দেখতে পায়? অতঃপর তিনি বললেন, যে প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৯]

খ. ওযন ও পরিমাপে কম দেওয়া :

ওযনে ও পরিমাপে কম দেওয়া কবীরা গোনাহ। এটি বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট পাপ। যা বান্দা মাফ না করলে আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ বলেন, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ، وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ، 'দুর্ভোগ মাপে কম দানকারীদের জন্য। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদের মেপে দেয়, বা ওযন করে দেয়, তখন কম দেয়' *(মুতাফফিফীন ১-৩)*।

গ. সূদী ব্যবসা-বাণিজ্য :

আল্লাহ তা'আলা সূদকে হারাম করেছেন। তিনি বলেন, وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا– 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ– 'আল্লাহ সূদগ্রহীতা, সূদদাতা, সাক্ষী ও লেখককে অভিসম্পাত করেছেন।[১০] তাই বাজারে ও অন্যত্র সূদী ব্যবসা থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকা আবশ্যক।

ঘ. দালালীর মাধ্যমে ক্রেতাকে প্রতারিত করা :

কোন কোন সময় ক্রেতার নিকটে অধিক মূল্য চাওয়া হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য থাকে প্রতারণার মাধ্যমে ক্রেতার নিকট থেকে অধিক মূল্য আদায় করা। আবার এখানে ক্রয়ের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে পণ্যের মূল্য বেশী বলে নিজে সটকে পড়া এবং ক্রেতাকে ঐ অধিক মূল্যে পণ্য ক্রয়ে বাধ্য করা। এ ধরনের কাজকে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّجْشِ، 'নবী করীম (ছাঃ) প্রতারণামূলক দালালী হ'তে নিষেধ করেছেন'।[১১]

৬. মজুদদারী কারবার না করা : ব্যবসার উদ্দেশ্যে মজুদ করার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যেন বাজারে সে খাদ্যবস্তুর সংকট না থাকে। যদি বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে মুনাফাখোরীর উদ্দেশ্যে মজুদ করা হয়, তবে অবশ্যই তা অপরাধ হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মজুদদারী করে সে পাপী'।[১২] বর্তমানে ব্যবসায়ীরা পরিকল্পিতভাবে বাজারমূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে মজুদদারী করে, তা থেকে আল্লাহভীরু মুসলিম ব্যবসায়ীকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ– 'ব্যবসায়ীরা ক্বিয়ামতের দিন পাপী হিসাবে

৬. *ইবনু মাজাহ হা/২২৪৬; ইরওয়া হা/১৩২১; ছহীহুল জামে' হা/৬৭০৫।*
৭. *আন-নাজমুল ওয়াহাজ, ৪/১৭৭ পৃঃ।*
৮. *মুসলিম হা/১৬০৭; নাসাঈ হা/৪৪৬০; ইবনু মাজাহ হা/২২০৯; মিশকাত হা/২৮৬০।*
৯. *মুসলিম হা/১০২; মিশকাত হা/২৮৬০।*
১০. *আহমাদ হা/৩৭২৫; ছহীহাহ হা/২৩২৬; ছহীহুল জামে' হা/৫০৮৯-৯০।*
১১. *বুখারী হা/৬৯৬৩; মুসলিম হা/১৫১৬; ইবনু মাজাহ হা/২১৭৩।*
১২. *মুসলিম হা/১৬০৫; ইবনু মাজাহ হা/২১৫৪; মিশকাত হা/২৮৯২।*

উত্থিত হবে। কেবল তারা ব্যতীত যারা আল্লাহকে ভয় করে, সৎকর্ম করে এবং ছাদাক্বা করে'।[১৩]

গ. ক্রেতার সাথে সংশ্লিষ্ট আদব :

১. উত্তম বাজার নির্বাচন করা : ক্রেতাকে এমন বাজার নির্বাচন করা উচিত যেখানে পাপাচার থেকে দূরে থাকা যায়। সেই সাথে এমন সময় নির্ধারণ করা উচিত যাতে নিজের শারীরিক ও মানসিক কষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। যেমন অতিরিক্ত ভিড়, মহিলাদের সমাগম প্রভৃতি।

২. ক্রয়কৃত পণ্য হালাল হওয়া : মুমিনের পানাহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, আসবাব পত্র, বাহন ইত্যাদি হালাল হওয়া যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ، نَبَتَ مِن السُحْت وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِن السُحْت، كانت النَّارُ أَوْلَى بِهِ، 'যে দেহের গোশত হারাম দ্বারা গঠিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। হারাম দ্বারা গঠিত দেহের জন্য জাহান্নামই উপযোগী'।[১৪] সুতরাং মুমিন মুত্তাক্বী ব্যক্তির জন্য হারাম ভক্ষণ করা কিংবা হারাম দ্বারা জীবন যাপন করা সমীচীন নয়। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রাঃ)-এর একজন ক্রীতদাস ছিল। সে প্রতিদিন তার উপর ধার্য কর আদায় করত। আর আবূ বকর (রাঃ) তার দেওয়া কর হ'তে আহার করতেন। একদিন সে কিছু খাবার জিনিস এনে দিল। তা হ'তে তিনি আহার করলেন। তারপর গোলাম বলল, আপনি জানেন কি ওটা কিভাবে উপার্জিত করা হয়েছে যা আপনি খেয়েছেন? তিনি বললেন, বলত কিভাবে (উপার্জিত)? গোলাম উত্তরে বলল, আমি জাহিলী যুগে এক ব্যক্তির ভবিষ্যৎ গণনা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু ভবিষ্যৎ গণনা করা আমার ভালভাবে জানা ছিল না। তথাপি প্রতারণা করে তা করেছিলাম। আমার সাথে তার দেখা হ'লে গণনার বিনিময়ে এ দ্রব্যাদি সে আমাকে হাদিয়া দিল যা হ'তে আপনি আহার করলেন। আবূ বকর (রাঃ) এটা শুনামাত্র মুখের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং পেটের ভিতর যা কিছু ছিল সব বমি করে দিলেন।[১৫]

৩. হারাম দ্রব্য ক্রয় করা থেকে বিরত থাকা : আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক হারামকৃত পণ্য ক্রয় করা থেকে বিরত থাকা। এ ব্যাপারে মুমিন ক্রেতা অবশ্যই সতর্ক থাকবেন।

৪. বিক্রেতার সাথে বিশ্বস্ত ও ন্যায়ানুগ ব্যবহার করা : মিথ্যা, শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতা মূলক আচরণ থেকে মুসলিম ক্রেতা অবশ্যই বিরত থাকবেন। যেমন বিক্রেতা জাল টাকা প্রদান করা, তাকে টাকা না দিয়েই মূল্য পরিশোধের দাবী করা, পণ্য চুরি বা আত্মসাৎ করা এবং পণ্যমূল্য নিয়ে বিক্রেতার সাথে বাক-বিতণ্ডা ও দুর্ব্যবহার করা ইত্যাদি।

৫. বিক্রেতাকে উপদেশ দেওয়া : মুসলিম ক্রেতার জন্য করণীয় হ'ল বিক্রেতার মাঝে কোন ত্রুটি দেখলে তাকে উপদেশ দেওয়া। রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ يَدِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ، 'উত্তম উপার্জন হচ্ছে ঐ কর্মীর হাতের কামাই যখন সে (মানুষকে) উপদেশ দেয়'।[১৬] অন্য হাদীছে এসেছে, জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ- 'আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছি ছালাত কায়েম করার, যাকাত প্রদান করার এবং সমস্ত মুসলিমের মঙ্গল কামনা করার'।[১৭] অতএব মুসলিমের কল্যাণ কামনায় সর্বাবস্থায় তাকে উপদেশ দিতে হবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, فَكَانَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا أَوْ بَاعَهُ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ اِعْلَمْ أَنَّ مَا اَخَذْنَا مِنْكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا أَعْطَيْنَاكَهُ فَاخْتَرْ- 'অতঃপর যখন সে কিছু কিনবে কিংবা বিক্রয় করবে সে তার সাথীকে বলবে, জেনে রেখ যে, আমরা তোমার থেকে যা গ্রহণ করেছি, সেটা আমাদের নিকটে পসন্দনীয় তোমাকে যা দিয়েছি তদপেক্ষা। সুতরাং তুমি পসন্দ কর'।[১৮]

৬. মহিলা ক্রেতা হ'লে শরী'আতের সীমা বজায় রাখা : মহিলারা সাধারণভাবে একাকী বাজারে গমন থেকে বিরত থাকবে। কেননা আল্লাহ বলেন, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، 'আর তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করবে। প্রাচীন জাহেলী যুগের ন্যায় সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। আর যদি তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনে দেওয়ার মত কেউ না থাকে এবং তারা বাজারে যেতে বাধ্য হয় তাহ'লে শারঈ পর্দা বজায় রেখে নিরাপদ সময়ে গমন করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ 'মহিলা হচ্ছে আওরাত (আবরণীয় বস্তু)। সে বাইরে বের হ'লে শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকায়'।[১৯]

ঘ. ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আদব :

১. বাজারে প্রবেশ করে আল্লাহ্র যিকর করা : বাজার এমন একটি জায়গা যেখানে গেলে মানুষ ব্যস্ততার কারণে আল্লাহ্র স্মরণ ভুলে যায়। কিন্তু মুমিনের কর্তব্য হ'ল সর্বাবস্থায়

---

১৩. *তিরমিযী হা/১২১০; ইবনু মাজাহ হা/২১৪৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৯৪।*
১৪. *আহমাদ হা/১৪৪১; শু'আবুল ঈমান হা/৮৯৭২; দারিমী হা/২৭৭৯; মিশকাত হা/২৭৭২, সনদ হাসান।*
১৫. *বুখারী হা/৩৮৪২; মিশকাত হা/২৭৮৬।*
১৬. *মুসনাদে আহমাদ হা/৮৩৯৩; ছহীহুল জামে হা/৩২৮৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/৭৭৬।*
১৭. *বুখারী হা/৫৭, ৫২৪; মুসলিম হা/৫৬।*
১৮. *ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৪৫৪৬; আত-তালীকাতুল হাসান হা/৪৫২৯, সনদ ছহীহ।*
১৯. *তিরমিযী হা/১১৭৩; মিশকাত হা/৩১০৯; ইরওয়া হা/২৭৩, সনদ ছহীহ।*

আল্লাহকে স্মরণ রাখা। তাই বাজারে গিয়েও সে যিকর করবে। আল্লাহ বলেন, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ‘অতঃপর ছালাত শেষ হ’লে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ তালাশ কর। আর তোমরা আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হ’তে পার’ *(জুম‘আহ ৬২/১০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে বলবে, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ- ‘(আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁর। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁর হাতেই সকল কল্যাণ। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী)। আল্লাহ তার জন্য হাযার হাযার নেকী লিখবেন, হাযার হাযার গোনাহ মোচন করবেন এবং তার হাযার হাযার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন’।[২০] হাযার হাযার বলতে এখানে অধিক সংখ্যক বুঝানো হয়েছে।

২. সালামের ব্যাপক প্রসার করা : সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটানো। ছাহাবায়ে কেরামের কেউ কেউ সালাম বিনিময়ের জন্যই কেবল বাজারে যেতেন। তুফাইল ইবনে উবাই ইবনে কা‘ব হ’তে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর কাছে আসতেন এবং সকালে তাঁর সঙ্গে বাজারে যেতেন। তিনি বলেন, ‘যখন আমরা সকালে বাজারে যেতাম, তখন তিনি প্রত্যেক খুচরা বিক্রেতা, স্থায়ী ব্যবসায়ী, মিসকীন তথা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাকে সালাম দিতেন।’ তুফাইল বলেন, সুতরাং আমি একদিন (অভ্যাসমত) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে বাজারে যেতে বললেন। আমি বললাম, ‘আপনি বাজারে গিয়ে কী করবেন? আপনি তো বেচা-কেনার জন্য কোথাও থামেন না, কোন পণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন না, তার দর-দাম জানতে চান না এবং বাজারের কোন মজলিসে বসেনও না। আমি বলছি, এখানে আমাদের সাথে বসে যান, এখানেই কথাবার্তা বলি।’ (তুফাইলের ভুঁড়ি মোটা ছিল, সেজন্য) তিনি বললেন, ‘ওহে ভুঁড়িমোটা! আমরা সকাল বেলায় বাজারে একমাত্র সালাম পেশ করার উদ্দেশ্যে যাই। যার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়, আমরা তাকে সালাম দেই’।[২১]

৩. শোরগোল ও উচ্চবাচ্য পরিহার করা : বাজারে শোরগোল ও চিৎকার করা থেকে বিরত থাকা যরূরী। হাদীছে কুদসীতে রাসূল (ছাঃ)-এর কতিপয় গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, لَيْسَ بِفَظٍّ وَلاَ غَلِيظٍ وَلاَ سَخَّابٍ فِى الأَسْوَاقِ، وَلاَ يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، ‘তিনি বাজারে কঠোর, রূঢ় ও নির্দয় স্বভাবের ছিলেন না। তিনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দ দ্বারা নিতেন না বরং মাফ করে দিতেন, ক্ষমা করে দিতেন’।[২২]

৪. ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিকে সাক্ষী বা লেখার মাধ্যমে সুদৃঢ় করা : ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে সাক্ষী ও লেখার মাধ্যমে সুদৃঢ় রাখা। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، ‘হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যেকার কোন লেখক যেন তা ন্যায়সঙ্গতভাবে লিপিবদ্ধ করে’ *(বাক্বারাহ ২/২৮২)*। তিনি আরো বলেন, وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، ‘এ ব্যাপারে তোমরা তোমাদের মধ্যেকার দু’জন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে। যদি দু’জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু’জন নারী, ঐসব সাক্ষীদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা পসন্দ কর। যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দেয়’ *(বাক্বারাহ ২/২৮২)*।

৫. ওয়াদা পূর্ণ করা : ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে ওয়াদা করা হবে তা পূর্ণ করা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ- ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের চুক্তিগুলি পূর্ণ কর’ *(মায়েদাহ ৫/১)*।

৬. ক্রয়-বিক্রয়ে উদার ও নম্র হওয়া : ক্রয়-বিক্রয়ে উদারতা ও নম্রতা বজায় রাখা যরূরী। কারণ এর জন্য নেকী রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى. ‘আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি রহমত বর্ষণ করেন যে নম্রতার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করে ও পাওনা ফিরিয়ে চায়’।[২৩]

৭. আত্মসাৎকৃত ও চোরাই দ্রব্য ক্রয় থেকে দূরে থাকা : আত্মসাৎ করা বা চুরি করে আনা কোন পণ্য-দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় থেকে বিরত থাকা। কেননা এসব হারাম। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত’ *(নিসা ৪/২৯)*।

---

২০. *তিরমিযী হা/৩৪২৮-২৯; ইবনু মাজাহ হা/২২৩৫; মিশকাত হা/২৪৩১, সনদ ছহীহ।*

২১. *বুখারী হা/২১২৫; মিশকাত হা/৫৭৫২, ৫৭৭১।*

২২. *মুওয়াত্ত্বা মালিক হা/১৭৯৩; আদাবুল মুফরাদ হা/১০০৬; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৮৫৩।*

২৩. *বুখারী হা/২০৭৬; ইবনু মাজাহ হা/২২০৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৪৯৫।*

৮. মহিলাদের থেকে চোখ অবনত রাখা, তাদের সাথে সংমিশ্রণ ও তাদের ভিড় এড়িয়ে চলা : বাজারে আগত মহিলাদের দিকে তাকানো থেকে চোখকে সংযত রাখা। তাদের সাথে মিশে যাওয়া এবং তাদের ভিড়ের মধ্যে না গিয়ে সেখান থেকে দূরে থাকা কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ، 'তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর। নিশ্চয়ই তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত। আর তুমি মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে যেটুকু স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় সেটুকু ব্যতীত। আর তারা যেন তাদের মাথার কাপড় বক্ষদেশের উপর রাখে' *(নূর ২৪/৩০-৩১)*।

৯. বেচা-কেনায় লিপ্ত হয়ে আল্লাহ্র যিকর ও ছালাত থেকে দূরে না থাকা : বাজারে গিয়ে মানুষ নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনা-কাটায় যেমন মশগূল হয়ে পড়ে, তেমনি বিক্রেতারাও পণ্য বিক্রয়ে ব্যাপৃত হয়ে আল্লাহ্র যিকর এবং কোন কোন সময় ছালাতের কথা ভুলে যায়। কোনক্রমেই এরূপ হওয়া চলবে না। বরং ছালাতের সময় হয়ে গেলে ছালাত আদায় করে নিতে হবে। তাছাড়া মাঝে-মধ্যে আল্লাহ্র যিকর ও তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، 'ঐ লোকগুলি হ'ল তারাই, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে এবং ছালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন তাদের হৃদয় ও চক্ষু বিপর্যস্ত হবে' *(নূর ২৪/৩৭)*।

পরিশেষে বলব, বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উপরোক্ত আদব বা শিষ্টাচার মেনে চলা যরূরী। এর মাধ্যমে ইহকালে যেমন সুফল পাওয়া যাবে, তেমনি পরকালীন জীবনে অশেষ ছওয়াব হাছিল হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আদব বা শিষ্টাচার মেনে চলার তাওফীক দান করুন-আমীন!

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

সম্মানিত দ্বীনী ভাই! আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত 'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে' মুছল্লীদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় মসজিদটি সম্প্রসারণ করা যরূরী হয়ে পড়েছে। এ লক্ষ্যে পাঁচতলা বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে খরচ হবে প্রায় ৪ কোটি টাকা। বিশাল অংকের এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি। ছাদাক্বায়ে জারিয়ার এই অনন্য ক্ষেত্রে দান করে পরকালীন নাজাতের পথ সুগম করুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন-আমীন!!

টাকা প্রেরণের হিসাব নম্বর :

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফান্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।
মোবাইলঃ ০১৭১১-৫৭৮০৫৭, ০১৭১৫০০২৩৮০।

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরা গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!
আপনারা কি ছহীহ ও বিশুদ্ধ তরীকায় শিরক ও বিদ'আত মুক্ত পবিত্র হজ্জ ও ওমরা পালন করতে চান? তাহ'লে আজই যোগাযোগ করুন!

* **রামাযান মাসে ১,১০,০০০/= ১,৩০,০০০/= এবং অন্যান্য মাসে ৭০/৮০ হাযার টাকায় উন্নত মানের হোটেলে আবাসন সুবিধায় ওমরাহ পালনের সুযোগ আছে।**
* **হজ্জ ও ওমরায় যোগ্য আলেম ও সহযোগীর মাধ্যমের সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদানের সুযোগ থাকবে।**
* **মক্কা ও মদীনার ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে।**

বিঃদ্রঃ ২০২০/২১ সালের প্রাক নিবন্ধন চলছে।

পরিচালক : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম, এমঃ এম, এ)
৭ম ফ্লোর, ভিআইপি টাওয়ার, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।
০১৭১১-৩৬৫৩৩৭
০১৯১৯-৩৬৫৩৩৭

ডি.বি.এইচ ইন্টারন্যাশনালের সার্বিক তত্ত্বাবধানে (লাইসেন্স নং ২০৪)

পরকালে মানুষকে যেসব প্রশ্নের জওয়াব দিতে হবে

*মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান**

ভূমিকা :

দুনিয়াতে বান্দা যা কিছু করে ও বলে সবকিছু লিপিবদ্ধ করা হয়। 'সম্মানিত লেখক ফেরেশতাবৃন্দ সবকিছু লিখে রাখেন' *(ইনফিত্বার ৮২/১১)*। 'সে যে কথাই উচ্চারণ করে তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে' *(ক্বাফ ৫০/১৮)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِيْنٍ 'আর প্রতিটি বস্তুকেই আমি সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি' *(ইয়াসীন ৩৬/১২)*। وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. 'আর ক্বিয়ামতের দিন আমরা তাকে বের করে দেখাব একটি আমলনামা, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। (সেদিন আমরা বলব,) তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাবের জন্য যথেষ্ট' *(বনী ইসরাঈল ১৭/১৩-১৪)*। 'সবাইকে তাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে' *(নাহল ১৬/৯৩; হিজর ১৫/৯২-৯৩)*। পরিশেষে আমল অনুপাতে তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে। এমনকি 'অণু পরিমাণ ভাল কাজ করলে, সে তা দেখতে পাবে এবং অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে সেও তা দেখতে পাবে' *(যিলযাল ৯৯/৭)*। ক্বিয়ামতের দিন বান্দাকে তার দুনিয়াবী ছোট-বড়, গোপন-প্রকাশ্য, কথা ও কর্ম তথা সব আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তন্মধ্যে কিছু বিষয় কিতাব ও সুন্নাহতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলি সম্পর্কে বান্দাকে সেদিন জিজ্ঞেস করা হবে, যাতে বান্দা সেসব বিষয়ে সতর্ক থাকে, সেগুলির হেফাযত করে, নিজে ও অন্যরাও এসবের হেফাযত না করার ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারে ও এগুলিকে বেশি ভয় করে এবং যত্নবান হয়। আলোচ্য নিবন্ধে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ্।

১. কবরে তিনটি প্রশ্ন করা হবে :

পরকালীন জীবনের সর্বপ্রথম মনযিল কবর। কবরে বান্দাকে তিনটি বিশেষ প্রশ্ন করা হবে। তবে কবরের প্রশ্ন ক্বিয়ামতের দিনের প্রশ্ন হ'তে ভিন্ন। বারা বিন আযিব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কবরে বান্দাকে তিনটি প্রশ্ন করা হবে। এক. তোমার রব কে? তারপর তাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হবে, তোমার দ্বীন কি? অতঃপর তৃতীয় প্রশ্নটি করা হবে, এই লোকটি কে ছিলেন, যাকে তোমাদের নিকটে প্রেরণ করা হয়েছিল? বান্দা যদি মুমিন হয়, তাহ'লে এগুলির যথাযথ জওয়াব দিতে পারবে। আর যদি বেঈমান বা কাফির হয়, তাহ'লে বলবে, আফসোস আমি কিছুই জানি না'।[১]

২. ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে :

হক দু'প্রকার। এক. আল্লাহ্র হক। দুই. বান্দার হক। আল্লাহ্র হকগুলির মধ্যে ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হিসাব নেয়া হবে ছালাতের। যেমন আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلاَةُ قَالَ يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلاَئِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ انْظُرُوا فِى صَلاَةِ عَبْدِى أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ انْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِى مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدِى فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ-

'নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন মানুষের আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম ছালাতের হিসাব নেয়া হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমাদের মহীয়ান গরীয়ান রব ফেরেশতাদেরকে বলবেন অথচ তিনি সর্বাধিক অবগত, 'তোমরা আমার বান্দার ছালাত দেখ, সে তা পরিপূর্ণ করেছে, না অসম্পূর্ণ রেখেছে'। যদি পূর্ণ হয়, তাহ'লে পূর্ণই লেখা হবে। আর যদি তাতে কিছু কমতি থাকে, তাহ'লে তিনি বলবেন, 'তোমরা দেখ আমার বান্দার কোন নফল (ছালাত) আছে কি না'। যদি তার নফল ছালাত থাকে তিনি বলবেন, 'আমার বান্দার ফরযের ঘাটতিকে নফল দ্বারা পূর্ণ কর'। অতঃপর এভাবেই অন্যান্য আমলসমূহকে গ্রহণ করা হবে'।[২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ- 'তার ছালাত যদি সঠিক হয়, তাহ'লে সে সফলকাম ও কৃতকার্য হবে। আর তা যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহ'লে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে'।[৩] অর্থাৎ ছালাত যদি শুদ্ধ হয়, রুকূ, সিজদা, ক্বিয়াম-কুউদ, খুশু-খুযূ সহ সময় মত আদায় করে। আর যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তথা আদায় করেনি অথবা অশুদ্ধ হয়েছে অথবা গৃহীত হয়নি, তাহ'লে সে ছওয়াব লাভে ব্যর্থ হবে এবং শাস্তি ভোগে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আর বান্দার হকগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম বিচার করা হবে অন্যায় রক্তপাত বা হত্যার। যেমন ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ، وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ- 'সর্বপ্রথম বান্দার ছালাতের হিসাবে নেয়া হবে। আর মানুষের

** পিএইচ.ডি গবেষক, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

১. আবূদাঊদ হা/৪৪৫৩; তিরমিযী হা/৩১২০, সনদ ছহীহ।

২. আবূদাঊদ হা/৮৬৪, সনদ ছহীহ।

৩. তিরমিযী হা/৪১৩; নাসাঈ হা/৪৬৫; মিশকাত হা/১৩৩০, সনদ ছহীহ।

পরস্পরের মাঝে সর্বপ্রথম বিচার করা হবে রক্তপাত বা অন্যায় হত্যার'।[৪] উল্লেখ্য, হাদীছের আলোকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র হক ও বান্দার হকের মধ্যে সর্বপ্রথম আল্লাহ্র হকের হিসাব নেয়া হবে।

৩. পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে :

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

لاَ تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ-

'ক্বিয়ামতের দিন পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত না হওয়া পর্যন্ত আদম সন্তানের পা তার রবের নিকট হ'তে নড়বে না। তার জীবনকাল সম্পর্কে, সে তা কিভাবে কাটিয়েছে। তার যৌবনকাল সম্পর্কে, সে তা কিভাবে শেষ করেছে। তার সম্পদ সম্পর্কে, সে তা কোথা হ'তে উপার্জন করেছে এবং কোন পথে ব্যয় করেছে। আর সে যে জ্ঞান অর্জন করেছে, সে বিষয়ে কি আমল করেছে'।[৫]

৪. আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতগুলি সম্পর্কে :

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে দুনিয়াতে অসংখ্য নে'মত দান করেছেন। তিনি বলেন, وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا 'তোমরা যদি আল্লাহ্র নে'মতকে গণনা কর, তাহ'লে তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না' *(নাহল ১৬/১৮)*। আর এ সকল নে'মত সম্পর্কে তিনি তাঁর বান্দাদের জিজ্ঞেস করবেন, যাতে সে তা স্বীকৃতি দেয় এবং এর হক আদায় করেছে কি না তা জানতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ 'তোমরা সেদিন অবশ্যই নে'মতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' *(তাকাছুর ১০২/৮)*।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) একদা দিনে অথবা রাতে বেরিয়ে পড়েন। হঠাৎ আবু বকর ও উমরের সাথে তার দেখা হল। তিনি তাদের দু'জনকে বললেন, 'কোন প্রয়োজন তোমাদেরকে এই সময়ে বাড়ি থেকে বের করেছে'? তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ক্ষুধা। তিনি বললেন, 'আমিও তাই। সেই সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আমাকে সে জিনিসই ঘর থেকে বের করেছে যা তোমাদেরকে বের করেছে। চল দেখি'। ফলে তাঁরাও তাঁর সাথে চলতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তারা একজন আনছারী লোকের বাড়িতে এসে পৌঁছলেন। দেখলেন তিনি বাড়িতে নেই। তবে তার স্ত্রী রাসূল (ছাঃ)-কে দেখতে পেয়ে বললেন, মারহাবা! সুস্বাগতম! রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, অমুক কোথায়? তিনি বললেন, আমাদের জন্য সুস্বাদু পানি আনতে গেছেন। ঠিক তখনি আনছারী লোকটি আসলেন। এসে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর দুই সাথীকে দেখে বললেন, আল-হামদুলিল্লাহ! আজ আমার চেয়ে সম্মানিত অতিথি আর কেউ পায়নি। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি গিয়ে এক গুচ্ছ ফল নিয়ে এলেন, যাতে রয়েছে শুকনো, পাকা ও কাঁচা খেজুর। তারপর বললেন, আপনারা এগুলি থেকে খেতে থাকুন। এই বলে তিনি ছুরি নিলেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, 'সাবধান দুধওয়ালা (ছাগল) যবাই করো না'। তিনি তাঁদের জন্য (ছাগল) যবেহ করলেন এবং তারা সেই ছাগলের গোস্ত ও থোকা থেকে ফল খেলেন এবং পানও করলেন। যখন তারা তৃপ্ত ও পিপাসামুক্ত হ'লেন, তখন রাসূল (ছাঃ) আবূ বকর ও উমরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'সেই সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমরা এই নে'মত সম্পর্কে ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। ক্ষুধা তোমাদেরকে বাড়ি থেকে বের করেছিল, অতঃপর তোমরা ফেরার পূর্বেই এই নে'মত পেয়ে ধন্য হ'লে'।[৬]

তিরমিযীতে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظِلٌّ بَارِدٌ وَرُطَبٌ طَيِّبٌ وَمَاءٌ بَارِدٌ. 'সেই সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, ক্বিয়ামতের দিন যে সকল নে'মত সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে তা হ'ল, শীতল ছায়া, পবিত্র খেজুর ও ঠাণ্ডা পানীয়'।[৭]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي الْعَبْدَ مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ وَنُرْوِيَكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ. 'নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন বান্দা সর্বপ্রথম যে নে'মত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে তা হ'ল তাকে বলা হবে, আমরা কি তোমার শরীরকে সুস্থ রাখিনি এবং ঠাণ্ডা পানি দ্বারা তোমাকে পরিতৃপ্ত করিনি'?[৮]

আর নে'মতের হক হ'ল এর শুকরিয়া আদায় করা, অর্থাৎ আল্লাহ্র নে'মত সম্পর্কে বলা, তাঁর আনুগত্যে এবং বৈধ কাজে সেগুলিকে ব্যবহার করা। যদি কোন ব্যক্তি এগুলি করে, তাহ'লে সে যেন এসবের হক আদায় করল এবং আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করল। সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভেও ধন্য হবে। আর যদি আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় না করে, তাহ'লে সে যেন নে'মতকে অস্বীকার করল। আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا. 'আল্লাহ্ তা'আলা ঐ বান্দার ওপর অবশ্যই

৪. *নাসাঈ হা/৩৯৭১; ছহীহাহ হা/১৭৪৮; ছহীহুল জামে হা/২৫৭২।*
৫. *তিরমিযী হা/২৪১৬; মিশকাত হা/৫১৯৭; ছহীহাহ হা/৯৪৬।*
৬. *মুসলিম হা/২০৩৮; মিশকাত হা/৪২৪৬।*
৭. *তিরমিযী হা/২৩৬৯; ছহীহাহ হা/১৬৪১।*
৮. *তিরমিযী হা/৩৩৫৮; ছহীহাহ হা/৫৩৯; মিশকাত হা/৫১৯৬।*

সন্তুষ্ট হন, যে কোন খাদ্য খেলে এর জন্য তাঁর প্রশংসা করে। অথবা কোন পানীয় পান করলে এর জন্য তাঁর প্রশংসা করে'।

৫. ইলম, শ্রবণ, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে :

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছে পড়ো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ, হৃদয় প্রত্যেকটির বিষয়ে তোমরা (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩৬)*।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, لا تقل رأيت ولم تر، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله 'তুমি বল না যে, আমি দেখেছি অথচ আদৌ দেখনি। আমি শুনেছি অথচ আদৌ শুননি। আমি জানি অথচ জানো না। কেননা আল্লাহ তা'আলা এসবকিছু সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করবেন'।

কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর এসবকিছুই মহান রবের দেয়া বড় নে'মত। আর এগুলি সম্পর্কে ক্বিয়ামতের দিন আমাদের জিজ্ঞেস করা হবে, সেগুলি কি আল্লাহ্র আনুগত্যে ও সৎকাজে ব্যবহার করে এগুলির শুকরিয়া আদায় করা হয়েছে, না এগুলি আল্লাহ্র অবাধ্য ও পাপাচারের কাজে লাগানো হয়েছে? সুতরাং এগুলির সদ্ব্যবহার করতঃ শুকরিয়া আদায় করা উচিত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ বিষয়ে গাফেল। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ 'বল, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দান করেছেন কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়। কিন্তু তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর' *(মুল্ক ৬৭/২৩)*।

৬. জিহাদ, ইলম ও সম্পদের মত তিনটি বড় নে'মত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে :

ক্বিয়ামতের দিন বান্দাকে আল্লাহ প্রদত্ত যে সকল বড় নে'মত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে তন্মধ্যে রয়েছে ইলম, সম্পদ ও আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ। তার কাছে জানতে চাওয়া হবে, সে এগুলোর ক্ষেত্রে আল্লাহ্র যে হক রয়েছে তা যথাযথ আদায় করেছে কি-না? সে কি এগুলির হেফাযত করেছে, না সেগুলি নষ্ট করেছে? আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে লোকটির ফায়ছালা করা হবে সে হ'ল একজন শহীদ। তাকে নিয়ে আসা হবে। তাকে তার নে'মতগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে এবং সেও তা চিনতে পারবে। আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি এবিষয়ে কি আমল করেছ? সে বলবে, আমি তোমার রাস্তায় যুদ্ধ করেছি, এমনকি শাহাদত বরণও করেছি। তিনি বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি যুদ্ধ করেছ এজন্য যে, তোমাকে যেন বীর বলা হয়। আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর নির্দেশ দেয়া হবে তাকে টেনেহেঁচড়ে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে। ফলে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর এক ব্যক্তি যে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং তা অন্যকে শিক্ষাও দিয়েছে। আর সে কুরআন তিলাওয়াত করতো। তাকে নিয়ে আসা হবে। তিনি তাকে তার নে'মতগুলি স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং সে তা স্মরণ করবে। তিনি তাকে বলবেন, তুমি এসব নে'মতের কি আমল করেছ? সে বলবে, আমি জ্ঞান অর্জন করেছি এবং তা অন্যকেও শিক্ষা দিয়েছি। তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন তিলাওয়াতও করেছি। তিনি বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি জ্ঞান অর্জন করেছ যাতে তোমাকে বলা হয় সে আলিম এবং কুরআন পড়েছ যাতে তোমাকে বলা হয় সে ক্বারী। আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর নির্দেশ দেয়া হবে তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে, ফলে তাই করা হবে। অতঃপর আরেক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ অনেক প্রাচুর্য দান করেছেন। সর্বপ্রকার সম্পদ তাকে দিয়েছেন। তাকেও নিয়ে আসা হবে। তাকে তার নে'মতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে এবং সেও তা স্মরণ করবে। তাকে বলবেন, তুমি এসবের ব্যাপারে কি আমল করেছ? সে বলবে, যে পথে খরচ করলে তুমি সন্তুষ্ট হও এমন সব ক্ষেত্রে আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্যে খরচ করেছি। তিনি বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি তা করেছ যাতে তোমাকে বলা হয় দানবীর। সুতরাং তা বলা হয়েছে। অতঃপর নির্দেশ দেয়া হবে তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে, ফলে তাই করা হবে'।[৯]

৭. অঙ্গীকার সম্পর্কে :

ক্বিয়ামতের দিন আমাদের দেয়া অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا 'আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩৪)*। তিনি আরো বলেন, وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللهِ مَسْؤُولًا- 'অথচ তারা ইতিপূর্বে আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে' *(আহযাব ৩৩/১৫)*।

৮. কুফর ও শিরক সম্পর্কে :

দুনিয়াতে যারা কুফরী করে ও আল্লাহ্র সাথে শরীক করে, তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, تَاللهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ 'আল্লাহ্র কসম! তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন কর, সে বিষয়ে অবশ্যই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে' *(নাহল ১৬/৫৬)*।

৯. মুসলিম হা/১৯০৫; মিশকাত হা/২০৫।

তিনি আরো বলেন, ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ‘এরপর ক্বিয়ামতের দিন তিনি তাদের লাঞ্ছিত করবেন এবং বলবেন, কোথায় আমার শরীকরা যাদের কারণে তোমরা (আমাদের নবীদের সঙ্গে) শত্রুতা করতে? তখন (ফেরেশতা বা মুমিনগণ) যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, তারা বলবে, নিশ্চয়ই সকল লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল আজ কেবল কাফেরদের জন্যই’ *(নাহল ১৬/২৭)*।

৯. ফেরেশতাগণের প্রতি মিথ্যারোপ সম্পর্কে :

দুনিয়াতে এক শ্রেণীর মানুষ ফেরেশতাগণের প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং তাদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বলে, তারা নাকি নারী জাতি। এমনকি তারা তাদেরকে আল্লাহ্র কন্যা সাব্যস্ত করে। ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে। এমর্মে মহান আল্লাহ্ বলেন, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ‘আর তারা ফেরেশতাদের নারী গণ্য করে, যারা দয়াময়ের বান্দা। তবে কি তারা তাদের সৃষ্টির সময় উপস্থিত ছিল? তাদের (এখনকার) সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হবে এবং (কিয়ামতের দিন) তারা জিজ্ঞাসিত হবে’ *(যুখরুফ ৪৩/১৯)*।

১০. রাসূলগণের দাওয়াতে সাড়া দেয়া সম্পর্কে :

আল্লাহ তা‘আলা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। ক্বিয়ামতের দিন তিনি তাঁদের উম্মতদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তারা তাঁদের দাওয়াত কবুল করেছে কি-না? এমনকি তিনি তাঁর রাসূলগণকেও জিজ্ঞেস করবেন, তাঁরা তাঁদের ওপর অর্পিত রিসালতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন কি-না? তাঁরা স্বীয় উম্মতদের নিকট তা পৌঁছে দিয়েছেন কি-না? মহান আল্লাহ বলেন, ماذا أجبتم المرسلين. ‘সেদিন তাদের ডেকে আল্লাহ বলবেন, নবীদের আহ্বানে তোমরা কিরূপ সাড়া দিয়েছিলে?’ *(ক্বাছাছ ২৮/৬৫)*।

তিনি আরো বলেন, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ‘অতঃপর যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে এবং রাসূলগণকে অবশ্যই আমরা (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসাবাদ করব’ *(আ‘রাফ ৭/৬)*।

এ আয়াতের তাফসীরে ইবনু জারীর ত্বাবারী (রহঃ) বলেন, ‘যাদের নিকট আমি আমার রাসূলগণকে পাঠিয়েছি তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করব, আমার পক্ষ থেকে রাসূলগণ তাদের নিকট যে আদেশ-নিষেধ নিয়ে এসেছিলেন, তারা তা অনুযায়ী কি আমল করেছে? আমি তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছি তারা কি তা পালন করেছে, আমি যা থেকে তাদেরকে নিষেধ করেছিলাম তারা কি তা থেকে বিরত থেকেছে এবং আমার আনুগত্য মেনে নিয়েছে? না তারা আমার অবাধ্য হয়েছে এবং সেগুলির বিরোধিতা করেছে? আমি যে সকল রাসূলগণকে উম্মতদের নিকট পাঠিয়েছি তাঁদেরকেও জিজ্ঞেস করব, তাঁরা কি তাদের নিকট আমার রিসালত পৌঁছে দিয়েছেন, তাদের ব্যাপারে আমি যে দায়িত্ব দিয়েছিলাম তা কি আদায় করেছেন, না তাঁরা এ ব্যাপারে কমতি করেছেন, ফলে তাঁরা অবহেলা করেছেন এবং তাদের নিকট তা পৌঁছে দেননি’?[১০]

পরিশেষে আল্লাহ্ তা‘আলা যেন আমাদেরকে দ্বীনের ওপরে চলা এবং খাঁটি মুসলিম ও মুমিন হয়ে মৃত্যুবরণ করার তাওফীক্ব দান করেন। সৎ আমল করা এবং কবর সহ পরকালের সকল স্তরে হিসাব সহজ করে দেন। ক্বিয়ামতের দিন যাবতীয় ফিৎনা থেকে আমাদের রক্ষা করে পুলছিরাত পার হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন। তার অশেষ রহমতে আমাদেরকে তাঁর জান্নাত লাভে ধন্য করেন-আমীন।

---

১০. তাফসীরে ত্বাবারী, ১২/৩০৫-৩০৬ পৃঃ।

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2

আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

খুকি হোমিও মেডিকেয়ার

ডাঃ মোঃ মোবারক হোসেন
বি.এস-সি (অনার্স); এম.এস-সি (রাবি)
ডি.এইচ.এম.এস (ঢাকা)
রেজিস্টার্ড হোমিও ফিজিশিয়ান

(হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন বিষয়ে কোলকাতা থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত)

রোগী দেখার সময়ঃ
সকাল ৯ঃ৩০টা- ১১ঃ৩০টা (অনুঃ)
বিকাল ৫ঃ০০টা-রাত ৯ঃ০০টা

যোগাযোগঃ বহরমপুর শেষ মাথার মোড়, রাজশাহী-৬০০০।
মোবাইলঃ ০১৭১২-৬১২১১২

ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

প্রচলন : ঈদায়নের ছালাত ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার সাথে সাথে চালু হয়। এটি সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে এটি আদায় করেছেন এবং ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদের জামা'আতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (ক) তিনি এদিন সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করতেন ও নিজ স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে ঈদগাহে যেতেন। (খ) তিনি একপথে যেতেন ও অন্যপথে ফিরতেন। পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং চলার পথে অধিকহারে সরবে তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। (গ) মুক্বীম-মুসাফির সবাই ঈদের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন। (ঘ) এ দিন সকালে মিসওয়াক সহ ওযূ-গোসল করে তৈল-সুগন্ধি মেখে উত্তম পোষাকে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে তাকবীর দিতে দিতে রওয়ানা হওয়া মুস্তাহাব। (ঙ) জামা'আত ছুটে গেলে একাকী বা জামা'আত সহকারে ঈদের তাকবীর সহ দু'রাক'আত ছালাত পড়বে। (চ) ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ বাড়ীর সকলকে নিয়ে তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে।

ঈদায়নের সময়কাল : ঈদুল আযহায় সূর্য এক 'নেযা' পরিমাণ ও ঈদুল ফিৎরে দুই 'নেযা' পরিমাণ উঠার পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত আদায় করতেন। এক 'নেযা' বা বর্শার দৈর্ঘ্য হ'ল তিন মিটার বা সাড়ে ছয় হাত।[১] অতএব ঈদুল আযহার ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই যথাসম্ভব দ্রুত শুরু করা উচিত।

তাকবীর ধ্বনি : আরাফার দিন ফজর থেকে মিনার শেষ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ ৯ই যিলহাজ্জ ফজর থেকে ১৩ই যিলহাজ্জ 'আইয়ামে তাশরীক্ব'-এর শেষ দিন আছর পর্যন্ত ২৩ ওয়াক্ত ছালাত শেষে ও অন্যান্য সময়ে দুই বা তিনবার করে এবং ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়া থেকে খুৎবা শুরুর আগ পর্যন্ত উচ্চকণ্ঠে ঈদায়নের তাকবীর ধ্বনি করা সুন্নাত। এটি হ'ল 'ঈদের নিদর্শন' (شعار العيد)। এ সময় আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ'। অনেক বিদ্বান পড়েছেন, 'আল্লা-হু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহানাল্লা-হি বুকরাতাঁও ওয়া আছীলা'। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এটাকে 'সুন্দর' বলেছেন'।[২]

ঈদায়নের ছালাত ও অতিরিক্ত তাকবীর সমূহ : প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পাঠের পর ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বার তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[৩] ১ম রাক'আতে 'আঊযুবিল্লাহ'-'বিসমিল্লাহ' পাঠ অন্তে ক্বিরাআত পড়বে। ২য় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে স্রেফ 'বিসমিল্লাহ' বলবে। প্রতি তাকবীরে দু'হাত উঠাবে ও বাম হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধবে।[৪] চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[৫] তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা 'সিজদায়ে সহো' লাগে না।[৬]

ছয় তাকবীরের তাবীল : 'জানাযার চার তাকবীরের ন্যায়'।[৭] বলে ১ম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা সহ ক্বিরাআতের পূর্বে চার তাকবীর এবং ২য় রাক'আতে রুকূর তাকবীর সহ ক্বিরাআতের পরে চার তাকবীর বলে 'তাবীল' (تأويل) করা হয়েছে। এর মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর ফরয তাকবীর দু'টি বাদ দিলে অতিরিক্ত (৩+৩) ছয়টি তাকবীর হয়। অথচ উক্ত যঈফ হাদীছে কোন তাকবীর বাদ দেওয়ার কথা নেই কিংবা ক্বিরাআতের আগে বা পরে বলে কোন বক্তব্য নেই। অনুরূপভাবে মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ *(বোম্বাই ১৯৭৯, ২/১৭৩)*-তে বর্ণিত 'নয় তাকবীর' থেকে তাকবীরে তাহরীমা এবং ১ম ও ২য় রাক'আতের রুকূর তাকবীর দু'টিসহ মোট তিনটি ফরয তাকবীর বাদ দিলে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর হয়। এভাবেই তাবীল করে ছয় তাকবীর করা হয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ছাঃ) কাউকে দেননি।

ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, 'জানাযার চার তাকবীরের ন্যায়' মর্মের বর্ণনাটি যদি 'ছহীহ' বলে ধরে নেওয়া হয়।[৮] তথাপি এর মধ্যে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ তাকবীরে তাহরীমা সহ ১ম রাক'আতে চার ও রুকূর তাকবীর সহ ২য় রাক'আতে চার তাকবীর এবং ১ম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে ও ২য় রাক'আতে ক্বিরাআতের পরে তাকবীর দিতে হবে বলে কোন কথা সেখানে নেই। বরং এটাই স্পষ্ট যে, দুই রাক'আতেই জানাযার ছালাতের ন্যায় চারটি করে (অতিরিক্ত) তাকবীর দিতে হবে'। অথচ এ বিষয়ে ১২ তাকবীরের স্পষ্ট ছহীহ হাদীছের উপরে সকলে আমল করলে সুন্নী মুসলমানেরা অন্ত তঃ বৎসরে দু'টি ঈদের খুশীর দিনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ছালাত ও ইবাদত করতে পারত।[৯]

ঈদায়নের ছালাত সকল নফল ছালাতের মধ্যে সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ।[১০] এটি ইসলামের বাহ্যিক নিদর্শন সমূহের

---

১. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৮ পৃঃ।*
২. *দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী ২৬-২৮ পৃঃ।*
৩. *আবূদাঊদ হা/১১৪৯; দারাকুৎনী (বৈরূত : ১৪১৭/১৯৯৬) হা/১৭০৪; বিস্তারিত দ্রঃ 'মাসায়েলে কুরবানী' বই 'ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর' অধ্যায়, ৫ম সংস্করণ ২০০৯, ৩৩-৪২ পৃঃ।*
৪. *মির'আত ৫/৫৪ পৃঃ; আল-মুগনী, মাসআলা ১৪১৫, ২/২৮৩ পৃঃ; বুখারী হা/৭৪০; মিশকাত হা/৭৯৮ 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।*
৫. *মির'আত ৫/৪৬, ৫১, ৫২ পৃঃ।*
৬. *মির'আত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা ৫/৫৩ পৃঃ।*
৭. *আবূদাঊদ হা/১১৫৩।*
৮. *ছহীহাহ হা/২৯৯৭।*
৯. *দ্রঃ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' ২১১-১২ পৃঃ।*
১০. *কুরতুবী, তাফসীর সূরা ছাফফাত ১০২-১১৩ আয়াত।*

অন্যতম। হজ্জ ও ওমরাহ্র তালবিয়াহ পাঠ ব্যতীত কোন ইবাদতের জন্য নিয়ত মুখে বলতে হয় না। বরং হৃদয়ে সংকল্প করতে হয়।[১১] ঈদায়নের ছালাতে সূরায়ে আ'লা ও গা-শিয়াহ অথবা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত। না জানলে যেকোন সূরা পড়বে। জামা'আতে পড়লে ইমাম সরবে এবং মুক্তাদীগণ নীরবে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন। একাকী পড়লে দু'টিই পড়বেন'।

ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়। ঈদের ছালাতের আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা এক্বামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীরধ্বনি করবে। এ সময় কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করা ঠিক নয়। ঈদগাহে ইমাম পৌঁছে যাওয়ার পরে ছালাতের পূর্বে বিভিন্ন জনে বক্তৃতা করা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

ঈদায়নের খুৎবা একটি হওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এটিই প্রমাণিত সুন্নাত যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন- যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল'।[১২]

মুসলমানদের জাতীয় আনন্দ-উৎসব মাত্র দু'টি- ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা।[১৩] এক্ষণে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' 'ঈদে মি'রাজুন্নবী' প্রভৃতি নামে নানাবিধ ঈদ-এর প্রচলন ঘটানো নিঃসন্দেহে বিদ'আত- যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

মহিলাদের অংশগ্রহণ : ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। প্রয়োজনে একজনের চাদরে দু'জন আসবেন। খত্বীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে লক্ষ্য করে মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে খুৎবা প্রদান করবেন। খুৎবার মাঝেও ইমামের তাকবীরের সাথে মুছল্লীগণ তাকবীর বলবেন। ঋতুবতী মহিলারা কেবল তাকবীর বলবেন ও খুৎবা শ্রবণ করবেন।[১৪] ছাহেবে মির'আত বলেন যে, উক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত دَعْوَةُ الْمُسْلِمِيْنَ কথাটি 'আম'। এর দ্বারা খুৎবার বক্তব্য সমূহ এবং ওয়ায-নছীহত বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে (সম্মিলিত) দো'আর প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'।[১৫]

বিবিধ : (১) ঈদায়নের ছালাত ময়দানে হওয়াটাই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীর পূর্ব দরজার বাইরে ৫০০ গজ দূরে 'বাত্বহান' (بَطْحَان) প্রান্তরে ঈদায়নের ছালাত আদায় করতেন এবং একবার মাত্র বৃষ্টির কারণে মসজিদে ছালাত আদায় করেছিলেন। কিন্তু বিনা কারণে বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে ময়দান ছেড়ে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা সুন্নাত বিরোধী কাজ। (২) জামা'আত ছুটে গেলে একাকী বা জামা'আত সহকারে ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর সহ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে। (৩) ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ সকলকে নিয়ে ঈদগাহের ন্যায় তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে। (৪) জুম'আ ও ঈদ একই দিনে হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইমাম হিসাবে দু'টিই পড়েছেন। অন্যদের মধ্যে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জুম'আ অপরিহার্য করেননি। অবশ্য দু'টিই আদায় করা যে অধিক ছওয়াবের কারণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। (৫) চাঁদ ওঠার খবর পরদিন পূর্বাহ্নে পেলে সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করে ঈদের ময়দানে গিয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করবে। নইলে পরদিন ঈদ পড়বে।

(৬) মক্কার সাথে মিলিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনের দাবী শরী'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা এবং স্রেফ হঠকারিতা মাত্র। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (রামাযান) মাস পাবে, সে যেন এ মাসের ছিয়াম রাখে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখো ও চাঁদ দেখে ছিয়াম ছাড়ো'।[১৬] এতে প্রমাণিত হয় যে, সারা দুনিয়ার মানুষ একই দিনে রামাযান পায় না এবং একই সময়ে চাঁদ দেখতে পায় না। আর এটাই স্বাভাবিক। কেননা মক্কায় যখন সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা যায়, ঢাকায় তখন ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট রাত হয়। তখন ঢাকার লোকদের কিভাবে বলা যাবে যে, তোমরা চাঁদ না দেখেও ছিয়াম রাখ বা ঈদ করো? ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঢাকার ছিয়াম ও ঈদ মক্কার একদিন পরে চাঁদ দেখে হবে'।[১৭] (৭) কুরবানী ও আক্বীক্বা একই দিনে হ'লে এবং দু'টিই করা সাধ্যে না কুলালে আক্বীক্বা অগ্রাধিকার পাবে। কেননা সাত দিনে আক্বীক্বা করাই ছহীহ হাদীছ সম্মত।[১৮] (৮) দুই ঈদের দিন ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ।[১৯] আর আইয়ামে তাশরীক্বের তিনদিন ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহাজ্জ খানা-পিনার দিন।[২০]

(৯) ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন *'আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্না ওয়া মিনকা'* (আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে কবুল করুন!)।[২১] অতএব পরস্পরে 'ঈদ মুবারক' বললেও উক্ত দো'আটি পাঠ করা সুন্নাত। এদিন নির্দোষ খেলাধুলা করা যাবে।[২২] কিন্তু তাই বলে পটকাবাজি, মাইকবাজি, ক্যাসেটবাজি, চরিত্র বিধ্বংসী ভিডিও প্রদর্শন, বাজে সিনেমা দেখা, খেলাধুলার নামে নারী-পুরুষের অবাধ সমাবেশ ও মেলামেশা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

---

১১. *বুখারী হা/১।*
১২. *মাসায়েলে কুরবানী ২৯-৩২ পৃঃ।*
১৩. *আবূদাঊদ হা/১১৩৪; মিশকাত হা/১৪৩৯।*
১৪. *বুখারী হা/৯৮০; মিশকাত হা/১৪৩১।*
১৫. *মির'আত ৫/৩১।*
১৬. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৭০।*
১৭. *ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২০৫-০৬ পৃঃ।*
১৮. *তিরমিযী হা/১৫২২; আবূদাঊদ হা/২৮৩৭; মিশকাত হা/৪১৫৩।*
১৯. *বুখারী হা/১৯৯১; মুসলিম হা/১১৩৮; মিশকাত হা/২০৪৮।*
২০. *মুসলিম হা/১১৪১; মিশকাত হা/২০৫০।*
২১. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪২।*
২২. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪১।*

সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে

গত ১৫ই মার্চ শান্তির দেশ নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে দু'টি মসজিদে জুম'আর ছালাতের সময় বর্ণবাদী খ্রিস্টানদের বন্দুক হামলায় আড়াইশর বেশী মানুষ নিহত হয়েছে। আহতের সংখ্যা ৪ শতাধিক। নিহত ও আহতদের প্রায় সবাই মুসলমান। নিহতদের মধ্যে অন্তত ৫ জন বাংলাদেশীও রয়েছেন। ঘটনাক্রমে নিউজিল্যান্ডে একটি সিরিজ খেলতে যাওয়া বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটাররাও সেই মসজিদে জুম'আর ছালাত পড়তে গিয়েছিলেন। প্রেস ব্রিফিংয়ে সময় বেশী নেয়ার কারণে তাদের মসজিদে যেতে কিছুটা বিলম্ব হয়েছিল। তারা যখন মসজিদে গিয়ে পৌঁছে, ইতিমধ্যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। এরপরে ঘটনাবলীসহ নিউজিল্যান্ডে বন্দুক হামলার পুরো ঘটনা আমরা সবাই জানি। নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আর্ডেন যেভাবে মুসলমানদের সাথে সহমর্মিতা দেখিয়েছেন, যেভাবে ইসলামের শান্তির বাণী সে দেশের পার্লামেন্টে এবং প্রতিটা জনসমাবেশে উচ্চারণ করেছেন, তাতে তিনি এক দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন। এরপর গত সপ্তাহে আমাদের প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কায় ঘটে গেল আরো লোমহর্ষক সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা। কলম্বোর বেশ কয়েকটি গির্জা এবং পাঁচ তারকা হোটেলে একযোগে আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে সাড়ে ৩ শতাধিক নিহত এবং ৫ শতাধিক মানুষ আহত হওয়ার পর ঘটনার পূর্বাপর বাছ বিচার না করেই মুসলিম বিদ্বেষী একতরফা ব্লেইম গেম দেখা যাচ্ছে। শ্রীলঙ্কার সন্ত্রাসী হামলায়ও শিশু জায়ানসহ একাধিক বাংলাদেশী নাগরিক হতাহত হয়েছে। দেড় যুগ আগে নিউইয়র্কে বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে বিমান হামলার পর তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ কোন তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনার দায় আল-কায়েদার উপর চাপিয়ে 'ওয়ার অন টেররিজম'র ঘোষণা দিয়ে প্রকারান্তরে মুসলমান বিদ্বেষী যুদ্ধে নেমে পড়েন। আল-কায়েদা গঠনের সাথে যেমন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার যোগসাজশ ছিল, সেই সাথে নাইন-ইলেভেন বিমান হামলার সাথে ইহুদী জায়নবাদীদের যোগ সাজশের ঘটনাও শেষতক ধামাচাপা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। শ্রীলঙ্কায় সন্ত্রাসী হামলার পর তাৎক্ষণিকভাবে শ্রীলঙ্কা সরকার বা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কাউকে দোষারোপ করে কোন বিবৃতি দেয়া না হ'লেও এই ঘটনার সাথে শ্রীলঙ্কার ন্যাশনাল তাওহীদ জামা'আতের (এনটিজে) নাম উঠে আসে মূলতঃ ভারতীয় ও পশ্চিমা মিডিয়ায়। দুইদিন পর আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আইএস এই ঘটনার দায় স্বীকার করেছে বলে গণমাধ্যমে সংবাদ আসে। আমরা স্মরণ করতে পারি, ২০০৯ সাল পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা প্রায় ২৬ বছরব্যাপী গৃহযুদ্ধের কবলে পড়ে লণ্ডভণ্ড অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিল। সে সময় চীন ও পাকিস্তানের সামরিক সহায়তায় অনেকটা আকস্মিকভাবেই শ্রীলঙ্কান গৃহযুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই এলটিটিই গেরিলাদের শক্তি নিঃশেষিত হয়ে সিকি শতাব্দীব্যাপী গৃহযুদ্ধের কার্যত পরিসমাপ্তি ঘটে। সুদীর্ঘ গৃহযুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন মুছে শ্রীলঙ্কা সবেমাত্র তার সম্ভাবনার সোপানে পা ফেলতে শুরু করেছিল। এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিকালে আত্মঘাতী বোমা হামলায় আবারো রক্তাক্ত হ'ল কলম্বোর মাটি। শ্রীলঙ্কান গৃহযুদ্ধের সময় যেসব পশ্চিমা মিডিয়া সরাসরি এলটিটিই গেরিলাদের পক্ষাবলম্বন করত, একুশে এপ্রিল আত্মঘাতি বোমা হামলার পর শ্রীলঙ্কান সরকার বা পুলিশ প্রতিক্রিয়া জানানোর আগেই সেসব গণমাধ্যম তাৎক্ষণিকভাবে ন্যাশনাল তাওহীদ জামা'আতসহ (এনটি জে) মুসলিম জঙ্গিদের নাম ধরে সংবাদ প্রচার করতে শুরু করে। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে শ্রীলঙ্কার সরকার এবং রাজনৈতিক পক্ষগুলো হয়তো আন্দাজ করতে পারছে কারা, কেন এই হামলার সাথে জড়িত। তবে হয়তো কৌশলগত কারণে তারা এখনি তা প্রকাশ করছে না। ভারতের বিজেপি সমর্থক এক শ্রেণীর গণমাধ্যম এনটিজে, আইএস'র নাম করে মূলতঃ মুসলমান বিদ্বেষী উন্মাদনা ছড়িয়ে দেয়ার মতলব করেছিল। তবে শ্রীলঙ্কার সরকারের কৌশলী পদক্ষেপের কারণে তা সম্ভব হয়নি। তবে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়ানোর অপপ্রয়াস এখনো অব্যাহত আছে। বিশেষত ভারতের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এ থেকে ফায়দা লোটার চেষ্টার কমতি নেই।

২০১৬ সালে ঢাকার গুলশানে কূটনৈতিক জোনে অবস্থিত হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টে বন্দুক হামলায় ৯জন ইতালীয় ও ৭ জাপানী নাগরিকসহ মোট ২০জন নিহত হয়। বন্দুকধারীদের হাতে যিম্মী এক ডজনের বেশী মানুষকে মুক্ত করতে যৌথ বাহিনীর অভিযানের সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অন্তত ৪ সদস্য নিহত হয়েছিলেন। সেই ঘটনার পরও তথাকথিত আইএস ঘটনার দায় স্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছিল বলে খবর প্রকাশিত হয়। এই ঘটনার বছর খানেক পরে একজন ভারতীয় প্রবীণ রাজনীতিবিদ, কংগ্রেস নেতা ও মধ্য প্রদেশের সাবেক মূখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং দাবী করেছেন, ভারতের তেলেঙ্গানা পুলিশ আইএসর নামে এক ভুয়া ওয়েবসাইট খুলে মুসলমান তরুণদের বিভ্রান্ত করছে। তেলেঙ্গানা পুলিশ এবং সরকারের পক্ষ থেকে এই দাবী অস্বীকার করা হ'লেও দিগ্বিজয় সিং তার বক্তব্য প্রত্যাহার করেছেন বলে শোনা যায়নি। হলি আর্টিজানে বন্দুক হামলার ঘটনাটি ঢাকার মিডিয়ায় প্রচারের আগেই ভারতীয় মিডিয়াগুলোতে ফলাও করে প্রচারিত হয়েছিল এবং আইএস এর দায় স্বীকার করেছিল। বাংলাদেশ সরকার এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জোরালোভাবে এই দাবী প্রত্যাখ্যান করে হলি আর্টিজান হামলার বিচারিক কার্যক্রম শুরু করেছে। গত তিন বছরে এ নিয়ে আর কোন বাদানুবাদ ঘটেনি। তবে শ্রীলঙ্কায় সন্ত্রাসী হামলার পর বাংলাদেশও সন্ত্রাসী হামলার ঝুঁকিতে রয়েছে বলে খোদ সরকারের পক্ষ থেকেই স্বীকার করা হয়েছে। যদিও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দাবী করছে, বাংলাদেশে এ

ধরনের হামলার সামর্থ্য সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর নেই। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কায় যৌথ বাহিনীর সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য, বোমা বানানোর সরঞ্জাম, আইএস-এর ব্যানারসহ বেশ কিছু আলামত উদ্ধার করেছে শ্রীলঙ্কান বাহিনী। আমরা স্মরণ করতে পারি, হলি আর্টিজান হামলার পরও ঢাকার কল্যাণপুর, হাজীক্যাম্প এবং নারায়ণগঞ্জে সন্দেহভাজন জঙ্গি আস্তানায় অভিযান চালিয়ে কিছু আলামত উদ্ধার করেছিল আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। সে সময় সন্দেহভাজন সকলেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে নিহত হওয়ার কারণে এসব অভিযান সম্পর্কে মানুষের সন্দেহ ও ধোঁয়াশা বিশ্বাসযোগ্যভাবে দূরীভূত করা সম্ভব হয়নি। তবে যারা আইএস'র পেছনে শত শত মিলিয়ন ডলার খরচ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে, তারাই মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিতিশীলতা ও গৃহযুদ্ধ থেকে শত শত কোটি ডলারের ফায়দা লুটছে। তেলসম্পদ, সোনা এবং মহামূল্য প্রত্নসম্পদ লুণ্ঠনের দীর্ঘ তালিকা তুলে ধরা সম্ভব। গত মার্চ মাসে সিরিয়া থেকে মার্কিন বাহিনীর ৫০ টন সোনা চুরির খবর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। রাশি রাশি সোনার বারের উপর বসা কয়েকজন মার্কিন সেনা সদস্যের ছবিও ছাপা হয়েছে। ইসরাইলী ও পশ্চিমা অস্ত্র ও লজিস্টিক সাপোর্ট নিয়ে গড়ে ওঠা আইএস এসব স্বর্ণ লুণ্ঠন করে জমা করেছিল বলে জানা যায়। আইএস বিরোধী অভিযানের নামে বিপুল পরিমাণ সোনা দখল করে নিজদেশে পাচার করে দেয় মার্কিন বাহিনীর সদস্যরা। আর গত ৭-৮ বছরে আইএস নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলো থেকে নামমাত্র মূল্যে ইসরাঈল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তেল পাচারের আর্থিক মূল্য হাযার হাযার কোটি ডলার। একদিকে ইসলামোফোবিয়া ছড়িয়ে পশ্চিমা বিশ্বে ইসলাম ও মুসলমানদের অগ্রযাত্রা রুখে দেয়া, মধ্যপ্রাচ্যে আইএস ও ইরান জুজু ঝুলিয়ে হাযার হাযার কোটি পেট্রোডলার নিরাপত্তা চুক্তি ও অস্ত্র বিক্রির নামে লুটে নেয়ার অভিসন্ধি আইএস তথাকথিত ইসলামী জঙ্গিবাদের ফসল।

শ্রীলঙ্কায় আত্মঘাতী বোমা হামলার পর বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করছে। গত ২৯শে এপ্রিল রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বসিলায় জঙ্গি আস্ত ানা সন্দেহে এক বাড়ি ঘেরাও করে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। প্রাথমিক তথ্যে জানা যায়, টিনশেড বস্তি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতো দু'তিন জন নির্মাণ শ্রমিক। ওরাই সন্দেহভাজন জঙ্গি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। তবে র‍্যাবের অভিযানের মুখে ওরা বোমা ফাটিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। র‍্যাবের অভিযানের সময় বিস্ফোরণে তাদের ছিন্নভিন্ন দেহ ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখা গেছে বলে র‍্যাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। প্রায় প্রতিটি জঙ্গি বিরোধী অভিযানের পরিসমাপ্তির চিত্র এমনই অভিন্ন। গোয়েন্দা রির্পোটের ভিত্তিতে সন্দেহভাজন জঙ্গি আস্তানায় অভিযান চালিয়ে অস্ত্র, গোলাবারুদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেলেও কথিত জঙ্গিদের ধরে প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করতে না পারার ব্যর্থতা অস্বীকার করা যায় না। বিশাল নিরাপত্তা বলয়ে থাকা ছাদ্দাম হোসেন ও গাদ্দাফীর মত নেতাদের জীবিত ধরতে পারলেও পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে অভিযান চালিয়ে মার্কিন মেরিন সেনারা ওসামা বিন লাদেনকে জীবিত ধরতে না পারার ঘটনাকে রহস্যময় বলে মনে করা যায়। সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ নির্মূল করতে হ'লে এর পেছনের ঘটনা, নেটওয়ার্ক ও কুশীলবদের ঠিকুজি খুঁজে বের করতে হবে। অভিযান চালিয়ে তাদেরকে হত্যা বা আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেয়ার মধ্য দিয়ে পুরো বিষয়টিতে একটি রহস্যময়তার মোড়কে বন্দি করে রাখা হয়। নিউজিল্যান্ডের বন্দুক হামলাকারী ব্রেন্টন ট্যারান্ট অথবা শ্রীলঙ্কায় হামলার সন্দেহভাজন হিসাবে আটকদের কেউই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে নিহত হয়নি। এ থেকেই তাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দক্ষতা এবং রহস্য উদঘাটন ও নিরসনে সদিচ্ছার প্রতিফলন পাওয়া যায়। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে ইসলামী জঙ্গি নেটওয়ার্কের অস্তি ত্ব প্রমাণ করা জায়নবাদী পশ্চিমাদের ইসলামোফোবিক এজেন্ডার অংশ। তা না হ'লে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা, অস্ত্র বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থনীতির পতন ঠেকানো সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের দেশে জঙ্গিবাদের নামে যেসব তৎপরতা চলছে তা পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসা প্রয়োজন। দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ এদের তৎপরতা সমর্থন করে না। আমাদের সমাজের কোন অংশের মানুষ তাদেরকে অর্থ সহায়তা দিয়ে বা মোটিভেট করে আত্মাঘাতী হ'তে উদ্বুদ্ধ করছে, নাকি আন্ত র্জাতিক কুশীলবদের ক্রীড়নক হয়ে তারা দেশবিরোধী, জাতি বিরোধী ভুমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। এদেরকে অক্ষত অবস্থায় ধরে সেই রহস্য অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে।

আল-কায়েদা, আইএস বিরোধী পশ্চিমা সামরিক অভিযান থেকে বাংলাদেশে জঙ্গি বিরোধী অভিযান পর্যন্ত কোথাও এই স্বচ্ছতা দেখা যাচ্ছে না। মোহাম্মদপুরের বসিলায় কথিত জঙ্গি আস্তানায় সন্দেহভাজন জঙ্গিরা নিজেরাই বোমা ফাটিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন বলে র‍্যাব দাবী করেছে। যে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে র‍্যাব সেখানে অভিযান পরিচালনা করেছিল, তাদের কাছে কি ধরনের অস্ত্র ও বিস্ফোরক আছে, আক্রান্ত হ'লে তারা কিভাবে মোকাবেলা করতে পারে, অভিযান পরিচালনার আগে র‍্যাবের নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সে সম্পর্কে কোন ধারণা নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন কি-না আমরা তা জানি না। ইতিপূর্বে যেসব জঙ্গি আস্তানায় যৌথ বাহিনীর অভিযান পরিচালিত হয়েছিল তার প্রায় সবগুলোতেই একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। বিশেষ সূত্রে বা গোয়েন্দা সূত্রে তথ্য পাওয়ার পর এদেরকে বিশেষ নজরদারিতে রেখে কৌশলে আটক করা কি অসম্ভব হ'ত? আমরা জানি, পশ্চিমারা আল-কায়েদা, আইএস নিয়ে এক প্রকার ইদুর বিড়াল খেলছে। ইসলামোফোবিক এজেন্ডা, তেলসম্পদ লুণ্ঠন ও অস্ত্রবাণিজ্যের মত কৌশলগত অর্থনৈতিক স্বার্থ আছে। আমাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিশ্চয়ই জঙ্গি বিরোধী অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন কৌশলগত স্বার্থ নেই। অভিযান চালাতে গেলে সন্দেহভাজন জঙ্গি অথবা কথিত সন্ত্রাসী আইনশৃঙ্খলা

বাহিনীর উপর গুলি চালালে বাহিনী পাল্টা গুলি চালালে ওরা নিহত হয় অথবা আত্মঘাতি বোমায় তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এ ধরনের বক্তব্য কেমন যেন গৎবাঁধা মনে হয়। অভিযানকে বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে জঙ্গি নেটওয়ার্ক সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য খুঁজে বের করা। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর সাফল্য অবশ্যই প্রশংসনীয়। তবে অভিযানেই সব সাক্ষ্য ও চিহ্ন শেষ করে ফেলা আমাদের বাহিনীগুলোর জন্য জঙ্গিবাদ নির্মূলে বড় ধরনের ভ্রান্তি ও ব্যর্থতা।

জঙ্গিবাদ নিয়ে আমাদের সরকার এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে শক্ত ও স্বচ্ছ অবস্থান গ্রহণের সাথে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ জড়িত। ওয়ার অন টেররিজম থেকে শুরু করে, আল-কায়েদা, আইএস, হুথি, বোকো হারাম নিয়ে যেসব রক্তাক্ত নাটকীয় ঘটনার জন্ম হয়েছে তার সবই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর অগ্রযাত্রা ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে চরমভাবে ব্যাহত করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের পর কৌশলগত কারণে দক্ষিন এশিয়ার মুসলমান জহনসংখ্যা অধ্যুসিত দেশগুলো আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের টার্গেট হওয়ার আশঙ্কা করছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা। শ্রীলঙ্কায় সিরিজ বোমা হামলা এবং বাংলাদেশে হলি আর্টিজানে বন্দুক হামলা, শোলাকিয়া মাঠে বোমা হামলা পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সর্বশেষ গত সোমবার গুলিস্তানে পুলিশের উপর বোমা হামলার ঘটনা পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি ঘটনার পর আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গ্রুপ আইএস-এর দায় স্বীকারের রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। আমাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বরাবরই দাবী করছে, বাংলাদেশে আইএস এর কোন সক্রিয় নেটওয়ার্ক নেই। আইএস-এর ওয়েবসাইট নিয়েও বিভ্রান্তি আছে। আইএস-এর কথিত দাবী স্বীকার করলে বা প্রমাণিত হ'লে ওয়ার অন টেররিজমে জড়িত আন্তর্জাতিক বাহনী বাংলাদেশেও একটি ঘাঁটি গেড়ে অভিযান পরিচালনার সুযোগ খুঁজতে পারে। ইরাক, আফগানিস্তান ও সিরিয়া থেকে পশ্চিমা বাহিনী পাততাড়ি গুটানোর পর পেন্টাগনের সামরিক কমান্ডাররা হয়তো সামরিক বাহিনীর এসব সদস্যদের দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে তাদের নতুন এসাইনমেন্টে নিয়োজিত করার কথা ভাবছে। শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশে আইএস জুজু তৈরী করে তারই ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে কি-না আমাদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে জনমনে তা এক নতুন আশঙ্কার জন্ম দিচ্ছে। শ্রীলঙ্কায় ইস্টার সানডেতে গির্জা ও হোটেলে রক্তাক্ত সিরিজ বোমা হামলার পর বাংলাদেশে পুলিশের উপর বিস্ফোরক হামলার পর তথাকথিত 'আইএস-এর দায় স্বীকার করেছে বলে জঙ্গি সংগঠন পর্যবেক্ষণকারী সংগঠন সাইট ইন্টেলিজেন্স গ্রুপের তরফ থেকে আইএস পর্যবেক্ষক রিটা কাটজ এক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন। এই রিটা কাটজ অতীতেও বেশ কয়েকবার বাংলাদেশে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার সাথে আইএস সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ হাযির করার চেষ্টা করেছেন। আমাদের সরকার এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের এসব দাবী অস্বীকার করার পাশাপাশি বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করার মধ্য দিয়ে সেসব দাবীর অসারতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, শাসকশ্রেণীর আভ্যন্তরীণ কোন্দল, সাম্প্রদায়িক বিভাজন, আঞ্চলিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে পুঁজি করেই আইএস-এর জঙ্গি হামলার প্লট তৈরী হয়ে থাকে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত তা প্রমাণিত হয়েছে। এ হিসাবে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ একটি উর্বর ক্ষেত্র। অস্বচ্ছ ও ভঙ্গুর হ'লেও, ইতিমধ্যে বাংলাদেশে এক ধরনের পরোক্ষ রাজনৈতিক সমঝোতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বিএনপি থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ এবং সংসদে যোগদানের মধ্য দিয়ে তা বোঝা যাচ্ছে। তবে এই মুহূর্তে দেশের বিশাল সংখ্যক মানুষের কাছে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে একটি জাতীয় ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টি করা এখন সময়ের দাবী। অন্যথায় আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ফায়দা হাছিলের কুশীলবরা দেশকে অশান্ত করার পথ খুঁজতে পারে।

॥ সংকলিত ॥

ঘূর্ণিঝড় ফণী

পৃথিবী নামক এই গ্রহে হাযার বছরের ইতিহাসে ঘটে গেছে অগণিত ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। লক্ষ লক্ষ মানুষ হারিয়েছে প্রাণ। গাছপালা, পশু-পাখি কোন কিছুই রক্ষা পায়নি দুর্যোগের কবল থেকে। আবহমান কাল থেকে মানুষ দুর্যোগের সাথে লড়াই করে আসছে। দুর্যোগ মানুষকে করেছে স্বজনহারা, সম্বলহারা ও আশ্রয়হীন। কালের পরিক্রমায় মানুষ আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ মানুষকে সেই ক্ষমতা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। ফণী নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে প্রলয়ংকরী কিছু ঝড়ে বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।-

ইতিহাসে প্রলয়ঙ্করী কিছু ঘূর্ণিঝড় :

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বিপুল ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছেন উপকূলীয় অঞ্চলের জনসাধারণ। বিগত কয়েক দশকে দেশের দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমেছে। এতদসত্ত্বেও এক যুগ আগে প্রলয়ঙ্করী সিডর-এর ধ্বংসযজ্ঞ এখনো মানুষের স্মৃতিতে জাগরুক হয়ে আছে। ২০০৭ সালের ১৫ই নভেম্বরে ঐ ঝড় ও তার প্রভাবে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে প্রাণ হারায় সাড়ে তিন হাযার মানুষ। অতি সম্প্রতি বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় ফণীকে সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড় বলা হচ্ছে। ঘণ্টায় ১৭০-১৮০ কিলোমিটার গতিবেগে ২৬শে এপ্রিল শুক্রবার সকালে ভারতের উড়িষ্যা উপকূলে আঘাত হানে এ ঘূর্ণিঝড়। ঐদিন সন্ধ্যা থেকে সারারাত ধরে বাংলাদেশ অতিক্রম করবে বলে আশংকা ছিল। যার গতিবেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ১০০-১২০ কিলোমিটার।

এখানে বিগত দেড়শ' বছরে বাংলাদেশে সবচেয়ে প্রলয়ঙ্করী ঝড়গুলোতে প্রাণহানির চিত্র তুলে ধরা হ'ল।-

১৯৭০ সালের ১৩ই নভেম্বর বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার উপর দিয়ে বয়ে যায় প্রলয়ঙ্করী গ্রেট ভোলা সাইক্লোন। এ ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ২২২ কিলোমিটার। এতে চট্টগ্রাম, বরগুনা, খেপুপাড়া, পটুয়াখালী, ভোলার চর বোরহানুদ্দীনের উত্তর পাশ ও চর তজুমুদ্দীন এবং নোয়াখালীর মাইজদি ও হরিণঘাটার দক্ষিণপাশ সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই ঝড়ে প্রাণ হারায় প্রায় সাড়ে ৫ লাখ মানুষ। ৪ লাখের মতো বসতভিটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এর আগে ১৮৭৬ সালের ২৯শে অক্টোবর বরিশালের বাকেরগঞ্জে মেঘনা নদীর মোহনার কাছ দিয়ে তীব্র ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। এর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২২০ কিলোমিটার। এর প্রভাবে ১২ মিটারের বেশী জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয় উপকূলীয় এলাকা। চট্টগ্রাম, বরিশাল ও নোয়াখালীর উপকূলে তাণ্ডব চালিয়ে যাওয়া এ ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ২ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়।

এর আগে ১৭৬৭ সালে এই বাকেরগঞ্জেই ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণ হারায় ৩০ হাযার মানুষ। এরপর ১৮২২ সালের জুন মাসে সাইক্লোনে বরিশাল, হাতিয়া ও নোয়াখালীতে প্রায় ৫০ হাযার মানুষ মারা যায়।

১৮৩১ সালে বালেশ্বর-উড়িষ্যা উপকূল ঘেঁষে চলে যাওয়া তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে বরিশাল উপকূলের ২২ হাযার মানুষের প্রাণহানি ঘটে। ১৫৮৪ সালে পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী ঘূর্ণিঝড়ে পটুয়াখালী ও বরিশাল যেলার উপকূলের ২ লাখ মানুষ প্রাণ হারায়।

১৮৯৭ সালের ২৪শে অক্টোবর চট্টগ্রাম অঞ্চলে আঘাত হানে এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়। তাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কুতুবদিয়া দ্বীপ। ঝড়ে প্রাণ হারায় পৌনে ২ লাখ মানুষ। ১৯০৯ সালের ১৬ই অক্টোবর খুলনা অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণ হারান ৬৯৮ জন। ১৯১৩ সালের অক্টোবরে ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপযেলায় মৃত্যু হয় ৫০০ জনের। এর ৪ বছর পর খুলনায় ফের এক ঘূর্ণিঝড়ে ৪৩২ জন মারা যায়।

১৯৪৮ সালে ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণ হারায় চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলের ১ হাযার ২০০ বাসিন্দা। ১৯৫৮ সালে বরিশাল ও নোয়াখালীতে ঝড়ে মৃত্যু হয় ৮৭০ জনের। ১৯৬০ সালে অক্টোবরে ঘণ্টায় ২১০ কিলোমিটার গতির প্রবল ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বাকেরগঞ্জ, ফরিদপুর, পটুয়াখালী ও পূর্ব মেঘনা মোহনায়। ঝড়ের প্রভাবে ৪.৫-৬.১ মিটার উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস হয়। এতে মারা যায় উপকূলের প্রায় ১০ হাযার অধিবাসী। পরের বছর ১৯৬১ সালের ৯ই মে তীব্র ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে বাগেরহাট ও খুলনা অঞ্চলে। বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৬১ কিলোমিটার। এ ঝড়ে প্রায় সাড়ে ১১ হাযার মানুষ মারা যায়।

১৯৬২ সালে ২৬শে অক্টোবর ফেনীতে তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ১০০০ মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৬৩ সালের মে মাসে ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত হয় চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কক্সবাজার এবং সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া, হাতিয়া ও মহেশখালী উপকূলীয় অঞ্চল। এ ঝড়ে প্রাণ হারায় ১১ হাযার ৫২০ জন।

১৯৬৫ সালের মে মাসে ঘূর্ণিঝড়ে বারিশাল ও বাকেরগঞ্জে প্রাণ হারায় ১৯ হাযার ২৭৯ জন। ঐ বছর ডিসেম্বরে আরেক ঘূর্ণিঝড়ে কক্সবাজারে মৃত্যু হয় ৮৭৩ জনের। পরের বছর অক্টোবরে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে সন্দ্বীপ, বাকেরগঞ্জ, খুলনা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লায়। এতে মারা যায় ৮৫০ জন।

১৯৭১ সালের নভেম্বরে, ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে, ১৯৭৪ সালের আগস্টে ও নভেম্বরে, ১৯৭৫ সালের মে মাসে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে উপকূলীয় এলাকায়। ১৯৮৩ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে দু'টি ঘূর্ণিঝড়ে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও নোয়াখালী যেলার উপকূলীয় এলাকা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাণ যায় অনেকের।

১৯৮৫ সালের মে মাসে ঘূর্ণিঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয় সন্দ্বীপ, হাতিয়া ও উড়িরচর এলাকা। এই ঝড়ে প্রাণ হারান উপকূলের ১১ হাযার ৬৯ জন বাসিন্দা। ১৯৮৮ সালের নভেম্বরে ঘূর্ণিঝড় লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায় যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর এবং বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলের উপকূলীয় এলাকা। গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৬২ কিলোমিটার। এতে ৫ হাযার ৭০৮ জন প্রাণ হারায়।

১৯৯১ সালের ৩০শে এপ্রিল বয়ে যায় আরেক প্রলয়ঙ্করী ঝড়। ঘণ্টায় ২২৫ কিলোমিটার গতিবেগ নিয়ে আছড়ে পড়ে চট্টগ্রাম ও বরিশালের উপকূলীয় এলাকাগুলোতে। এতে প্রায় দেড় লাখ লোকের প্রাণহানি ঘটে। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালের মে মাসে এবং পরের বছর নভেম্বরে কক্সবাজারে, ১৯৯৭ সালের মে মাসে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী ও ভোলা যেলায় ঘূর্ণিঝড়ে অনেক প্রাণহানি ঘটে।

২০০৭ সালের ১৫ই নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় সিডরের আঘাতে বিধ্বস্ত হয় দেশের দক্ষিণ উপকূল। উত্তর ভারত মহাসাগরে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কাছে সৃষ্ট এ ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৬০ থেকে ৩০৫ কিলোমিটার। এতে ৩ হাযারের বেশী মানুষ মারা যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৩২টি যেলার ২০ লাখ মানুষ। উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ৬ লাখ টন ধান নষ্ট হয়। সুন্দরবনের প্রাণীর পাশাপাশি ব্যাপক গবাদিপশু মারা যায়।

২০০৯ সালের ২১শে মে ভারত মহাসাগরে সৃষ্টি হয় ঘূর্ণিঝড় আইলা। এর অবস্থান ছিল কলকাতা থেকে ৯৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে। চার দিনের মাথায় ২৫শে মে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ও ভারতের দক্ষিণ-পূর্বাংশে আঘাত হানে এই ঝড়। এতে ভারতের ১৪৯ জন ও বাংলাদেশের ১৯৩ জনের প্রাণ কেড়ে নেয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে উপকূলে প্রায় ৩ লাখ মানুষ বাস্তুভিটা হারায়। ঐ বছরের ১৯শে এপ্রিল

বিজলী ঝড় আঘাত হানে।

২০০৮ সালের অক্টোবরে ঘণ্টায় ৮৫ কিলোমিটার বেগের বাতাস নিয়ে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় রেশমিতেও প্রাণহানি ঘটে। ২০১৩ সালের মে মাসে ঘূর্ণিঝড় মহাসেন-এ প্রাণ হারান ১৭ জন। এরপর ২০১৬ সালে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর আঘাতে মারা যান চট্টগ্রামের ২৬ জন বাসিন্দা। তারপর ২০১৮ সালে ১১ই অক্টোবর তিতলি ঝড় আঘাত হানে।

ফণী আতঙ্ক!

ফণী সাপের ফনার মতো, ইংরেজীতে (Fani) বলা হ'লেও বাংলাতে উচ্চারণ ফণী হয়। ফণী নামটি বাংলাদেশ থেকে প্রস্তাবিত, অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রস্তাব অনুসারে ঝড়টির নামকরণ করা হয়েছে ফণী। ভারতের ওড়িশা রাজ্যে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়টির উৎপত্তি হয়। ২৬শে এপ্রিল ভারতীয় মহাসাগরে সুমাত্রার পশ্চিমে ক্রান্তীয় নিম্নচাপ হয়। অতঃপর ৩০শে এপ্রিল নিম্নচাপটি তীব্রতর হয়, ওড়িশায় উৎপন্ন ফণী ঝড়ের গতিবেগ ছিল প্রতি ঘন্টায় ১৭৫ কিলোমিটার হ'তে ১৮৫ কিলোমিটার পর্যন্ত। ২রা মে ফণী ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। ঠিক তার পরের দিন ফণী দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ে। ৪ঠা মে শনিবার সকাল ৬-টায় সাতক্ষীরা, যশোর, খুলনা অঞ্চলে অবস্থান করে। সকাল ৯-টার দিকে ঢাকার মধ্যাঞ্চলে ঢাকা ও ফরিদপুরে ফণী অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে প্রতি ঘন্টায় ৬২ থেকে ৮৮ কিলোমিটার বেগে বয়ে যায়। সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি ও বজ্রপাত লক্ষ্য করা যায়।

পূর্বাভাস ও সতর্কতা : আবহাওয়া অফিস পূর্ব থেকেই সতর্কতা মূলক দিকনির্দেশনা দিচ্ছিল। উপকূলীয় যেলাসমূহ যেমন চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফেনী, চাঁদপুর, বরগুনা, ভোলা, পটুয়াখালী, বরিশাল, পিরোজপুর দ্বীপ ও চর অঞ্চলের দুই থেকে চার ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস হ'তে পারে। উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে প্রশাসন প্রায় ১২ লাখ মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে নেয়ার ব্যবস্থা করেছিল। মংলা ও পায়রা বন্দরকে ৭ নম্বর বিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছিল। সেই সাথে মংলা ও পায়রা বন্দর সংশ্লিষ্ট যেলাসমূহকে ৭ নম্বর বিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছিল। অপরদিকে চট্টগ্রাম বন্দরকে ৬ নম্বর বিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছিল এবং চট্টগ্রামের আওতাধীন নোয়াখালী ও চাঁদপুর যেলায় ৬ নম্বর বিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছিল। কক্সবাজার ও তার আশেপাশে ৪ নম্বর বিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছিল।

ক্ষয়ক্ষতি :

ফণীর আঘাতে দেশের ৩৫টি যেলার মোট ৬৩ হাযার ৬৩ হেক্টর ফসলি জমিতে ৩৮ কোটি ৫৪ লাখ ২ হাযার ৫০০ টাকার ক্ষতি হয়েছে। এতে ১৩ হাযার ৬৩১ জন কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাযযাক। আক্রান্ত ফসলি জমির মধ্যে বোরো ধান ৫৫ হাযার ৬০৯ হেক্টর, সবজি ৩ হাযার ৬৬০ হেক্টর, ভুট্টা ৬৭৭ হেক্টর, পাট ২ হাযার ৩৮২ হেক্টর, পান ৭৩৫ হেক্টর।

পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বলেন, এর মধ্যে বোরো ৫৫৬০৯ হেক্টর ক্ষতির পরিমাণ ১৬২৯.৪২০ লাখ টাকা, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ৭৩১২ জন। সবজিতে ৩৬৬০ হেক্টর ক্ষতির পরিমাণ ১৫৫৭.১৮০ লাখ টাকা, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ৪৪৩১ জন; ভুট্টায় ৬৭৭ হেক্টর ক্ষতির পরিমাণ ১৩৯.০৫০ লাখ টাকা, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ৭২১ জন; পাটে ২৩৮২ হেক্টর জমিতে ক্ষতির পরিমাণ ৯১.৫৭৫ লাখ টাকা, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ৭৭৭ জন এবং পানের ৭৩৫ হেক্টর জমিতে ক্ষতি হয়েছে ৪৩৬.৮০০ লাখ টাকা। ক্ষতিগ্রস্ত ১৩ হাযার ৬৩১ জন কৃষকের মধ্যে প্রণোদনা হিসাবে সরকার ৩৮ কোটি ৫৪ লাখ টাকা দেবে বলে মন্ত্রী জানান।

ফণী ঝড়ে ও বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের। আহতের সংখ্যা অর্ধ শতাধিক।

ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, সূর্যের প্রখর তাপদাহ, কনকনে শীত সবকিছু নিয়েই আমাদের জীবন। প্রযুক্তির উৎকর্ষতার কল্যাণে বিশেষভাবে মিডিয়ার কল্যাণে, মানুষ দুর্যোগের আগাম বার্তা পাচ্ছে। তারপরেও যদি ফণী বড় রকমের আঘাত হানত তাহ'লে আমাদের কতটুকু সক্ষমতা ছিল দুর্যোগ মোকাবেলা করার কিংবা দুর্যোগের পরবর্তী পুনর্বাসন পদক্ষেপ গ্রহণ করার? প্রকৃতপক্ষে দুর্যোগ প্রতিহত করা কিংবা বন্ধ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য মানুষকে সতর্ক-সাবধান করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন-আমীন!

-মুহাম্মাদ আব্দুছ ছবূর মিয়া
মাগুরাপাড়া (ডাকবাংলা বাজার)
সাধুহাটি, ঝিনাইদহ।

সম্পূর্ণ রাজশাহীতে তৈরী একটি অভিজাত মিষ্টি বিপনী
রাজশাহী মিষ্টি বাড়ী
১০০% খাঁটি পণ্যের নিশ্চয়তা
আমাদের শাখা সমূহ :
* ৩১৪/২ হাউজিং এষ্টেট, উপশহর নিউ মার্কেট, রাজশাহী। ০১৭৬১-৬৮২৮৩২।
* লক্ষীপুর চৌরাস্তা (মিন্টু চত্বর), রাজশাহী। ০১৭৬১-৬৮২৮৩৬।
* গৌরহাঙ্গা, গ্রেটার রোড, রাজশাহী। ০১৭৬১-৬৮২৮৩৫।
* গণকপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী। ০১৭০৬-১৫০১৫৬।
* মাজেদা কমপ্লেক্স, তালাইমারী ট্রাফিক মোড়, কাজলা, রাজশাহী। ০১৭০৬-১৫০১৫৫।
* বানেশ্বর ট্রাফিক মোড়, সারদা রোড, রাজশাহী। ০১৭৬১-৬৮২৮৩৪।
* চারঘাট বাজার, চারঘাট, রাজশাহী। ০১৭০৫-১০৭৯৪৬।
* কারখানা, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ০১৭১৬-৭২৭৯৯৬।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ)

ড. নূরুল ইসলাম*

(শেষ কিস্তি)

[ইমাম কুরতুবী (রহঃ)-এর রচনা সমূহ]

২. আত-তাযকিরাহ বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমূরিল আখিরাহ : ইমাম কুরতুবী (রহঃ)-এর গ্রন্থ সমূহের মাঝে তাফসীরে কুরতুবীর পর এটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও বহুল পঠিত। শায়খ মুহাম্মাদ মাখলূফ (মৃঃ ১৩৬০ হিঃ) উক্ত গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, كتاب ليس له مثيل فى بابه 'এটি এমন একটি গ্রন্থ, যার তুলনীয় কোন গ্রন্থ নেই'।[১] হাজী খলীফা বলেন, هو كتاب مشهور فى مجلد ضخم 'বৃহৎ একটি খণ্ডে সংকলিত এটি একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ'।[২] শায়খ শিহাবুদ্দীন করাফী বলেন, من أراد استيعابه، فعليه به 'যে ব্যক্তি (ক্বিয়ামতের দিন সিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়ার বিষয়ে) অবগত হতে চায়, সে যেন আত-তাযকিরাহ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে'।[৩]

আধুনিক কয়েকজন গবেষক বলেছেন, لقد سمت مكانته بين الخاصة والعامة، وجل المؤلفات فى هذا الباب تعتمد عليه، وهو بلا منازع مؤلف فريد فى نوعه. 'সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি সবার মাঝে এ গ্রন্থটি উচ্চমর্যাদা লাভ করেছে। এ বিষয়ে রচিত অধিকাংশ গ্রন্থ এর উপর নির্ভর করে। নিঃসন্দেহে এটি একটি অনন্য গ্রন্থ'।[৪]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ)-এর যুগে মানুষ মৃত্যু ও আখিরাতকে ভুলে গিয়ে দুনিয়া নিয়ে অত্যন্ত ব্যতি-ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তদানীন্তন সময়ের মানুষদের এহেন দুনিয়ালিপ্সা দর্শনে ব্যথিত হয়ে মানুষকে পরকালমুখী করার জন্য ইমাম কুরতুবী (রহঃ) উক্ত গ্রন্থটি ৬৫৮ হিজরীর পরে রচনা করেন।[৫]

এর ভূমিকায় ইমাম কুরতুবী (রহঃ) এটি রচনার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলেন, فإني رأيتُ أنْ أَكتُبَ كِتابًا وجيزًا، يكون تَذْكِرةً لِنَفْسِي وعملاً صالحًا بعد موتي فى ذِكْرِ الموتِ، وأحْوالِ المَوْتى، وذِكْرِ الحشْرِ، والنشرِ، والجنّــةِ، والنّــارِ، والفِتَنِ، والأشرَاطِ. 'আমি মৃত্যু, মৃত ব্যক্তিদের অবস্থা সমূহ, পুনরুত্থান, জান্নাত, জাহান্নাম, ফিৎনা সমূহ ও ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ লেখার মনস্থ করলাম। যেটি আমার নিজের জন্য নছীহত এবং আমার মৃত্যুর পরে আমার জন্য সৎকর্ম হবে'।[৬]

এতে অনুসৃত পদ্ধতি সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, نَقلْتُه مِن كُتبِ الأئمة، وثقات أعلام هذه الأمة حسبَ مــا رويته أو رأيته، وسترى ذلك منسوبا مبينا إن شاء الله تعالى، وسميته: كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. وبوبته بابا بابا، وجعلت عقب كل باب فصلا أو فصولا نذكر فيه ما يُحتاج إليه من بيان غريب، أو فقه في حديث، أو إيضاح مشكل، لتكمُلَ فائدته، وتعظُمَ منفعته،

'আমি ইমামদের ও এই উম্মতের নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছদের গ্রন্থ সমূহ থেকে এ গ্রন্থটি সংকলন করেছি। যেমনটা আমি বর্ণনা করেছি বা দেখেছি। ইনশাআল্লাহ আপনি তা সুস্পষ্ট উদ্ধৃতি সহ দেখতে পাবেন। আর আমি এর নামকরণ করেছি আত-তাযকিরাহ বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমূরিল আখিরাহ। আমি গ্রন্থটিকে কতিপয় অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের পরে এক বা একাধিক অনুচ্ছেদ উল্লেখ করেছি। আমি সেখানে দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা, ফিক্বহুল হাদীছ বা জটিল জিনিসের ব্যাখ্যা উল্লেখ করব। যাতে এর পূর্ণাঙ্গ ও বিশাল উপকারিতা হাছিল হয়'।[৭]

গ্রন্থটির গুরুত্ব বিবেচনা করে ইমাম সুয়ূত্বী (রহঃ) 'শারহুছ ছুদূর বি-হালিল মাওতা ওয়াল কুবূর' এবং আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী (মৃঃ ৯৭৩) 'মুখতাছার তাযকিরাতুল ইমাম আল-কুরতুবী' নামে তা সংক্ষিপ্ত করেন। উভয়টিই প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আলী নূরুদ্দীন সুহাইমী আযহারী (মৃঃ ১১৮৭) 'আত-তাযকিরাতুল ফাখিরাহ ফী আহওয়ালিল আখিরাহ' নামেও উক্ত গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত করেন। মিসরের দারুল কুতুব আল-মিসরিইয়াহ ও ইস্তাম্বুলের ফাতিহ গ্রন্থাগারে এর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।[৮]

ড. ছাদেক বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ৩ খণ্ডে এটি তাহক্বীক্ব করে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেছেন। রিয়াদের দারুল মিনহাজ থেকে ১৪২৫ হিজরীতে এটি প্রকাশিত হয়েছে। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৩৯। এ যাবৎ প্রকাশিত সংস্করণ সমূহের মাঝে এটি সবচেয়ে উপকারী ও গবেষণালব্ধ।

---

* ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. ঐ, শাজারাতুন নূর আয-যাকিইয়াহ, তাখরীজ ও তা'লীক : আব্দুল মাজীদ খিয়ালী (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪/২০০৩), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮২, জীবনী ক্রমিক ৬৯৮।
২. কাশফুয যুনূন ১/৩৯০, বাবুত তা দ্র.।
৩. শিহাবুদ্দীন কারাফী, আল-ইসতিগনা ফী আহকামিল ইসতিছনা, তাহক্বীক : ড. ত্বহা মুহসিন (বাগদাদ : মাতবা'আতুল ইরশাদ, ১৪০২/১৯৮২), পৃঃ ৪৪০।
৪. আব্দুল্লাহ খালেদ ও অন্যান্য, কিতাব আত-তাযকিরাহ বি-আহওয়ালিল মাওতা ও উমূরিল আখিরাহ' লিল ইমাম আল-কুরতুবী : দিরাসাতুন তা'রীফিয়াহ ওয়াছফিয়াহ, মাজাল্লাহ আল-ইসলাম ফী আ-সিয়া, বর্ষ ১৩, খণ্ড ২, ডিসেম্বর'১৬, পৃঃ ১৪১।
৫. আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ৩৮-৩৯; মাজাল্লাহ আল-ইসলাম ফী আ-সিয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪০।
৬. আত-তাযকিরাহ ১/১০৯-১১০।
৭. ঐ ১/১১০।
৮. আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ১৩৩; আত-তাযকিরাহ ১/৬৮-৬৯।

৩. আত-তিযকার ফী ফাযলিল আযকার :

ঐতিহাসিক ইবনু ফারহূন গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেছেন, وضعه على طريقة التبيان للنووى لكن هذا أتم منه، وأكثر علما، 'ইমাম নববীর আত-তিবয়ান ফী আদাবি হামালাতিল কুরআন গ্রন্থের আদলে তিনি এটি রচনা করেছেন। কিন্তু এটি তার চেয়ে বেশী পূর্ণাঙ্গ ও জ্ঞানগর্ভ'।[৯]

তাফসীরে কুরতুবীর পর ইমাম কুরতুবী (রহঃ) এটি রচনা করেন বলে প্রতিভাত হয়। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী নিজেই বলেছেন,

فرأيت أن أكتب فى ذلك كتابا وجيزا على فضل القرآن وقارئه، ومستمعه، والعامل به، وحرمته، وحرمة القرآن، وكيفية تلاوته، والبكاء عنده، وفضل من قرأه معربا، وذم من قرأه رياء وعجبا، إلى غير ذلك مما تضمنه الكتاب، حسبما هو مبين في أبواب،

'আমি এ বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ লেখার মনস্থ করলাম। কুরআন, কুরআনের পাঠক, এর শ্রবণকারী ও তার উপর আমলকারীর ফযীলত ও মর্যাদা, কুরআনের মর্যাদা, তেলাওয়াতের পদ্ধতি, কুরআন তেলাওয়াতকালে ক্রন্দন, বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াকারীর ফযীলত, লোক দেখানো ও দম্ভভরে পাঠকারীর নিন্দা প্রভৃতি। যা বিভিন্ন অধ্যায়ে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে'।[১০]

গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী বলেন, فاستخرت الله سبحانه فى ذلك، وسألته التيسير علىَّ فى ذلك، فيسر لي تخريج أربعين بابا فى فضل كتابه العزيز وقارئه ومستمعه والعامل به. 'আমি গ্রন্থটি রচনার ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকট ইস্তেখারা করলাম এবং তিনি যেন তা রচনা আমার জন্য সহজ করে দেন সেই তাওফীক চাইলাম। তিনি তার প্রিয় কিতাবের ফযীলত এবং এর পাঠক, শ্রোতা ও এর উপর আমলকারীর ফযীলত সম্পর্কে ৪০টি অধ্যায় রচনা করা আমার জন্য সহজ করে দিলেন'।[১১] বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে এর একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

৪. আল-আসনা ফী শারহি আসমাইল্লাহিল হুসনা ও ছিফাতিহিল উলয়া :

এ গ্রন্থে ইমাম কুরতুবী (রহঃ) আল্লাহ্র গুণবাচক নাম সমূহ ও গুণাবলী সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। গবেষক তারেক আহমাদ মুহাম্মাদ এটি দুই খণ্ডে তাহক্বীক্ব ও তাখরীজ করেছেন। ১৪১৬/১৯৯৫ সালে সর্বপ্রথম এই গ্রন্থটি মিসরের তানতার দারুছ ছাহাবাহ লিত-তুরাছ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮২৭।

উক্ত গ্রন্থের ১ম খণ্ডের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী নিজেই বলেছেন, وَذَكَرْنَا مِنَ الْأَسْمَاءِ مَا اجْتُمِعَ عَلَيْهِ وَمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِمَّا وَقَفْنَا عَلَيْهِ فِي كُتُبِ أَئِمَّتِنَا مَا يُنَيِّفُ عَلَى مِائَتَيِ اسْمٍ. 'আমরা আমাদের ইমামদের কিতাব সমূহ থেকে অবগত হয়ে আল্লাহ্র দুই শতাধিক নাম উল্লেখ করেছি। এর মধ্যে কিছু নামের ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করা হয়েছে আর কিছু নামের ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে'।[১২]

আর ২য় খণ্ডের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, فلما ذكرنا ما وقفنا عليه من أسماء الله الحسنى، رأيت أن أضيف إليها ما لم أذكره من الآى والأحاديث التى جاء فيها من ذكر الصفات ما لم يتقدم له ذكر على جهة الاختصار والتقريب ردا على المجسمة وأصحاب التشبيه،

'আমরা যখন আমাদের অবগতি অনুযায়ী আল্লাহ্র সুন্দর নাম সমূহ উল্লেখ করলাম, তখন আল্লাহ্র গুণাবলী সংক্রান্ত (কায়াবাদী) আয়াত ও হাদীছ সমূহ যা ইতিপূর্বে সংক্ষিপ্ততার কারণে উল্লেখ করিনি তা উল্লেখ করা পসন্দ করলাম। মুজাস্সিমাহ ও সাদৃশ্যবাদীদের খণ্ডনে আমি এগুলি উল্লেখ করেছি'।[১৩] উক্ত গ্রন্থে তিনি কুরআন মাখলূক কি-না এ বিষয়ে আক্বীদা বর্ণনা করে বলেন, مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতে নিশ্চয়ই কুরআন আল্লাহ্র অবতীর্ণ কালাম বা বাণী, যা সৃষ্ট নয়। তাঁর নিকট থেকেই এর সূচনা হয়েছে এবং তার নিকটেই তা ফিরে যাবে'।[১৪]

গ্রন্থটি ৭৩১ হিজরীর রজব মাসে রচিত।[১৫] হাজী খলীফা এই গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেছেন, وهذا الشرح كبير ومفيد 'এই শরাহটি বড় ও উপকারী'।[১৬]

৫. কামউল হিরছ বিয-যুহদ ওয়াল কানা'আহ ওয়া রাদ্দু যুল্লিস সুওয়াল বিল-কাসবি ওয়াছ ছিনা'আহ : ঐতিহাসিক ইবনু ফারহূন গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেন, لم أقف على تأليف أحسن منه فى بابه، 'এ বিষয়ে এর চেয়ে ভাল কোন গ্রন্থের কথা আমি জানি না'।[১৭]

---

৯. *আদ-দীবাজ আল-মুযাহ্হাব ২/৩০৯।*
১০. *ইমাম কুরতুবী, আত-তিযকার ফী ফাযলিল আযকার (দামেশক : দারুল বায়ান, ১৪০৭/১৯৮৭), পৃঃ ১৩-১৪।*
১১. *ঐ, পৃঃ ১৫।*
১২. *তাফসীরে কুরতুবী, আ'রাফ ১৮০ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।*
১৩. *আল-আসনা ২/৩।*
১৪. *ঐ ২/১৮৭।*
১৫. *ঐ ২/২০৩।*
১৬. *কাশফুয যুনূন ২/১৫।*
১৭. *আদ-দীবাজ ২/৩০৯।*

গ্রন্থটি রচনার কারণ ও অনুসৃত পদ্ধতি সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, فرأيت أن أجمع فى ذلك كتابا يكون جامعا، مهذبا، كتابا مقربا، يزيد على معانيها، ويربى على ما فيها، جعلته أربعين بابا، كل باب الحديث والحديثين والثلاثة، ثم عقبت ذلك بالتفسير والتبيان، ليكمل فائدته، ويعظم منفعته، 'আমি এ সম্পর্কে একটি সারগর্ভ, পরিমার্জিত ও সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সংকলনের ইচ্ছা পোষণ করলাম। যেটি এ বিষয়ে রচিত পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের চেয়ে বেশী তাৎপর্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ হবে। আমি এ গ্রন্থটিকে ৪০টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। প্রত্যেকটি অধ্যায়ে একটি, দু'টি বা তিনটি হাদীছ রয়েছে। অতঃপর আমি সেগুলি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি। যাতে এর পূর্ণাঙ্গ ও বিশাল উপকারিতা হাছিল হয়'।[১৮]

২১৪ পৃষ্ঠার উক্ত গ্রন্থে ইমাম কুরতুবী (রহঃ) দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী হওয়ার অসুখের তিনটি চিকিৎসার কথা উল্লেখ করেছেন। ১. দুনিয়াতে আশা কম করা। ২. অল্পে তুষ্ট থাকা। ৩. দুনিয়াবিমুখতা।[১৯]

৬. আল-ই'লাম বিমা ফী দ্বীনিছ নাছারা মিনাল মাফাসিদ ওয়াল আওহাম ওয়া ইযহারু মাহাসিনি দ্বীনিল ইসলাম : এ গ্রন্থটিকে ইমাম কুরতুবী (রহঃ)-এর দিকে নিসবত করা হয়েছে। জনৈক খ্রিস্টানের تثليث الوحدانية في معرفة الله শীর্ষক গ্রন্থের জবাবে তিনি এটি রচনা করেন।[২০]

তবে এটি আদৌ ইমাম কুরতুবী রচিত কি-না তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। বরং এটাই সঠিক যে, এটি আল-মুফহিম শারহু ছহীহ মুসলিম গ্রন্থের লেখক ইমাম কুরতুবী (রহঃ)-এর শিক্ষক আবুল আব্বাস আল-কুরতুবী রচিত। আধুনিক গবেষক ড. আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন রুমাইয়ান ও হাসান ওয়ায়েল ইসমাঈল হাজ্জী এমনটিই প্রমাণ করেছেন।[২১]

এছাড়া তাঁর আরো অনেক গ্রন্থ এখনো অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। আর কিছু মহাকালের করাল গ্রাসে হারিয়ে গেছে। এজন্য প্রাচীন জীবনীকারগণ তাঁর রচনা সমূহ সম্পর্কে বলেছেন,وله تآليف وتعاليق مفيدة غير هذه، 'এগুলি ছাড়া তাঁর আরো অনেক উপকারী গ্রন্থ ও টীকা রয়েছে'।[২২] ঐতিহাসিক ছাফাদী বলেন, وأشياء تدل على إمامته وكثرة اطلاعه 'তাঁর আরো কিছু গ্রন্থ রয়েছে। যা তার ইমামত ও অধিক অধ্যবসায়ের প্রমাণ বহন করে'।[২৩]

মনীষীদের দৃষ্টিতে ইমাম কুরতুবী (রহঃ) :

১. ঐতিহাসিক ইবনু ফারহূন বলেছেন, كَانَ من عباد الله الصَّالِحين وَالْعُلَمَاء العارفين الورعين الزاهدين فِي الدُّنْيَا المشغولين بِمَا يعنيهم من أُمُور الْآخِرَة، أوقاته معمورة مَا بَين توجه وَعبادَة وتصنيف- 'তিনি আল্লাহ্র সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি মুত্তাক্বী ও দুনিয়াবিমুখ একজন বিদগ্ধ আলেম ছিলেন। পরকালে কল্যাণ বয়ে আনবে এমন কর্মে নিয়োজিতদের মধ্যে তিনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশ, ইবাদত-বন্দেগী ও গ্রন্থ রচনায় তাঁর সময় কাটত'।[২৪]

২. হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী বলেন, إمام متفنن متبحر فى العلم، 'তিনি অভিজ্ঞ ও বিশাল পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন'।[২৫] তিনি আরো বলেন, رحل وكتب وسمع، وكان يقظا فهما حافظا، حسن الحفظ مليح النظم حسن المذاكرة ثقة 'তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য সফর করেছেন, ইলম লিপিবদ্ধ আকারে সংরক্ষণ করেছেন এবং আলেমদের মজলিসে হাযির হয়ে ইলম হাছিল করেছেন। তিনি প্রত্যুৎপন্নমতি, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, প্রবল স্মৃতিশক্তির অধিকারী, ভাল কবি, ভাল শিক্ষক, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এবং হাফেয (ইলম সংরক্ষণকারী) ছিলেন'।[২৬]

৩. ইবনু শাকির আল-কুতুবী বলেন, كان شيخا فاضلا 'তিনি একজন সম্মানিত শায়খ ছিলেন'।[২৭]

৪. ইবনুল ইমাদ হাম্বলী বলেন, وكان إماما علما، من الغوَّاصين على معانى الحديث، حسن التصنيف، جيد النقل، 'তিনি ইমাম, শীর্ষস্থানীয় আলেম, হাদীছের মর্মার্থ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী, সুলেখক এবং বর্ণনা ও সংকলনে অভিজ্ঞ ছিলেন'।[২৮]

৫. হাফেয আহমাদ দুময়াতী (মৃঃ ৭৪৯ হিঃ) বলেন, وكان من العلماء العاملين ومن الأئمة المعتمدين، 'তিনি আলেম বা-আমল এবং নির্ভরযোগ্য ইমামদের অন্যতম ছিলেন'।[২৯]

---

১৮. ইমাম কুরতুবী, কামউল হিরছ বিয-যুহদ ওয়াল কানা'আহ ওয়া রাদ্দু যুল্লিস সুওয়াল বিল কাসবি ওয়াছ ছিনা'আহ, তাহকীক্ব: মাজদী ফাতহী আস-সাইয়িদ (তানতা : দারুছ ছাহাবাহ লিত-তুরাছ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হিঃ/১৯৮৯ খ্রি.), পৃঃ ১৫।

১৯. ঐ, পৃঃ ৬।

২০. কুরতুবী, আল-ই'লাম বিমা ফী দ্বীনিছ নাছারা মিনাল মাফাসিদ ওয়াল আওহাম ওয়া ইযহারু মাহাসিনি দ্বীনিল ইসলাম, তাহকীক্ব : ড. আহমাদ হিজাযী আস-সাকা (মিসর : দারুত তুরাছিল আরাবী, তাবি), পৃঃ ৬, ২৬৩।

২১. আরাউল কুরতুবী ওয়াল মাযিরী আল-ই'তিকাদিয়াহ মিন খিলালি শারহাইহিমা লি-ছহীহ মুসলিম (দারু ইবনিল জাওযী, ১ম প্রকাশ, ১৪২৭ হিঃ), ১/১০৯-১১০; মানহাজুল ইমাম আবিল আব্বাস আল-কুরতুবী ফি কিতাবিহী আল-ই'লাম..., এম.এ থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, গাযা, ফিলিস্তীন, ১৪৩৯/২০১৮, পৃঃ ৩১-৩৪।

২২. আদ-দীবাজ ২/৩০৯।

২৩. আল-ওয়াফী বিল অফায়াত ২/৮৭।

২৪. আদ-দীবাজ আল-মুযাহহাব ২/৩০৮।

২৫. তারীখুল ইসলাম ৫০/৭৫।

২৬. নাফহুত তীব ২/২১১।

২৭. উয়ূনুত তারীখ ২১/২৭।

২৮. শাযারাতুয যাহাব ৭/৫৮৫।

২৯. আয-যায়ল ওয়াত তাকমিলাহ ৫/৪৯৫, হাশিয়া দ্র.।

৬. فقيه مفسر عالم তে বলা হয়েছে, الموسوعة العربية العالمية باللغة، ... كان القرطبى عالما كبيرا منقطعا إلى العلم منصرفا عن الدنيا، فترك ثروة علمية تقدر بثلاثة عشر كتابا ما بين مطبـــوع ومخطـــوط، 'ইমাম কুরতুবী ফক্বীহ, মুফাস্সির ও ভাষাবিজ্ঞানী। তিনি একজন বড় আলেম, নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্ঞান সাধনাকারী এবং দুনিয়াবিমুখ ছিলেন। তিনি মুদ্রিত-অমুদ্রিত ১৩টি ইলমী সম্পদ (গ্রন্থ) রেখে গেছেন'।[৩০]

৭. আল-বায়ান ফী উলূমিল কুরআন গ্রন্থে বলা হয়েছে, وهو من العلماء العاملين، الزاهدين فى الدنيا، المتصفين بـــالخلال الحميدة والصفات المجيدة، العارفين بالله ثم فى مختلف فنـــون العلم والمعرفة، 'তিনি আমলকারী আলেম, দুনিয়াবিমুখ, উত্তম ও প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী, আল্লাহওয়ালা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শীদের অন্যতম ছিলেন'।[৩১]

৮. Tafsir : Its Growth and Development in Muslim Spain গ্রন্থে বলা হয়েছে, He was one of those Spanish exegetes whose thoughts and works enriched the repository of tafsir literature tremendously. 'তিনি ঐ সকল আন্দালুসীয় মুফাস্সিরদের একজন ছিলেন, যাদের চিন্তা ও কর্ম তাফসীর শাস্ত্রের ভাণ্ডারকে ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ করেছে'।[৩২]

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম কুরতুবী (রহঃ) ইসলামী জ্ঞান জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি একজন খ্যাতিমান মুফাস্সির, ফক্বীহ, ভাষাতাত্ত্বিক ও মুজতাহিদ আলেম ছিলেন। তিনি সর্বদা জ্ঞান-সাগরে ডুব দিয়ে অসাধারণ সব গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। যা মুসলিম উম্মাহ্র জন্য অমূল্য সম্পদ। তাঁর রচিত তাফসীরে কুরতুবী তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে গেছে। গবেষকগণ এটাকে 'ফিক্বহী বিশ্বকোষ' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। কুরআন মাজীদের আহকাম সংক্রান্ত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা জানার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তাফসীর। সেজন্য বিদ্বানগণ এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। গবেষকগণ এর নানা দিক নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন। ফলে প্রতিনিয়ত আমাদের সামনে জ্ঞানের নিত্য-নতুন দ্বার উদঘাটিত হচ্ছে।

---

৩০. *আল-মাওসূ'আতুল আরাবিইয়াহ আল-আলামিইয়াহ ১৮/১৬৩।*
৩১. আল-বায়ান ফী উলূমিল কুরআন, পৃঃ ৩৭৭।
৩২. *Dr. Muhammad Ruhul Amin, Tafsir : Its Growth and Development in Muslim Spain (Dhaka : University Grants Commission, 2006), P. 150.*

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

আপনি কি পবিত্র রামাযানুল মোবারকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিখানো পদ্ধতিতে ওমরাহ করতে চান? তাহ'লে অতি সত্বর যোগাযোগ করুন।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'রামাযান মাসে একটি ওমরাহ আদায় করা একটি ফরয হজ্জ আদায় করার সমান অথবা বলেছেন, আমার সাথে একটি হজ্জ আদায় করার সমান *(বুখারী হা/১৮৬৩; মুসলিম হা/১২৫৬; মিশকাত হা/২৫০৯)*।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : ২০২০ ও ২০২১ ইং সালের হজ্জের প্রাক নিবন্ধের কাজ চলছে।

পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩।

Contents

শয়তান ও জিনদের বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ঘটনা

মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের পর থেকে আসমানী খবর শুনতে শয়তানরা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ সম্পর্কেই নীচের হাদীছ।-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) ছাহাবীগণের একটি দলের সাথে উকায বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লেন। তখন আসমানী খবর ও শয়তানদের মাঝে আড়াল সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের প্রতি জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হচ্ছে। শয়তানরা নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এলে তারা বলল, কি ব্যাপার তোমাদের? শয়তানরা বলল, আসমানে আমাদেরকে বাধাপ্রাপ্ত হ'তে হচ্ছে, আমাদের প্রতি জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হচ্ছে। তারা বলল, তোমাদেরকে আসমানে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার নিশ্চয়ই কোন নতুন কারণ আছে। সুতরাং পৃথিবীর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভ্রমণ করে দেখ, কিসে তোমাদেরকে আসমানে বাধাপ্রাপ্ত করছে? সুতরাং তাদের যে দলটি তিহামার দিকে যাত্রা করেছিল, তারা রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি আকৃষ্ট হ'ল। তিনি তখন উকায বাজারের যাত্রা পথে নাখলা নামক জায়গায় ছাহাবীগণকে নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করছিলেন। সুতরাং তারা যখন কুরআন শুনতে পেল, তখন মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগল। অতঃপর বলল, এটাই তোমাদেরকে আসমানে বাধাপ্রাপ্ত করছে? সুতরাং তারা (সেখানে ঈমান এনে) নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি। যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আর আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থাপন করব না *(জ্বিন ৭২/১-২)*। অতঃপর মহান আল্লাহ স্বীয় নবীর উপর উক্ত সূরা জ্বিন অবতীর্ণ করলেন। আর তা ছিল জ্বিনদের কথা *(বুখারী হা/৪৯২১; মুসলিম ১০৩৪)*।

একদা ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন যে, জাহেলী যুগে গণক ছিল, তোমার জিন্নিয়াহ (মহিলা জিন) যেসব কথা বা ঘটনা তোমার কাছে আনয়ন করেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিস্ময়কর কি ছিল? সে বলল, আমি একদিন বাজারে ছিলাম। তখন সে আমার নিকট এল, আর তার মধ্যে ভীতি ছিল। সে বলল, তুমি কি জ্বিনদের নৈরাশ্য, স্বস্তির পরে তাদের হতাশা এবং যুবতী উটনী ও তার জিনপোশের সাথে তাদের (মদীনায়) মিলিত হওয়া দেখতে পাওনি? (অর্থাৎ তারা এক সময় স্বস্তির সাথে আসমানের খবর শুনত। এখন তাদেরকে বাধা দেওয়া হয়। ফলে তারা নিরাশ হয়ে গেছে এবং তারা মদীনার দিকে নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি যাত্রা শুরু করেছে।) ওমর (রাঃ) বলেন, ও ঠিকই বলেছে। আমি একদিন ওদের দেবতাদের কাছে ঘুমিয়ে ছিলাম। ইত্যবসরে একটি লোক একটি বাছুর গরু নিয়ে এসে যবেহ করল। এমন সময় একজনের এমন চিৎকার-ধ্বনি শুনতে পেলাম, ইতিপূর্বে তার চাইতে বিকট চিৎকার আমি কখনও শুনিনি। সে বলল, ওহে জালীহ! একটি সফল ব্যাপার সত্বর সংঘটিত হবে, একজন বক্তা বলবেন, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার উপাস্য নেই। এ কথা শুনে লোকেরা লাফিয়ে উঠল। আমি বললাম, এ ঘোষণার রহস্য জানার অপেক্ষায় থাকব। অতঃপর আবার ঘোষণা দিল, ওহে জালীহ! একটি সফল ব্যাপার সত্বর সংঘটিত হবে, ক'জন বক্তা বলবেন, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার উপাস্য নেই। অতঃপর আমি উঠে দাঁড়ালাম। তারপর কিছুদিন অপেক্ষা করতেই, বলা হ'ল, ইনিই নবী *(বুখারী হা/৩৮৬৬)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর উপর অহী অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে জিন ও শয়তানরা আসমানের কথা শুনতে পেত না। অপরদিকে একদল জিন কুরআনের অমিয় বাণী শুনে অভিভূত হয়ে তারা ঈমান আনয়ন করে। তাই অভ্রান্ত সত্যের উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আমাদের সার্বিক জীবন ঢেলে সাজানো যরূরী। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন-আমীন!

** মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার*
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

আবশ্যক

বান্টি দারুস সালাম ক্যাডেট মাদরাসার জন্য নিম্নলিখিত পদে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে।

১। ভাইস প্রিন্সিপাল : শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ কামিল এবং অনার্স, মাষ্টার্স (ইসলামিক স্টাডিজ) অগ্রাধিকার লিসান্স মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। (নূন্যতম ৫ বছরের অভিজ্ঞতা আবশ্যক)।

২। সহকারী শিক্ষক (জেনারেল) ২ জন : শিক্ষাগত যোগ্যতা: অনার্স ইংরেজি ও গণিত।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে সভাপতি বরাবর দরখাস্ত ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের সত্যায়িত অনুলিপিসহ আগামী **২৫/০৬/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ রোজ মঙ্গলবার সকাল ০৯:০০ ঘটিকার** মধ্যে সরাসরি মাদ্‌রাসার অফিস কক্ষে অথবা ডাকযোগে প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।
বেতন/ভাতা আলোচনা স্বাপেক্ষে নির্ধারিত হবে।

যোগাযোগ :
বান্টি দারুস সালাম ক্যাডেট মাদরাসা
গ্রাম : বান্টি, পোষ্টঃ পাঁচরুখী
উপযেলাঃ আড়াইহাজার, যেলা : নারায়ণগঞ্জ।
প্রিন্সিপাল: ০১৭১৭-৮০৯৫১২।
সভাপতি: ০১৮১৮-৫৭০০৩০।

Contents

কিডনী ও মূত্রনালির সংক্রমণ

কিডনী মানবদেহের একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। যা মানবদেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিডনীর ভিতরে নেফ্রন নামক প্রায় ১০ লক্ষ ছাঁকনি থাকে। কোন কারণে কিডনীর স্বাভাবিক কাজের ব্যাঘাত ঘটলেই মানবদেহে শুরু হয় ছন্দপতন। কিডনীর রোগের মধ্যে রয়েছে জন্মগত ত্রুটি, হঠাৎ বা ধীরে ধীরে বিকল হয়ে যাওয়া, পাথর এবং প্রস্রাবের সংক্রমণ ইত্যাদি। কোনভাবে কোন জীবাণু যদি মূত্রতন্ত্রে প্রবেশ করে সংক্রমণ সৃষ্টি করে, তাহ'লে সেই অবস্থাকে বলা হয় মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ বা সংক্ষেপে ইউটিআই। এটি একটি বিব্রতকর স্বাস্থ্য সমস্যা।

কিডনীর কাজ : মানবদেহের পিঠের নীচের অংশে মেরুদণ্ডের দু'পাশে দু'টি কিডনীর অবস্থান। মানবদেহে কিডনী গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। দেহের বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করে এবং বাড়তি তরল পদার্থ নিঃসরণ করে। দেহের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। দেহের প্রয়োজনীয় লবণের সমতা ঠিক রাখে। দেহে এসিড ও ক্ষারের সমতা বজায় রাখে। এক ধরনের হরমোন তৈরীর মাধ্যমে অস্থিমজ্জাকে প্রভাবিত করে শরীরে রক্ত তৈরী করে। দেহের হাড়গুলোকে সরল ও মযবূত রাখতে সাহায্য করে।

মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ : কিডনী, মূত্রথলি, মূত্রনালী এবং ইউরেটার এ চারটি অংশ নিয়ে মূত্রতন্ত্র গঠিত। মূত্রতন্ত্রের যেকোন অংশ জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হ'লে তাকে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন বা ইউটিআই বলে। ইউরেথ্রাইটিস, সিস্টাইটিস, পায়েলোনেফ্রাইটিস প্রভৃতি প্রস্রাবের সংক্রমণের বিভিন্ন নাম। ই. কলাই নামক জীবাণু শতকরা ৭০ ভাগ প্রস্রাবের সংক্রমণের কারণ। এছাড়া অসুস্থতার কারণে দীর্ঘদিন প্রস্রাবের নালীতে নল থাকলে ইউটিআই হ'তে পারে।

মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণের প্রকার : অবস্থান অনুযায়ী মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ তিন প্রকারের হয়ে থাকে। উপসর্গবিহীন বা অ্যাসিম্পটোমেটিক সংক্রমণ। নিম্ন মূত্রন্ত্রের সংক্রমণ, যা শুধু মূত্রথলি বা ব্লাডার এবং মূত্রনালী বা ইউরেথ্রা আক্রান্ত হয়। উপর মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ বা পায়েলোনেফ্রাইটিস। যা কিডনী নিজেই আক্রান্ত হয়।

জীবাণু যেভাবে মূত্রতন্ত্রে প্রবেশ করে : মূত্রনালী থেকে প্রস্রাবের থলি, সেখান হ'তে ইউরেটরের মাধ্যমে জীবাণু কিডনী পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। ই. কলাই জীবাণুর শতকরা ৯৫ ভাগ খাদ্যনালী বা বৃহদান্ত্রে বসবাস করে। মলত্যাগের সময় যদি কোনভাবে এ জীবাণু প্রস্রাবের নালীর সংস্পর্শে আসে, তখন এ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশী আক্রান্ত হয়।

কারণ : মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণের কারণ বহুবিধ। কারণগুলো নিম্নরূপ- বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া (প্রায় ৯০ ভাগ) এবং কিছু ক্ষেত্রে ছত্রাক বা পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হয়। এলার্জিজনিত কারণেও হ'তে পারে। মূত্রতন্ত্রে সংক্রমণ মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশী দেখা যায়। কারণ মেয়েদের ক্ষুত্রনালির দৈর্ঘ্য ছোট। মেয়েদের মূত্রদ্বার এবং যৌনীপথ খুব কাছাকাছি, ঋতুস্রাবের সময় অনেকে নোংরা কাপড় ব্যবহার করে। ফলে সহজেই জীবাণু যোনীপথে এবং পরে মূত্রনালীকে সংক্রমিত করে। মেয়েদের প্রস্রাব আটকে রাখার প্রবণতা বেশী। ফলে সহজেই সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। যারা পানি কম পান করে। ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগী। ষাটোর্ধ্ব বয়স, যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম।

যাদের হয় : পুরুষের তুলনায় নারীদের ইউটিআই ৪ গুণ বেশী হয়। সাধারণত ১৫-৬০ বছরের নারীরা বেশী ভোগেন, গড়ে প্রায় ৬০ শতাংশ নারী বিশেষ করে যৌন সক্রিয় বয়সে ইউটিআই এ আক্রান্ত হয়। মূত্রনালীতে জন্মগত ত্রুটি মূত্রনালির ভাল্ব, ব্লাডার নেক অবস্ট্রাকশন ইত্যাদির কারণে শৈশবে ছেলেদের এ রোগ হয়। এ বয়সে উপসর্গবিহীন জীবাণুর নিঃসরণ ঘটে। এছাড়া স্কুল পড়ুয়া মেয়েদের মধ্যেও এ রোগের প্রকোপ দেখা যায়। এক্ষেত্রে উপসর্গবিহীন সংক্রমণ হয়। সচেতন না হ'লে বিয়ের পর এবং গর্ভাবস্থায় ক্রনিক রূপ নিতে পারে। চল্লিশোর্ধ্ব পুরুষের প্রস্টেটগ্ল্যান্ড বড় হয়ে প্রস্রাবে বাধার সৃষ্টি হয়। ফলে এ রোগ আক্রান্ত হয়। গর্ভাবস্থায় ৫ শতাংশ নারী উপসর্গবিহীন নিঃসরণে ভোগে, যাদের ১৫-৫০ শতাংশের মধ্যে পায়েলোনেফ্রাইটিসের ঝুঁকি থাকে। গর্ভাবস্থায় এ রোগ মা ও শিশুর জন্য হুমকিস্বরূপ। এতে প্রিম্যাচিউরড বাচ্চা প্রসব, নবজাত শিশুর মৃত্যু, ষ্টিলবার্থ, অ্যাবরশন ইত্যাদি বেশী হয়। আবার গর্ভবতীর উচ্চ রক্তচাপ ও প্রি এক্লাম্পটিক টক্সিমিয়া হ'তে পারে।

লক্ষণ : ইউটিআই এর বেশী কিছু লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। তবে সংক্রমণের উপসর্গ আক্রমণের স্থানভেদ ভিন্নতর। যেমন প্রসাবের জ্বালাপোড়া ও ঘন ঘন প্রস্রাব। প্রসাবের সময় ব্যথা অনুভব হওয়া। প্রস্রাবের বেগ বেশী অথচ কম প্রস্রাব ত্যাগ। প্রস্রাবের পরও প্রস্রাব করার ইচ্ছা। তলপেটে ব্যথা এবং ভার ভার বোধ। ঘন ফেনার মত দুর্গন্ধযুক্ত প্রস্রাব ত্যাগ। প্রস্রাবের রং ঝাপসা বা লালচে। ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব ত্যাগ, অনেক সময় রক্ত যাওয়া। দুর্বলতা, খাবারে অরুচিভাব। বারবার জ্বর হওয়া। শিশু বিছানায় প্রস্রাব ত্যাগ এবং যথাযথ না বেড়ে ওঠা। পেটের রোগ যেমন অজীর্ণ, ডায়রিয়া ইত্যাদি।

জটিলতা : ইউটিআই এর বিরক্তিকর দিক হ'ল পুনরাগমন বা বারবার সংক্রমণ। যখন বারবার একই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন পুনরাগমন রিকারেন্সকে রিলাপ্স বলে। সংক্রমণ রক্তে প্রবেশ চার সেপসিস এবং ক্ষেত্রবিশেষে জীবনসংহারী সেপটিসিমিয়া হ'তে পারে। এ অবস্থা অত্যন্ত মারাত্মক। যা সঠিক চিকিৎসা না করালে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটতে পারে।

প্রয়োজনীয় পরীক্ষা : রোগ নির্ণয়ের জন্য নিম্নোক্ত পরীক্ষাগুলো করা যেতে পারে। প্রস্রাবের রুটিন পরীক্ষা, প্রস্রাবের কালচার, রক্তের সেরাম ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষা, তলপেটের আল্ট্রাসনোগ্রাম পরীক্ষা, মূত্রনালীর রস পরীক্ষা, সিস্টোস্কপি ইত্যাদি।

চিকিৎসা : ইউটিআই আসলে খুব সাধারণ রোগ। চিকিৎসকেরা উপযুক্ত রোগের উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করলে এ রোগ থেকে সহজেই পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। এ সময়ে পর্যাপ্ত বিশ্রাম এবং প্রচুর পরিমাণে পানি বা তরল জিনিস পান করতে হবে। হোমিওপ্যাথিক উপসর্গভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি। তাই সঠিক সময়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নিলে এ রোগ হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। এছাড়াও প্রচুর পানি পান করে জীবাণুগুলোকে বিধৌত করে বের করে দিতে হবে। বার বার প্রস্রাব করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। ক্র্যানবেরি জুস খাওয়া যেতে পারে। বেশী সময় প্রস্রাবের বেগ ধরে রাখা যাবে না।

প্রতিরোধ : যে কোন রোগ প্রতিরোধ হ'ল সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা। সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন নিয়মিত ও পরিমিত পানি পান করা। সকালে ঘুম হ'তে উঠে খালি পেটে পানি পানের অভ্যাস গড়ে তোলা। প্রস্রাব আটকে না রাখা। যখনই বেগ আসে তখনই প্রস্রাব করা। ক্যানবেরী জুস খেলে মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ কমে যায়, তা খাওয়ার অভ্যাস করা। কোষ্ঠকাঠিন্য যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বাথরুম ব্যবহারের পর টয়লেট টিস্যু পেছন হ'তে সামনের দিকে না এনে, সম্মুখ হ'তে পিছনের দিকে ব্যবহার করতে হবে, যাতে করে মলদ্বারের জীবাণু মূত্রপথে এসে সংক্রমণ না করতে পারে। মূত্রত্যাগের পর যথেষ্ট পানি ব্যবহার করতে হবে। শারীরিকভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। সহবাসের পূর্বে প্রস্রাব করতে হবে। এতে মূত্রনালিতে আসা সব জীবাণু পরিস্কার হয়। স্যানিটারী প্যাড ঘন ঘন বদলিয়ে নেওয়া। মেয়েদের ডিওডারেন্ট ব্যবহার না করাই উত্তম। এগুলো ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য নষ্ট করে। মুসলমানি করানো হ'লে সংক্রমণ হ'তে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। খুব আটসাট অন্তর্বাস না পরা। সুতী অন্তর্বাস পরিধান করা উত্তম।

॥ সংকলিত ॥

কাঠের বাক্সের চাইতে ডিজিটাল মৌ-বাক্সে দ্বিগুণ মধু পাওয়া যায়

সম্ভাবনার ডিজিটাল মৌ-বাক্স

লিচু চাষে প্রসিদ্ধ দিনাজপুরে চলতি মৌসুমে মুকুল থেকে মধু সংগ্রহের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই যেলায় ছুটে আসেন মৌচাষীরা। লিচুবাগানে মৌ চাষের ফলে একদিকে মৌচাষীরা যেমন মধু সংগ্রহ করতে পারছেন, অপর দিকে মৌমাছি লিচুর ফুলে পরাগায়ণের ফলে লিচুর ফলন বৃদ্ধি পায়। লিচু আকারে বড় হয়, রোগবালাইও কম হয়। এই যেলায় এবার ৫ হাযার ২৮১ হেক্টর জমিতে লিচুর আবাদ হচ্ছে। বাগানগুলোতে রয়েছে প্রায় ৩ লাখ ৩০ হাযার ৬৩টি লিচুর গাছ। এসব বাগান থেকে গত মৌসুমে ১০০ মেট্রিক টন মধু সংগ্রহ করেছিল মৌচাষীরা। এবারও ১০০ মেট্রিক টন মধু সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় ৪৭ মেট্রিক টন মধু সংগ্রহ করা হয়েছে। এই মৌসুমে দিনাজপুরে ৩ শতাধিক চাষী ১০ হাযারের বেশী মৌ-বাক্স নিয়ে মৌ চাষ করছেন। তবে এবার লিচুতে মুকুল কম ধরায় মধু সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে।

বাগানের এক পাশে তাঁবু গেড়ে অস্থায়ীভাবে বাস করছেন সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, সাতক্ষীরা ও নারায়ণগঞ্জ থেকে আসা মৌচাষীরা। তবে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে যেলার বাইরে থেকে আসা মৌচাষীদের মধু সংগ্রহ দেখে মৌ চাষে আগ্রহ বেড়েছে স্থানীয় লোকজনের মধ্যেও। বিরল উপযেলার মাধববাটি এলাকায় নূরুল ইসলামের বাগানে আব্দুর রশীদ বসিয়েছেন ২৫০টি মৌ-বাক্স। তন্মধ্যে কৃষি গবেষণা ফাউণ্ডেশন থেকে পাওয়া ডিজিটাল মৌ-বাক্স রয়েছে ১৫০টি। রশীদ জানান, তুরস্ক থেকে আনা এই ডিজিটাল মৌ-বাক্সগুলো কাঠের বাক্সের তুলনায় আকারে কিছুটা বড়। এর ভেতর পানি ঢোকার আশঙ্কাও নেই। কাঠের বাক্সগুলোর ফ্রেমে লোহার তার ব্যবহার করা হয়। এতে মরিচা ধরে এবং রোগজীবাণুর সৃষ্টি হয়। অপর দিকে ডিজিটাল বাক্সে মৌচাকের ফ্রেমটি ফুড গ্রেড প্লাস্টিকের তৈরী হওয়ায় এটি স্বাস্থ্যসম্মত। কাঠের বাক্সে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার উপায় না থাকায় অনেক সময় মৌমাছি মরে যায়। অপর দিকে ডিজিটাল এই মৌ-বাক্স তাপমাত্রা-নিয়ন্ত্রিত। সর্বোপরি কাঠের বাক্স থেকে আধুনিক এই মৌ-বাক্সে দ্বিগুণ মধু পাওয়া যায়।

মধু সংগ্রহের পাশাপাশি এবারই প্রথম আধুনিক এই মৌ-বাক্স থেকে পোলেন তথা বাচ্চা মৌমাছির খাবার সংগ্রহ করছেন আব্দুর রশীদ। তিনি জানান, ফুলের পরাগ থেকে নির্যাস সংগ্রহের সময় মৌমাছি তার পায়ে সংগ্রহ করে নিয়ে আসে এই পোলেন। এই পোলেন জমা হয় বাক্সের পোলেন ট্রেতে। প্রতিবছর একটি বাক্স থেকে এক কেজি পর্যন্ত পোলেন সংগ্রহ করা যায়। এ প্রসঙ্গে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক সাখাওয়াত হোসেন বলেন, কৃষি গবেষণা ফাউণ্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় মৌ চাষ নিয়ে, বিশেষত মৌ-বাক্স থেকে পোলেন সংগ্রহ নিয়ে গবেষণা চলছে। এই পোলেনের মধ্যে থাকে ভিটামিন বি। উন্নত দেশে এটি পাখির খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ক্রান্তি কালে মৌমাছির খাবার হিসাবেও ব্যবহৃত হয় পোলেন দানা। একজন মানুষ দৈনিক পাঁচ-সাতটি পোলেন দানা খেলে শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। বাংলাদেশ প্রতিবছর ঔষধ তৈরীর জন্য এই পোলেন বিদেশ থেকে আমদানি করে থাকে। প্রতি কেজি পোলেনের আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য ৮ থেকে ১০ ডলার। বাংলাদেশে তাপনিয়ন্ত্রিত আধুনিক মৌ-বাক্সে ব্যাপকভাবে মৌ চাষ শুরু হ'লে তাতে একদিকে যেমন মধুর উৎপাদন বাড়বে, অন্যদিকে দেশে পোলেনের চাহিদা মিটিয়ে তা রপ্তানি করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, উন্নত প্রযুক্তিতে মৌ চাষ করলে দেশে বর্তমানে ২৫ টন পোলেন সংগ্রহ করা সম্ভব।

আধুনিক এই মৌ-বাক্সের ফ্রেম বা চাক থেকে মধু সংগ্রহের প্রক্রিয়াতেও এসেছে পরিবর্তন। আগে বিভিন্ন রকম ময়লা-আবর্জনা, ঝুট কাপড়ে আগুন লাগিয়ে ধোঁয়া তৈরি করে চাক থেকে মৌমাছিদের সরিয়ে মধু সংগ্রহ করা হ'ত। বর্তমানে নতুন এই মৌ-বাক্সে একটি ছোট হাওয়া মেশিনে নারিকেলের ছোবড়া ঢুকিয়ে তাতে আগুন দিয়ে ধোঁয়া তৈরী করা হয়ে থাকে। আগে টিন বা প্লেইন শীটের তৈরী মধুনিষ্কাশন যন্ত্রের মধ্যে চাক রেখে মধু সংগ্রহ করা হ'ত। বর্তমানে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত স্টিলের তৈরী মধুনিষ্কাশন যন্ত্রের মাধ্যমে মধু সংগ্রহ করা হচ্ছে।

মৌচাষীরা জানান, দিনাজপুরে ১৫ হাযারের বেশী মৌ-বাক্সে মৌ চাষ হচ্ছে। একটি মৌ-বাক্স থেকে প্রতিবছর গড়ে ৮০-১০০ কেজি পর্যন্ত মধু সংগ্রহ করা যায়। সপ্তাহে এক দিন তাঁরা বাক্স থেকে মধু সংগ্রহ করে থাকেন।

॥ সংকলিত ॥

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং : পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, **ডাচ বাংলা** : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১ জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

কবিতা

মৃত্যু তোমাকে

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

আজি এক্ষণে শ্রান্তির ক্ষণে
তব কথা মনে পড়ে,
তুমি যে এখন জানি না কেমন
তবু বারে বারে স্মৃতি নাড়ে।
তোমা করি ভয় অতি বিস্ময়,
পালাতে পারি না মোটে,
হিমাদ্রির কোলে পারাবার সলিলে
লুকালে কিই বা ঘটে?
পাবো কি রেহাই পরিত্রাণ হেথায়
যাবো কি বাঁচিয়া আমি?
এ কথা স্মরিয়া মরমে মরিয়া
ভাবি হে অন্তর্যামী।
পাবো না মুক্তি যদিও যুক্তি
ভক্তিতে ভরপুর,
দিতে হবে ধরা যেতে হবে কবরে,
মোটেও রবে না দূর।
হবে হবে যেতে থাকব না ধরাতে,
তবে এতটুকু শুধু দাবী,
মৃত্যুযন্ত্রণা আমাকে দিও না
আমাকে দিয়ো গো মাফি।
মরণের শেষে গিয়ে নিজ দেশে
শান্তিতে যেন থাকি,
মম হৃদি-মনে করিয়া স্মরণ
আল্লাহকে যেন দেখি?

কে বলে নিরাকার?

মুস্তফা কামাল
বুড়িমারী, পাঠগ্রাম, লালমণিরহাট।

কে বলে মহান আল্লাহ নিরাকার
কোথায় আছে তা লেখা?
কুরআন হাদীছ পড়ে দেখি
যায় না যে তা দেখা।
তবুও সমাজের অধিকাংশ লোক
নিরাকার বলছেন তাঁকে
ভাবি মহান আল্লাহ সম্পর্কে একথা
বড়ই মিথ্যাচার বটে।
এই মহাবিশ্বের মালিক যিঁনি
সারা জাহান যাঁর ইশারায় চলে
যাঁর দু'হাতে সকল ক্ষমতা
তাঁকে নিরাকার অজ্ঞরাই বলে।
যাঁর হৃদয় ভরা ভালোবাসা
অসীম ক্ষমতার নাহি শেষ
মহাশরে ন্যায় বিচার করবেন যিঁনি
না-কারো প্রতি হিংসা বিদ্বেষ।
পূর্ব পশ্চিমে যাঁর চেহারা
মোরা যেদিকে না তাকাই
আসমানের উপর হ'তে দেখেন সদা
যাঁর কাছে গোপন কিছু নাই।
এ বিশ্ব জুড়ে যাঁর ভালোবাসা
কর্ণে শুনেন সবার ডাক
তবু কেন নিরাকার বলি তাঁকে
এ ভুল সবার ঘুচে যাক।

শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম

মাশারেকুল আনোয়ার
গেন্ডা, সাভার, ঢাকা।

শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম যে জন রামাযানের পর করে
সে ব্যক্তি যেন পালন করল ছিয়াম সারাটি বছর ধরে।
হাদীছে নববীতে রাসূলের যবানীতে কথাটি রয়
ত্রিশটি ছিয়াম দশগুণ করলে তিনশ'টি হয়।
শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম দশগুণ করলে ষাটটি হবে
তিনশ' ষাট দিনে আরবী বছর হয়ে থাকে এই ভবে।
সব ছিয়ামের ছওয়াব মিলে যদি একটি বছর হয়
নেকীর পাল্লা ভারী হবে মোদের নেই কোন ভয়।
শাওয়ালের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিয়াম করা যাবে
একটানা ছয়টি বা মাঝে মাঝে বাদ দিয়ে করলেও হবে।
রামাযানের ছিয়াম যদি কেউ করে ফেলে কাযা
পারলে শাওয়ালের ছয়টির আগেই করে নেবে আদা।
মহা সুযোগ করে দিয়েছেন মহানবী মোদের তরে
উম্মত যেন অল্প ছিয়ামে বেশী নেকী হাছিল করে।
শাওয়ালের ছয়টি ছিয়ামের মর্যাদা অনেক বেশী তাই
আবু আইয়ুব আনছারীর বর্ণনা ছহীহ মুসলিমে পাই।
রামাযানের ছিয়াম সাধনার পরে মোরা না যাই যেন থেমে
শাওয়ালের ছয়টিও পালন করি যেন আল্লাহ্‌র গভীর প্রেমে।

ঈদুল ফিতর

হোসনে আরা সুলতানা
ওয়েস্টার্ন স্কুল, মাধবদী, নরসিংদী

দীর্ঘ ছিয়াম সাধনার পরে এলো ঈদুল ফিতর,
অনাবিল আনন্দ বিরাজ করছে মুমিনের মনের ভিতর।
ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা ও আনন্দে উদ্বেলিত মুসলিম জাহান,
হিংসা-বিদ্বেষ, বিভক্তি-বিভেদ ভুলে ইদগাহে আগুয়ান।
ঈদুল ফিতর হ'ল ছিয়াম সাধকদের জন্য পুরস্কার,
আরেক পুরস্কার নিবে ছায়েম লাভ করে রবের দীদার।
ছিয়াম সাধনা মানুষকে ত্যাগের শিক্ষা দেয়,
ধনী-গরীব নির্বিশেষে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়।
ছিয়াম পালনে অর্জন করা যায় সন্তুষ্টি আল্লাহ্‌র,
মুসলিম উম্মাহ বর্জন করবে জাহেলী কৃষ্টি-কালচার।

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইস. ইতিহাস বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)।
২. যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রাঃ)[রাসূল (ছাঃ)-এর ফুফাত ভাই]।
৩. আবু ওবায়দা আল-মুছান্না তামীম।
৪. মুহাম্মাদ ইবনে ইসাহাক।
৫. ইয়ামেনের বাদশাহ তুব্বা।
৬. মাছের কলিজা।
৭. ফাতিমাতুয যাহরা (রাঃ)-এর।
৮. মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ)।
৯. জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)।
১০. আব্দুল্লাহ বিন যায়িদ (রাঃ)।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানব দেহ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. ২০৬ টি। ২. ৬৩৯ টি। ৩. ২টি।
৪. ২০টি। ৫. ২৪ (১২ জোড়া) টি। ৬. ৪ টি।
৭. ১২০/৮০ টি। ৮. ৭.৪। ৯. ৩৩ টি। ১০. ৬ টি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইস. ইতিহাস বিষয়ক)

১. পৃথিবীর সর্বপ্রথম নবী কে?
২. কোন নবীর পিতা-মাতা কেউ ছিল না?
৩. আদম (আঃ)-এর দেহের দৈর্ঘ্য কত ছিল?
৪. কোন নবী পিতা ছাড়াই মায়ের গর্ভে এসেছিলেন?
৫. কোন নবী নিজ জাতিকে ৯৫০ বছর দাওয়াত দিয়েছিলেন?
৬. কোন নবীর মো'জেযা চিরন্তন ও অবিনশ্বর এবং সেটা কি?
৭. কোন নবীকে আল্লাহ কঠিন অসুখ দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন?
৮. কোন নবী পশু-পাখী ও বাতাসের সাথে কথা বলতেন?
৯. পিতা-পুত্র উভয়েই নবী। কিন্তু উভয়কেই ইহুদীরা হত্যা করেছিল?
১০. কোন নবীকে আল্লাহ যাবূর কিতাব দিয়েছিলেন এবং লোহা তাঁর হাতে নরম হয়ে যেত?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানবদেহ বিষয়ক)

১. মানুষের মুখে কতটি হাড় রয়েছে?
২. মাথার খুলির মধ্যে হাড়ের সংখ্যা কতটি?
৩. মানুষের বুকে কতটি হাড় রয়েছে?
৪. অন্ত্রে কতটি হাড় রয়েছে?
৫. মানুষের বাহুতে পেশীর সংখ্যা কতটি?
৬. মানব হৃদয়ের পাম্প সংখ্যা কয়টি?
৭. মানব দেহের বৃহত্তম বস্তু বা অঙ্গ কোনটি?
৮. মানব দেহের বৃহত্তম গ্রন্থি কোনটি?
৯. মানব দেহের ছোট কোষ কি?
১০. মানব দেহের বৃহত্তম কোষ কি?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বখশী বাযার, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১১ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহীর নওদাপাড়াস্থ দারুলহাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে সোনামণি প্রতিভা ৩৪তম সংখ্যা-এর উপর লিখিত পরীক্ষার পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি মারকায এলাকার সূর্যমুখী শাখার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি সূর্যমুখী শাখার সহ-পরিচালক নাঈমুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ও আল-আমীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল্লাহিল কাফী ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।

হড়গ্রাম পূর্ব-শেখপাড়া, রাজপাড়া, রাজশাহী ১৬ই এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহী যেলার রাজপাড়া থানাধীন হড়গ্রাম পূর্ব-শেখপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক ও রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ছামিরাহ আখতার ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সানজীদা খাতূন।

মোল্লাপাড়া, রাজপাড়া, রাজশাহী ১৮ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহী যেলার রাজপাড়া থানাধীন মোল্লাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক ও রাজশাহী কলেজ শাখা 'যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল গফূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ ইমরান হোসেন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মা'রুফ।

বালিয়াডাঙ্গা, নাটোর ১৯শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় নাটোর সদর থানাধীন বালিয়াডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক ও শাখা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ মু'আয্যম হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি যাকিয়া খাতূন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে কারীমা খাতূন।

জামনগর ঘোষপাড়া, বাগাতিপাড়া, নাটোর ১৯শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ নাটোর যেলার বাগাতিপাড়া থানাধীন জামনগর ঘোষপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ও সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আলহাজ্জ মুহাম্মাদ শামসুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও মারকায এলাকার ছিরাতে মুস্তাক্বীম শাখা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ মি'রাজুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ফারজানা খাতূন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক ও যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ রাসেল।

হরিষারডাইং, শাহমখদুম, রাজশাহী ২২শে এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহী যেলার শাহমখদুম থানাধীন হরিষারডাইং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ শাহীনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন ও আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মারিয়াম খাতূন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মাকতূবা খাতূন।

Contents

স্বদেশ

আবহাওয়ার ঝুঁকিতে দেশের প্রায় দুই কোটি শিশু

বাংলাদেশে দুর্যোগপ্রবণ জেলাগুলোতে বসবাস করছে এক কোটি ৯০ লাখেরও অধিক শিশু। তারা ঘূর্ণিঝড়, বন্যাসহ আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের হুমকিতে রয়েছে। জাতিসঙ্ঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা 'ইউনিসেফ' প্রকাশিত নতুন এক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব ঝুঁকির কথা প্রকাশ করা হয়েছে। আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলায় আরো বেশী করে উদ্যোগী হওয়ার জন্য বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।

সুনির্দিষ্ট সময় পর পর প্রাকৃতিক ধারাবাহিকতায় বদলে যায় আবহাওয়া। মানুষ সৃষ্ট কারণেই এই স্বাভাবিক বদলের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হয়েছে, বিশ্ব বহুদিন থেকে এক আকস্মিক পরিবর্তনের মুখোমুখি। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন, শিল্পবিপ্লব পরবর্তী যুগে উন্নত দেশগুলোর মাত্রাতিরিক্তি জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার বৈশ্বিক উষ্ণতার মাত্রাকে ভয়াবহ পর্যায়ে নিয়ে গেছে। উষ্ণায়নের কারণে গলছে হিমবাহের বরফ, উত্তপ্ত হচ্ছে সমুদ্র, বাড়ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক ঋতুচক্র। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষি, স্থানচ্যুত হচ্ছে মানুষ। অভিবাসী কিংবা শরণার্থীতে রূপান্তরিত হচ্ছে তারা।

জাতিসঙ্ঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের নতুন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাবজনিত কারণে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এক কোটি ৯৪ লাখ শিশুর মধ্যে এক কোটি ২০ লাখ শিশু নদী ভাঙনের এলাকা কিংবা এর কাছাকাছি থাকে। ৪৫ লাখ শিশুর বসবাস উপকূলীয় এলাকায়, সেখানে ঘূর্ণিঝড়ের হুমকিতে থাকতে হয় তাদের। তাছাড়া খরার ঝুঁকিতে রয়েছে আরো প্রায় ৩০ লাখ শিশু। এসব ঝুঁকির কারণে গ্রাম এলাকার মানুষেরা শহরের দিকে ধাবিত হ'তে বাধ্য হচ্ছে। আর সেখানে যাওয়ার পর নতুন ঝুঁকির মুখোমুখি হ'তে হচ্ছে শিশুদের।

বৈশ্বিক আবহাওয়া ঝুঁকি সূচক ২০১৯-এ নবম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। ঐ তালিকা অনুযায়ী, আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত কারণে ১৯৯৮ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। ঐ সময়ের মধ্যে আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত কারণে তিন কোটি ৭০ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রামাযানে ৯৮ শতাংশ যাত্রী নৈরাজ্যের শিকার

রামাযান মাসে ঢাকায় গণপরিবহনের ৯৫ শতাংশ যাত্রী প্রতিদিন যাতায়াতে দুর্ভোগের শিকার হন। গণপরিবহন ব্যবস্থার ওপর তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন ৯০ শতাংশ যাত্রী। আর অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের নৈরাজ্যের শিকার হন ৯৮ শতাংশ যাত্রী। বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির এক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। গত ১৮ই মে শনিবার যাত্রী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে এই পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনটি পাঠানো হয়।

পর্যবেক্ষণকালে উঠে এসেছে, ৬৮ শতাংশ যাত্রী চলন্ত বাসে ওঠানামা করতে বাধ্য হন। সিটিং সার্ভিসের নামে অতিরিক্ত ভাড়া দিয়েও ৩৬ শতাংশ যাত্রীকে দাঁড়িয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। হয়রানির শিকার হ'লেও অভিযোগ কোথায় করতে হয় জানেন না ৯৩ শতাংশ যাত্রী। তবে ৯০ শতাংশ যাত্রী মনে করেন, অভিযোগ করে কোন প্রতিকার পাওয়া যায় না বলেই তাঁরা অভিযোগ করেন না।

সিএনজির ভাড়া প্রসঙ্গে পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, নগরীতে চলাচলকারী সিএনজি চালিত অটোরিকশা শতভাগ চুক্তিতে চলাচল করছে। এতে মিটারের প্রায় তিন থেকে চার গুণ বেশী ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। যাত্রীদের পসন্দের গন্তব্যে যেতে রাযী হয় না ৯৩ শতাংশ অটোরিকশা চালক। অনেকটা কাকতালীয়ভাবে অটোরিকশা চালকের পসন্দের গন্তব্যে মিলে গেলে যাত্রীর গন্তব্যে যেতে রাযী হয় তারা।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ইফতারের আগ মুহূর্তে যানজট, গণপরিবহন সংকটের কারণে নগরীর সাধারণ যাত্রীরা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। অফিস ছুটি শেষে ইফতারকে কেন্দ্র করে ঘরমুখী যাত্রীকে টার্গেট করে নগরীতে চলাচলকারী প্রায় সব বাস এখন রাতারাতি সিটিং সার্ভিস বনে যায়। এসব বাস বিশেষত ইফতারের সময় যাত্রীদের ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দ্রুত গন্তব্যে যাত্রা করে। বেলা তিনটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত নগরীতে চলাচলকারী বাস-মিনিবাসের প্রায় ৯৭ শতাংশ সিটিং সার্ভিসের নামে দরজা বন্ধ করে যাতায়াত করছে। এতে নগরীর মাঝপথের বিভিন্ন স্টপেজের যাত্রীরা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। বাসগুলো সরকার নির্ধারিত ভাড়ার পরিবর্তে কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করছে।

রাইড শেয়ারিংয়েও ভোগান্তি : যাত্রী কল্যাণ সমিতির প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, গণপরিবহন নৈরাজ্যে প্রথমবারের মতো যুক্ত হয়েছে রাইড শেয়ারিং এর নামে চলাচল করা মোটরবাইকগুলো। নগর জুড়ে দেখা গেছে, বিকেল ৪-টার পর থেকে অ্যাপের পরিবর্তে মৌখিক চুক্তিতে তিন থেকে চার গুণ অতিরিক্ত ভাড়ায় মোটরবাইকগুলো যাত্রী বহন করছে।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ মহাকাশে সফলভাবে উৎক্ষেপণের বর্ষপূর্তি উদযাপনের পর ১৮ই মে রবিবার থেকে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ (বিএস-১)-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গঠিত বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএসসিএল) ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেছে বলে জানা গেছে। বিসিএসসিএল-এর চেয়ারম্যান ড. শাহজাহান মাহমুদ বলেন, কয়েকমাসের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমরা টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর সঙ্গে অন্যান্য চুক্তি স্বাক্ষর করবো। বিএস-১ থেকে সেবা পেতে চ্যানেলগুলোর কোন রকম আর্থ স্টেশন স্থাপনের প্রয়োজন হবে না। টেলিভিশন চ্যানেলের আর্থ

স্টেশন স্থাপন অনেক ব্যয়বহুল হওয়ায় বিএস-১ এর ভূ-কেন্দ্রের সঙ্গে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করছে বিসিএসসিএল।

গত বছর ১২ই মে বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসাবে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে গত বছরের ৪ঠা সেপ্টেম্বর থেকে সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন (এসএএফএফ) চ্যাম্পিয়ানশিপ ম্যাচটি পরীক্ষামূলক সম্প্রচার করে। এরপর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন চ্যানেলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে সম্প্রচার করা হয়। একই সঙ্গে ১৬ই মে বৃহস্পতিবার দেশের প্রথম ডাইরেক্ট-টু-হোম (ডিটিএইচ) সেবারও উদ্বোধন করা হয়। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো 'আকাশ' নামের এই সেবাটি বাজারে এনেছে। বিসিএসসিএল-এর চেয়ারম্যান জানান, বেক্সিমকো 'আকাশ' ডিটিএইচ-এর মানসম্পন্ন সেবার জন্য বিএস-১ এর ৫ ট্রান্সপন্ডারস বরাদ্দ নিয়েছে। এছাড়াও ব্যাংকের এটিএম সেবা প্রদানের সুবিধার্থে বিভিন্ন ব্যাংক বিএস-১ এর ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করতে পারবে। প্রাথমিকভাবে ডাচ-বাংলা ব্যাংক এটিএম সেবা প্রদানে বিএস-১ এর ব্যান্ডউইথ নিয়েছে।

আগামী ১০ বছরে ভারতের চেয়ে ধনী হবে বাংলাদেশ

আগামী ১০ বছরে অর্থাৎ ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের চেয়ে ধনী দেশে রূপান্তরিত হবে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড-এর এক গবেষণায় এই তথ্য জানানো হয়েছে। গবেষণা অনুযায়ী, মাথাপিছু আয়ের হিসাবে আগামী এক দশকে ভারতকে ছাড়িয়ে যাবে বাংলাদেশ। ব্যাংকটি বলছে, বর্তমানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১,৬০০ ডলার। ২০৩০ সালে এই আয় দাঁড়াবে ৫,৭০০ ডলার। অন্যদিকে বর্তমানে ভারতে মাথাপিছু আয় ১,৯০০ ডলার কিন্তু ২০৩০ সালে হবে ৫,৪০০ ডলার, যা বাংলাদেশ থেকে ৩০০ ডলার কম। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বলছে, অর্থনীতির বিচারে আগামী দশক হবে এশিয়ার এবং এই মহাদেশের দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান হবে খুবই উল্লেখযোগ্য। গবেষণায় বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটবে সবচেয়ে বেশি, কারণ এসব দেশের লোকসংখ্যা হবে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী দশকে এশিয়ার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে ৭ শতাংশ এবং পুরো দশক ধরে এই ধারা অব্যাহত থাকবে। এশিয়ার এই দেশগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, ভিয়েতনাম, মিয়ানমার, ফিলিপিন।

বিদেশ

ভারত ছাড়ছে বিত্তশালীরা

ভারতকে নিরাপদ মনে করছেন না দেশটির বিত্তশালীরা। তাদের মধ্যে দেশ ছাড়ার হিড়িক পড়েছে। ২০১৮ সালেই প্রায় ৫ হাযার বিত্তশালী ব্যক্তি ভারত ছেড়েছে। 'গোবাল ওয়েলথ মাইগ্রেশন রিভিউ রিপোর্ট ২০১৯' শীর্ষক এক গবেষণা রিপোর্টে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। অ্যাফ্রো এশিয়া ব্যাঙ্ক এবং নিউ ওয়ার্ল্ড ওয়েলথ-এর যৌথ উদ্যোগে গবেষণাপত্রটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, বিত্তশালীদের দেশত্যাগে শীর্ষে রয়েছে চীন। আর দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে রাশিয়া। ভারতের অবস্থান তৃতীয়।

তিন বছরের শিশুর কুরআন হিফয

আজারবাইজানের তিন বছর বয়সের শিশু জাহরা পবিত্র কুরআন মুখস্থ করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সে দেশটির সবচেয়ে কনিষ্ঠ হাফেয হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। ঐ শিশুর মা জানান, জাহারা গর্ভে থাকা অবস্থায় তিনি বেশি করে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। এছাড়া তিনি মনোযোগ সহকারে কুরআনের তেলাওয়াত শুনতেন। তিনি আরো জানান, জাহরার জন্মের পর তাকে ঘুম পাড়াতে কুরআনের ছোট ছোট সূরাগুলো তেলাওয়াত করতেন। তার মেয়ের বয়স যখন ১ বছর তখন থেকেই জাহরা তেলাওয়াত করা ছোট ছোট সূরাগুলো তার সঙ্গে তেলাওয়াতের চেষ্টা করত। মেয়ের এমন আগ্রহ দেখে কুরআন তেলাওয়াত বাড়িয়ে দেন তিনি। এভাবেই ৩ বছর বয়সে মায়ের কাছ থেকে শুনে শুনে জাহরা পবিত্র কুরআনের ৩৭টি সূরা মুখস্থ করে ফেলেছে।

শ্রীলঙ্কায় সিরিজ বোমা হামলা : নিহত ৩১০

গত ২১শে এপ্রিল রবিবার শ্রীলঙ্কার স্থানীয় সময় ৮টা ৪৫ মিনিটে তিনটি হোটেল ও গির্জায় চারটি বোমা হামলা হয়। পরের ২০ মিনিটে আরও দুটি বোমা হামলা হয়। বিকেলের দিকে চতুর্থ হোটেল ও একটি বাড়িতে বোমা হামলা হয়। সিরিজ বোমা হামলায় নিহত হয়েছে ৩১০জন এবং আহত হয়েছে প্রায় ৫০০ জন। হামলায় জড়িত সন্দেহে এ পর্যন্ত ৪০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হামলার জন্য শ্রীলঙ্কার সরকার স্থানীয় ন্যাশনাল তাওহীদ জামায়াতকে (এনটিজে) দায়ী করেছে। দুবাইভিত্তিক আল-অ্যারাবিয়া টেলিভিশন চ্যানেলের উদ্ধৃতি দিয়ে রুশ বার্তা সংস্থা তাস জানিয়াছে, জামাত আল-তাওহীদ আল-ওয়াতানিয়া এ হামলার দায় স্বীকার করেছে। শ্রীলঙ্কার মন্ত্রিসভার মুখপাত্র রাজিথা সিনারত্নের উদ্ধৃতি দিয়ে রয়টার্স বলছে, হামলায় আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক জড়িত।

এএফপি বলছে, শ্রীলঙ্কার পুলিশপ্রধান ১১ই এপ্রিল হামলার ব্যাপারে সতর্ক বার্তা দিয়েছিল। বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার বরাত দিয়ে এতে বলা হয়, উগ্র ইসলামপন্থী দল এনটিজে গির্জাগুলো ও শ্রীলঙ্কায় অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনে হামলার ফন্দি আঁটছে।

শ্রীলঙ্কায় হামলার পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ নেয়া হয় ভারতে : শ্রীলঙ্কায় হামলার মূল হোতা স্থানীয় উগ্রবাদী দল ন্যাশনাল তাওহীদ জামাতের প্রধান জাহরান হাশিম বলে চিহ্নিত করেছেন দেশটির তদন্তকারী কর্মকর্তারা। ইস্টার সানডের হামলার মূল হোতা উগ্রবাদী এই নেতা ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের একটি প্রদেশে দীর্ঘদিন বসবাস করেছিলেন বলে দেশটির ইংরেজি দৈনিক দ্য হিন্দু এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে *(দ্য হিন্দু, ২৮শে এপ্রিল)*। লঙ্কান সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ একটি সূত্রের বরাত দিয়ে গত ২৬শে এপ্রিল শুক্রবার হিন্দু এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে। লঙ্কার তদন্তকারী কর্মকর্তারা রোববার শক্তিশালী সমন্বিত সিরিজ বোমা হামলার পেছনে হাশিমকে প্রধান হোতা হিসাবে শনাক্ত করেছেন। হামলার দু'দিন পর জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (আইএস) দায় স্বীকার এবং ধারাবাহিক আট বোমা হামলাকারীর ছবিও প্রকাশ করে। ঐ আট হামলাকারীর মাঝে মুখ খোলা অবস্থায় একজনকে দেখা যায়। ধারণা করা হচ্ছে এই আইএস জঙ্গিই লঙ্কান হামলার মূল হোতা। অন্য জঙ্গিদের মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা ছিল।

তবে শ্রীলঙ্কার তদন্তকারীরা একজন নারীসহ ৯ আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীকে শনাক্ত করেছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে দেশটির জ্যেষ্ঠ এক কর্মকর্তা দ্য হিন্দুকে বলেন, আমরা আইএসের দায়ের বিষয়টি মাথায় রেখে তদন্ত করছি। আমরা সন্দেহ করছি হামলাকারী যুবকদের কয়েকজন প্রশিক্ষণ নিয়েছে ভারতের তামিলনাড়ুতে। তবে হাশিমের ভারত সফর নিয়ে কোন মন্তব্য করেনি নয়াদিল্লির কর্মকর্তারা। তারা ইঙ্গিত দিয়েছেন, ভারতীয় বংশোদ্ভূত তরুণদের সঙ্গে তিনি ভার্চুয়াল যোগাযোগ করতেন সেই আলামত পাওয়া গেছে। হাশিমের ফেসবুকের পেজের একশর বেশি ফলোয়ারের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন ভারতের এক কর্মকর্তা। হাশিমের উগ্রবাদী মতাদর্শ সম্বলিত বেশ কিছু ভিডিও রয়েছে যা তরুণদের মৌলবাদে উসকানি দেয়।

Contents

৩৯ বছরে ৪৪ সন্তানের জননী মরিয়ম

উগান্ডার মরিয়ম নবাতাঞ্জি নামক এক নারী ৩৯ বছর বয়সে মোট ৪৪ জন শিশুর জননী হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৬ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মাত্র ১২ বছর বয়সে ঐ নারী প্রথম দুই যমজ সন্তানের জন্ম দেন। এরপর আরো পাঁচবার যমজ সন্তান, কয়েকবার চার সন্তান করেও জন্ম দেন। গত তিন বছর আগে ঐ নারীর স্বামী তাকে ছেড়ে চলে যায়। এরপর একাই ৩৮ সন্তান নিয়ে এক ছাদের নিচে বাস করছেন ঐ নারী। মরিয়ম বলেন, আমার বেড়ে ওঠা অনেক দুঃখের। আমার স্বামী আমায় অনেক কঠিন সময়ের মধ্যে রেখে চলে যায়। তিনি আরো বলেন, এখন আমার সময় যায়, আমার সন্তানদের মুখে কিছু তুলে দেয়ার জন্য কাজ খোঁজায়। তিনি বলেন, আমার সন্তানদের মুখে খাবার তুলে দেয়ার জন্য সব কিছু করতে রাযী। বর্তমানে মরিয়মের সন্তান বড় হয়েছে। তারা তার মাকে যথাসাধ্য সাহায্য করে বলে জানা যায়।

নাইজেরিয়ায় গভর্নরের স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণ

নাইজেরিয়ার ওগান রাজ্যের গভর্নর ইবিখুনলের স্ত্রী ফার্স্ট লেডি ওলুফানসো আমুসোন খ্রিস্টান ধর্ম ছেড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। সিনেটর আমুসোন ২০১১ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়ী হন। পরে একই বছরের মে মাসে রাজ্যের চতুর্থ নির্বাচিত গভর্নর হিসাবে শপথ নেন। নাইজেরিয়ার অ্যাকশন কংগ্রেসের হয়ে তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ওলুফানসো বলেন, প্রথম ব্যক্তি হিসাবে আমি আমার মাকে এ সিদ্ধান্ত জানাই। তাকে বলি, আমি একজন মুসলিমকে বিয়ে করতে চাই। এটা শুনে প্রথমেই তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, কেন তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

ওলুফানসো আরো বলেন, 'যখন আমি আমার বাবাকে এ বিষয়ে বলেছিলাম, তখন তিনি বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, আমাদের শুধু এই সম্পর্কে প্রার্থনা করতে হবে। কিন্তু যেকোন ভাবেই হোক, পরে তারা আমাকে খুব আঘাত করে। আমার স্বামী আল্লাহকে বিশ্বাস করেন। আমি বলব, আমার স্বামী আমার চেয়েও বেশী ধার্মিক। তিনি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র একজন মুমিন বান্দা। আল্লাহ্‌র ওপর দৃঢ় বিশ্বাসের বলেই তিনি মনে করেন 'সবকিছুই সম্ভব এবং যখন আপনি কাউকে অধিক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'তে দেখবেন তখন আপনাকে তার বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে এটা দেখতে হবে, আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করে নয়। আল্লাহকে বলতে হবে, 'আমি তোমার উপর ঈমান এনেছি এবং তাকে (আল্লাহ) স্পষ্ট বুঝার জন্য আপনাকে বার বার চেষ্টা করতে হবে। তিনি বলেন, 'স্বামীর বিশ্বাস থেকেই আমার বিশ্বাস শুরু হয়েছে। তার ইসলামের বিশ্বাসের প্রতি আমার বিশ্বাস আছে এবং তার বিশ্বাসের প্রতি আমার বিশ্বাস স্থাপন সহজ করে দিয়েছে যে জিনিসিটি সেটি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি একাগ্রতা।

বন্দিশিবিরে ১০ লাখ মুসলমানকে আটকে রেখেছে চীন : যুক্তরাষ্ট্র

বন্দিশিবিরে ১০ লাখেরও অধিক মুসলমানকে আটকে রেখেছে চীন। দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এশীয় নীতির দেখভাল করা র‍্যান্ডল শ্রীভল এমন মন্তব্য করেছেন। তবে তার মন্তব্যের দরুণ চীন-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে উত্তেজনা দেখা দিতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে উইঘুরসহ অন্যান্য মুসলমানদের আটকে রাখার ঐ বন্দিশিবিরকে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র বলে আখ্যায়িত করে আসছে চীন। বেইজিংয়ের দাবী, মুসলমানদের উগ্রবাদী হুমকিকে নস্যাৎ করে দিতেই তারা বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছে। পেন্টাগনে এক সংবাদ সম্মেলনে চীনা সামরিক বাহিনী নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার সময় শ্রিভল বলেন, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি মুসলমানদের গণআটকের জন্য নিরাপত্তা বাহিনী ব্যবহার করছে। ১০ লাখ আটক বলা হ'লেও সত্যিকার অর্থে তারা ৩০ লাখ মুসলমানকে বন্দি রেখেছে। মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করছেন শ্রিভল। বন্দিশিবিরে আটক থাকার পর বেরিয়ে আসা মুসলমানরা চীনা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন। বন্দিশিবিরে তাদের গাদাগাদি করে রাখা হয়। সেখানে তাদের প্রতি যে নিপীড়ন চালানো হয়, তাতে কেউ কেউ আত্মহত্যার দিকেও ধাবিত হন বলে খবরে বলা হয়েছে।

ইফতারির ৫৫ মিনিট পরই সাহরী

পবিত্র রামাযান মাসে বিশ্বের প্রতিটি দেশেই মুসলমানরা ছিয়াম পালন করছেন। নরওয়ে, আইসল্যান্ড হয়ে ফিজি সব দেশেই মুসলিমরা রামাযানের বিভিন্ন ইবাদতে অংশ নিচ্ছেন। পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলের মুসলমানরা বিশেষত স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর (১. আইসল্যান্ড ২. সুইডেন ৩. নরওয়ে ৪. ডেনমার্ক ৫. ফিনল্যান্ড) অধিবাসীরা সবচেয়ে বেশী সময় ধরে ছিয়াম রাখেন। গড়ে প্রায় ২০ ঘণ্টা সময়জুড়ে তাদের ছিয়াম রাখতে হয়। আবার আইসল্যান্ড ও গ্রিনল্যান্ডে বসবাসরত মুসলমানদের ছিয়ামের সময়ের দৈর্ঘ্য গড় ২১ ঘণ্টা। ফিনল্যান্ডের উলু নামে একটি শহর আছে, যেখানকার বাসিন্দাদের ২৩ ঘণ্টা ছিয়াম রাখতে হয়।

মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের আহ্বান জাতিসংঘের

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর গণহত্যা চালানোর দায়ে দেশটির সামরিক বাহিনীর সঙ্গে অর্থনৈতিকসহ অন্যান্য সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য সব দেশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘের একটি তদন্তকারী দল। মিয়ানমার বিষয়ে জাতিসংঘের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন ১৪ই মে মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, রোহিঙ্গা মুসলমানের সংকট নিরসনে কোন অগ্রগতি নেই। মিশনের প্রধান মারজুকি দারুসম্যান জানিয়েছেন, রোহিঙ্গা মুসলমানদের প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া পুরোপুরি থেমে আছে। রাখাইন থেকে এখনো মানবাধিকার লঙ্ঘনের খবর পাওয়া যাচ্ছে বলেও ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন জানিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার মানবাধিকার বিষয়ক আইনজীবী এবং জাতিসংঘ মিশনের সদস্য ক্রিস্টোফার সিদোতি বলেন, অতীতে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নৃশংসতা এবং এখনো তারা সেটি অব্যাহত রাখায় সেনাবাহিনীর সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়ে চিন্তা করতে তিনি সব রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর অর্থের উৎস কমানোর মাধ্যমে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য এ আহ্বান জানানো হয়েছে।

মুসলিম জাহান

রামাযান উপলক্ষে পাঁচ শতাধিক বন্দির মুক্তি

পবিত্র রামাযান মাস উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের ৫৮৭ জন বন্দিকে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের শাসক শেখ মুহাম্মাদ বিন রশীদ আল-মাখতূম। দুবাইয়ের অ্যাটর্নি জেনারেল ইসাম ঈসা আল-হুমায়ূন বলেন, এসব বন্দিরা যাতে নতুন করে আবার তাদের পরিবারের সঙ্গে সুন্দর জীবন শুরু করতে পারে সেজন্যই দুবাই শাসক এ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, ইতিমধ্যে বন্দিদের মুক্তি দিতে আইনী প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এছাড়া দুবাইতে রামাযান মাস উপলক্ষে দেশটির পণ্যবাজারে বিশাল মূল্যছাড়ের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে পবিত্র রামাযান মাসে কেউ যাতে ভিক্ষাবৃত্তির নামে ব্যবসা করতে না পারে তার বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

Contents

ফিলিস্তীনে ইসরাঈলী আগ্রাসনের প্রতিবাদে ইহুদীদের অংশগ্রহণ

মুসলমানদের প্রথম কেবলার দেশ ফিলিস্তীনে মুসলমানরাই নির্যাতিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। নিজ দেশেই পরাধীনের মতো জীবন চলছে তাদের। ইসরাঈলের ইহুদী শাসক ও সেনাবাহিনী দ্বারা চরম অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হচ্ছে দেশটির মুসলমানরা। সম্প্রতি ফিলিস্তীনের ইসরাঈলী আগ্রাসনের শিকার মুসলমানদের প্রতি সমবেদনা জানাতে লন্ডনে এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সমাবেশে অংশ নিয়েছিল লন্ডনের ইহুদী অভিবাসীরা। গত ৩১শে মার্চ 'ভূমি দিবস' উপলক্ষে ফিলিস্তীনের শান্তি ও স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠনে এ সমাবেশে ইহুদীদের একটি গ্রুপও অংশগ্রহণ করে বলে জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যমটি। দ্য প্যালেস্টাইন ফোরাম ইন ব্রিটেন (পিএফবি) ও প্যালেস্টাইন সোলিডারিটি ক্যাম্পেইন (পিএসসি) যৌথভাবে আয়োজিত এই সমাবেশের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে ফ্রেন্ড অব আল-আকসা ও মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন অব ব্রিটেন (এমএবি)। সমাবেশে ইসরাঈলী আগ্রাসন ও মানবিক সংকট নিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা গেছে অংশগ্রহণকারীদের। এছাড়াও তাদের হাতে 'ফিলিস্তীনের জন্য স্বাধীনতা', 'ইসরাঈল বের হও', 'ফিলিস্তীন মুক্ত কর', 'গাযা আক্রমণ বন্ধ কর' এসব লেখা প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন ও ব্যানার দেখা গেছে।

খ্রিস্টান ব্যবসায়ী প্রতিদিন ৮০০ জনকে ইফতার করান

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতে মুসলমানদের জন্য একটি মসজিদ তৈরি করেছেন ভারতের কেরালার কায়ামকুলামের বাসিন্দা সাজি চেরিয়ান (৪৯) নামের এক খ্রিস্টান ব্যবসায়ী। তিনি এই মসজিদে চলতি রামাযান মাসের প্রত্যেকদিন প্রায় ৮০০ ছিয়াম পালনকারীর ইফতারের ব্যবস্থা করেন। গত বছর মুসলিম শ্রমিকদের জন্য ফুজাইরাহ শহরে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন তিনি। শ্রমিকরা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ খরচ করে ট্যাক্সিতে করে নিকটবর্তী মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করতেন। এটি দেখে যাতে দূরে গিয়ে শ্রমিকদের ছালাত আদায় করতে না হয়, সেজন্য ফুজাইরাহ শহরে মরিয়ম উম্মু ঈসা (আ.) নামে একটি মসজিদ তৈরি করেন তিনি।

মাত্র কয়েকশ দিরহাম নিয়ে ২০০৩ সালে আরব আমিরাতে পাড়ি জমান চেরিয়ান। গালফ নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে এই ব্যবসায়ী তার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ৮ শতাধিক কর্মী ও জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার ইফতার আয়োজন করেন। মসজিদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে প্রত্যেকদিন তিনি মুসলিমদের ফ্রি ইফতার করান। তিনি বলেন, গত বছরের ১৭ই রামাযানে মসজিদটি মুছল্লীদের জন্য খুলে দেয়া হয়। আমি অবশিষ্ট ছিয়ামগুলোতে মুসলিমদের ইফতার সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। তবে চলতি বছর থেকে আমি প্রত্যেকদিন ইফতার সরবরাহ করছি। ইফতারির তালিকায় খেজুর, বিশুদ্ধ ফলমূল, স্ন্যাকস, জুস, পানি ও বিরিয়ানি থাকে। আমি বিভিন্ন ধরনের বিরিয়ানি তৈরি করি। কারণ যাতে তারা প্রত্যেকদিন একই ধরনের খাবার খেয়ে বিরক্ত না হন।

শারজায় ৩০টি মসজিদ উদ্বোধন

প্রথম রামাযানে একই সাথে ৩০টি নতুন মসজিদ উদ্বোধন করা হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজায়। যে সাতটি অঞ্চল বা আমিরাত নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত দেশটি গঠিত তার একটি শারজাহ। অঞ্চলটির বিভিন্ন এলাকায় এই দৃষ্টিনন্দন নকশায় স্থাপিত মসজিদগুলো চালু করা হয়েছে প্রথম রামাযানে। শারজাহ সরকারের ডিপার্টমেন্ট অব ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স এই মসজিদগুলো নির্মাণ করেছে। খালীজ টাইমস জানিয়েছে, রামাযান মাস ও ঈদের ছালাতে অতিরিক্ত মুছল্লীদের চাপ সামাল দিতে এই মসজিদগুলো নির্মিত হয়েছে। রামাযান মাসে মসজিদগুলোতে মুছল্লীর সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। অতীতের বছরগুলোতে দেখা গেছে রামাযানে মসজিদগুলোতে স্থান সাংকুলান হয় না। যে কারণে বাইরের রাস্তা, মাঠ, কিংবা পার্কিং এরিয়ায় পাটি বা জায়নামায বিছিয়ে ছালাত পড়তে হয় অনেককে। বিশেষ করে রামাযানের শুরু থেকে তারাবীহ ছালাত ও শেষ দশ দিনে তাহাজ্জুদ ছালাতে মুছল্লীদের স্থান দিতে হিমশিম খেতে হয় মসজিদ কর্তৃপক্ষের। এ কারণেই দ্রুততার সাথে নতুন ৩০টি মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শারজাহ প্রশাসনের ইসলামিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মকর্তা আল-খায়াল বলেন, নতুন মসজিদগুলোতে নতুন কার্পেট, এয়ার কন্ডিশন ও বড় পার্কিং স্পট রাখা হয়েছে। এই কর্মকর্তা আরো জানিয়েছেন, পবিত্র রামাযান উপলক্ষে কর্তৃপক্ষ নতুন করে ৮১ জন ইমাম নিয়োগ দিয়েছে। এছাড়া শারজাহর সবগুলো মসজিদে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের উদ্যোগে ব্যাচেলর, শ্রমিক ও দরিদ্রদের জন্য ফ্রি ইফতারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন মসজিদে আরবী, ইংরেজী ও উর্দূসহ কয়েকটি ভাষায় ধর্মী আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গাযার ৭৫ ভাগ মসজিদ ধ্বংস করেছে ইসরাঈল

ফিলিস্তীনের গাযার প্রায় ৭৫ ভাগ মসজিদই ধ্বংস করে দিয়েছে ইহুদীবাদী ইসরাঈল। সম্প্রতি এমন খবর প্রকাশ করেছে মিডল ইস্ট মিরর। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরাঈল গত গত ৫১ দিনে ৭৩টি মসজিদ পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে। সেইসঙ্গে ২০৫টি মসজিদ আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে ইহুদীবাদী ইসরাঈল। ফিলিস্তীন ইকোনোমিক কাউন্সিল ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কন্সট্রাকশন (পিইসিডিসি) কর্তৃক গঠিত কমিটি এক বিবৃতে জানায় ইসরাঈলের হামলায় কবরস্তান, দাতব্য সংস্থা থেকে শুরু করে তাদের পবিত্র স্থান মসজিদ অনেক। পিইসিডিসি'র ভাষ্য এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর ক্ষতির পরিমাণ ৪০.৪ মিলিয়ন ডলার। এছাড়া ইসরাঈলের হামলায় গাজায় অবস্থিত দু'টি গির্জাও সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। পিইসিডিসি জানায়, ফিলিস্তীনের জাবালায় অবস্থিত বিখ্যাত মসজিদ আল-ওমরি ধ্বংস করে ইসরাঈল। এছাড়াও ১৩৬৫ বছর আগে আমর ইবনুল আছের সময়কার একটি প্রাচীন মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। মসজিদটির নাম ছিল মানারাত আল-জাহের। এটিতে একসঙ্গে অন্তত ২ হাজার মুছল্লী একসঙ্গে ছালাত আদায় করতে পারতো।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ক্যান্সার ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে কালো ধানের চাল

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্রমশ বাড়তে থাকা ওবেসিটি ও ডায়াবেটিসকে কব্জা করতে ভাত থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে বিশ্ব জুড়েই। তবে এশীয় মহাদেশে ভাতের প্রতি নির্ভরতা বেশী থাকায়, সম্পূর্ণ অবহেলাও তাকে করা যায় না। অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট ও ভাত থেকে পাওয়া গ্লাইকোজেন গলতে সময় নেওয়ায় শরীরে মেদের ভার বাড়ে। তাই ভাতকে বাতিলের খাতায় ফেলছেন অনেকে। সাদা ধবধবে চাল খেতে ভাল, কিন্তু কোনও পুষ্টিগুণ নেই। ওদিকে ঢেঁকি ছাঁটা চালে পুষ্টিগুণ থাকলেও তা মুখরোচক নয়। তবে সম্প্রতি এক প্রকারের চাল নিয়ে বিজ্ঞানী ও পুষ্টিবিদ উভয়েই বেশ আশাবাদী। অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ এই চাল কেবল পুষ্টিতেই ভরপুর নয়, রোগ প্রতিরোধেও এর ভূমিকা অনেক। ভারতের পুষ্টিবিদ সুমেধা সিংহের মতে, হার্ট ও যকৃতকে সুস্থ রাখা, মানসিক চাপ কমানো, ডায়াবেটিসের সঙ্গে লড়াই, এমনকি ক্যান্সারের সময় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও সহায়ক এই কালো ধানের চাল। তাই কালো ধানের চাল নিয়ে দেশ-বিদেশে

Contents

নানা গবেষণাও চলছে। এতে থাকা ফ্ল্যাভোনয়েড ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও মস্তিষ্কের কার্য ক্ষমতা বাড়ায়। মেডিসিন বিশেষজ্ঞ গৌতম গুপ্তের মতে, অন্যান্য চালের চেয়ে কালো ধানের চালে ফাইবার বেশী থাকায় তা অল্পেই পেট ভরায়। এছাড়া এর অ্যান্থোসায়ানিন ফ্রি র‍্যাডিক্যালের বৃদ্ধি ঠেকিয়ে দেয়। গ্লুটেনমুক্ত হওয়ায় তা হজম সংক্রান্ত সমস্যাকেও নিয়ন্ত্রণে রাখে। সাদা চালের চেয়ে এই চালের ক্যালোরিও অনেক কম। তাই ওযন নিয়ন্ত্রণে রাখতেও কার্যকর। প্রতি দিনের ডায়েটে উচ্চ ফাইবার সমৃদ্ধ এই চাল যোগ করলে সুস্থ থাকা যাবে।

চাঁদের বুকে বেরিয়ে এলো পানি

চাঁদের বুকে আচমকা আছড়ে পড়ল উল্কা। চাঁদের মাটি ফুড়ে ফোয়ারার মতো বেরিয়ে এলো পানির কণা। এরপর মহাকাশে কোথায় যেন বাষ্প হয়ে উধাও হয়ে গেল পানি। হারিয়ে গেল মহাকাশের অতল অন্ধকারে। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জার্নাল 'নেচার-জিওসায়েন্সে'-এ আবিষ্কারের গবেষণাপত্রটি বের হয়েছে। গবেষক দলের প্রধান হিসাবে রয়েছেন মেরিল্যান্ডের গ্রিনবেল্টে নাসার গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টারের বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী মেহেদী বেন্না। চমকে দেয়ার মতো এ ঘটনার সাক্ষী হয়েছে নাসার পাঠানো উপগ্রহ 'ল্যাডি'। যার পুরো নাম 'লুনার অ্যাটমস্ফিয়ার অ্যান্ড ডাস্ট এনভায়রনমেন্ট এক্সপ্লোরার'। তাহ'লে কি আগামী দিনে চাঁদে সভ্যতার দ্বিতীয় উপনিবেশ বানাতে বা ভিন গ্রহে যাওয়ার জন্য পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহে ট্রান্সপোর্টেশন হাব গড়ে তোলার চিন্তাটা কমবে আমাদের? এ আবিষ্কার অনিবার্যভাবে সেই প্রশ্নেরই জন্ম দেয়। উল্কার আচমকা আঘাতে চাঁদ থেকে পানির কণা বেরিয়ে আসবে তাত্ত্বিকভাবে তা বিজ্ঞানীদের অজানা ছিল না। তবে চোখে না দেখতে পারলে বিজ্ঞান কিছুই বিশ্বাস করে না। 'সিয়িং ইজ বিলিভিং'-এ প্রথম সেই চমকে দেয়ার মতো ঘটনা ঘটলো।

অ্যান্টিবায়োটিকেও মরে না যে ছত্রাক

রহস্যজনক ভয়ানক এক ফাংগাস (ছত্রাক) ক্যানডিডা অরিস। এই ফাংগাস ছড়াচ্ছে বিশ্বব্যাপী, ভারতেও এসে গেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাবে এমন হচ্ছে। এই ফাংগাসে আক্রান্ত হলে সব চিকিৎসা নেয়ার পরও ৯০ দিনের মধ্যে মারা যাচ্ছে মানুষ। যুক্তরাষ্ট্রের ব্রুকলিন মাউন্ট সিনাই (পূর্ব নিউইয়র্ক) হাসপাতালে পেটের অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে ভর্তি হন এক বৃদ্ধ। তার রক্ত পরীক্ষার পর জানা গেল যে তিনি নতুন আবিষ্কৃত ভয়ঙ্কর অথচ রহস্যজনক এক জীবাণুতে আক্রান্ত। রক্ত পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়ার পরপরই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বৃদ্ধকে আইসিইউতে স্থানান্তর করে। বৃদ্ধ ক্যানডিডা অরিস নামে জীবাণুতে আক্রান্ত। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, এটা বিশ্বব্যাপী নীরবে ছড়িয়ে পড়ছে। গত পাঁচ বছরে এটা হাসপাতালের মাধ্যমে ছড়িয়েছে ভেনিজুয়েলার নিউনেটাল ইউনিট ও স্পেনে। ব্রিটেনের একটি নামকরা মেডিক্যাল সেন্টারের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ) বন্ধ করে দিতে হয়েছে এই রোগটির কারণে। এছাড়া এই ক্যানডিডা অরিস নামক ছত্রাক দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান ও আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে শেকড় গেঁড়েছে। বাংলাদেশে এটা নিয়ে কোন গবেষণা নেই বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। অতএব দেশে এই ছত্রাকজাতীয় ভয়ঙ্কর রোগটি এসেছে কি না তা জানা যায়নি। তবে ইতিমধ্যে কিছু হাসপাতালে রক্ত পরীক্ষায় প্রচলিত ১৮ জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জীবাণু পাওয়া গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক, নিউজার্সি, ইলিনয়েস রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ার পর মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি) জীবাণুটিকে মারাত্মক হুমকি হিসাবে ঘোষণা করেছে।

গড় আয়ু ২০ মাস কমিয়ে দেবে বিষাক্ত বাতাস!

বিশ্বজুড়ে বিষাক্ত বাতাসের কারণে বর্তমান সময়ে জন্ম নেয়া শিশুদের প্রত্যাশিত গড় আয়ু ২০ মাস কমে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সবচেয়ে বেশী প্রভাব পড়বে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে। গত ৩রা এপ্রিল বুধবার প্রকাশিত 'স্টেট অব গ্লোবাল এয়ার (এসওজিএ) ২০১৯ রিপোর্টে এমন আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। যৌথভাবে 'স্টেট অব গ্লোবাল এয়ার রিপোর্টটি তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক হেলথ ইফেক্টস ইনস্টিটিউট ও ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়া। এতে বলা হয়েছে, ২০১৭ সালে প্রতি ১০ জনে প্রায় একজনের মৃত্যুর ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে বায়ুদূষণ। ম্যালেরিয়া, সড়ক দুর্ঘটনা ও ধূমপানের চেয়েও বেশী মানুষের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে এটি। কারণ বাইরে যানবাহন ও শিল্পকারখানা থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষণ এবং ঘরের ভেতরে রান্নাঘর থেকে সৃষ্ট নোংরা বাতাসের সংমিশ্রণ ঘটে ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে।

আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে যে, বায়ুদূষণের কারণে দক্ষিণ এশিয়ার শিশুদের গড় আয়ু ৩০ মাস কমে যেতে পারে। আর সাব সাহারান আফ্রিকায় শিশুদের গড় আয়ু কমে যেতে পারে ২৪ মাস। পূর্ব এশিয়ায় বায়ুদূষণের কারণে শিশুদের গড় আয়ু ২৩ মাস কমবে। অবশ্য, উন্নত বিশ্বের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ নয়। সেখানকার শিশুদের প্রত্যাশিত গড় আয়ু কমবে ৫ মাসের কম।

পারফেক্ট ডেন্টাল সার্জারী

সেবা সমূহ :

* স্কেলিং, পলিশিং * ফিলিং * লাইট কিওর ফিলিং * ক্যাপ, ব্রীজ * দাঁত তোলা * রুট ক্যানেল * স্থায়ী দাঁত বাধানো, নকল দাঁত বাধানো * দুই দাঁতের মাঝের ফাঁকা জায়গা বন্ধকরণ * আঁকা-বাঁকা উঁচু-নিচু ফাকা দাঁতের চিকিৎসা * বাচ্চাদের দাঁতের সকল চিকিৎসা

ডাঃ মোঃ মমিনুল ইসলাম
বি.ডি.এস
পি.জি.টি (ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারী)
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
(বি.এম.ডি.সি. রেজিঃ ৬৮৩২)

রোগী দেখার সময়ঃ
সকাল ৯ থেকে ১২-টা এবং
বিকাল ৪-টা থেকে রাত ৯-টা

যোগাযোগ :
সাত্তার সুপার মার্কেট (২য় তলা)
নওদাপাড়া বাজার, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৩৪২৪৫৫৬৬।

ডাঃ এসনাহার খাতুন
বি.ডি.এস
(রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল)
মুখ ও দন্ত রোগ বিশেষজ্ঞ
(বি.এম.ডি.সি. রেজিঃ ৮১৩৫)

বিশেষ দ্রষ্টব্য : মহিলা ডাক্তার দ্বারা মহিলাদের পর্দার সাথে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন ॥ রাজশাহী

ইসলাম পরিপূর্ণ দ্বীন, এতে কোন কিছুর প্রবেশাধিকার নেই

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

ভবানীগঞ্জ, রাজশাহী ২৫শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার: অদ্য বাদ আছর রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বাগমারা থানাধীন ভবানীগঞ্জের ঐতিহাসিক হেলিপ্যাড ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, দেড় হাযার বছর আগেই আল্লাহ ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণা দিয়েছেন। এতে সংযোজন বা বিয়োজনের কোন সুযোগ নেই। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে বাধা আসবে। এই বাধাকে মোকাবেলা করতে হবে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে। কেননা বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী দ্বারা কখনো কোন সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। আর এটিই হচ্ছে সংগঠন। তিনি বলেন, সমাজে তিন ধরনের আলেম বাস করে। একদল আলেম বিদ'আতের আহ্বায়ক এবং সহযোগী। তাদের কারণেই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষ মানুষের দ্বারা পূজিত হচ্ছে। দ্বিতীয় প্রকার আলেম শিরক ও বিদ'আতের বিরোধী, কিন্তু ভয়ে অথবা স্বার্থে মুখ ফুটে কথা বলে না। এদের কারণে সমাজে শিরক ও বিদ'আত শিকড় গেড়ে বসে আছে। আরেক ধরনের আলেম যারা শিরক ও বিদ'আতের বিরোধী। তারা হকের পক্ষে কথা বলেন। শুধু ঘরে বসে কথা বলেন না, বরং জনমত তৈরী করেন। এদের সংখ্যা কম। কিন্তু এরাই ক্বিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্র নিকটে সবচাইতে প্রিয় বান্দা।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, আহলেহাদীছ ওলামা ও ইমাম সমিতির সহ-সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, মাওলানা মুখলেছুর রহমান (নওগাঁ), জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহফূযুর রহমান, 'আন্দোলন'-এর অফিস সহকারী আনোয়ারুল হক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন, হাফেয রেযাউল করীম ও হাফেয বেলাল। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-আওন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি যিল্লুর রহমান। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আইয়ূব আলী সরকার।

আমীরে জামা'আতের পাঁচদিনব্যাপী ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী সফর

গত ৩রা রামাযান মোতাবেক ৯ই মে বৃহস্পতিবার হ'তে ৭ই রামাযান মোতাবেক ১৩ই মে সোমবার পর্যন্ত ৫দিন ব্যাপী রামাযানের বিশেষ সাংগঠনিক সফরে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী যেলার বিভিন্ন স্থানে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে যোগদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। এসময়ে রাজশাহী থেকে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিস্তারিত রিপোর্ট নিম্নরূপ:

আল্লাহভীরুতা অর্জনের প্রতিযোগিতা করুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ ৩রা রামাযান মোতাবেক ৯ই মে বৃহস্পতিবার: অদ্য বাদ যোহর হ'তে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে কাঞ্চন বাজারস্থ ঐতিহ্যবাহী ভারতচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয় ময়দানে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রামাযানুল মোবারকের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহভীরুতা অর্জন করা। তিনি বলেন, মানুষের সামনে দু'টি পথ খোলা আছে। হয় সে আল্লাহভীরু হবে, না হয় শয়তানের পূজারী হবে। হয় সে জান্নাতের অফুরন্ত নে'মত ভোগ করবে, না হয় জাহান্নামের অনলে দগ্ধীভূত হবে। আর মানুষ যখনই আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে নিজেকে ছিন্ন করে নিবে তখনই সে শয়তানের খপ্পড়ে পড়ে যাবে এবং আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে। সেকারণ সবসময় তাক্বওয়া বা আল্লাহভীরুতার প্রতিযোগিতায় মগ্ন থাকতে হবে। তিনি বলেন, দুনিয়া হ'ল আমাদের জন্য পরীক্ষার ক্ষেত্র। পরীক্ষায় যেমন একজন ছাত্র সর্বাধিক সুন্দর ভাবে খাতায় লেখার চেষ্টা করে যাতে সে ভাল নম্বর পায়, ঠিক তদ্রূপ আমাদেরকেও দুনিয়ার এই পরীক্ষাক্ষেত্রে সুন্দর আমলের মাধ্যমে ভাল ফলাফলের চেষ্টা করতে হবে, যেন পরকালে মুক্তি পাওয়া যায়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ছফিউল্লাহ খাঁন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান।

উল্লেখ্য, রাজশাহী হ'তে বিমান যোগে ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছলে সেখানে আমীরে জামা'আতকে অভ্যর্থনা জানান কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল, নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ডাঃ আ.ন.ম. সাইফুল ইসলাম নাঈম প্রমুখ।

আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করুন!

-জুম'আর খুৎবায় আমীরে জামা'আত

নয়াবাজার, ঢাকা ৪ঠা রামাযান মোতাবেক ১০ই মে শুক্রবার: পুরান ঢাকার নয়াবাজারস্থ বায়তুল মামূর জামে মসজিদে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করুন অর্থাৎ অগ্রিম প্রেরণ করুন। এই ঋণের মধ্যে ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, ছাদাক্বা ইত্যাদি বান্দার যাবতীয় সৎকর্ম অন্তর্ভুক্ত। যার বিনিময়ে পরকালে বহুগুণে বেশী পাওয়া যাবে। আল্লাহ বলেন, 'কে আছ তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, অতঃপর তিনি তার বিনিময়ে তাকে বহুগুণ বেশী প্রদান করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ই রূযী সংকুচিত করেন ও প্রশস্ত করেন। আর তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে' *(বাক্বারাহ ২৪৫)*। আমীরে

জামা'আত বলেন, পবিত্র রামাযান মাস আল্লাহকে সর্বাধিক ঋণ প্রদানের মাস। আমরা ছিয়াম-ক্বিয়াম ও তিলাওয়াত করছি আল্লাহ্র উদ্দেশ্য। দান-ছাদাক্বা করব আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। কেননা রাসূল (ছাঃ) উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল ছিলেন। আর এই রামাযান মাসে তাঁর দানশীলতা অনেক বেড়ে যেত। এমনকি তিনি প্রবাহিত বায়ুর চাইতেও বেশী দান করতেন। অতএব আসুন! আমরা দান-ছাদাক্বা সহ যাবতীয় সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করি।

হিংসা-প্রতিহিংসা বন্ধ করুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

মালিটোলা, ঢাকা ৪ঠা রামাযান মোতাবেক ১০ই মে শুক্রবারঃ একই দিন বাদ আছর ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে পুরানা মোগলটুলী ও মালিটোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি ইফতার মাহফিলে যোগদান করতে পেরে মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন এবং মসজিদ কমিটির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, এই ঢাকা থেকেই 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র সূচনা হয়েছে। মসজিদে মসজিদে আমাদের অবাধ বিচরণ ছিল। 'যুবসংঘে'র দাওয়াতের ফলেই পুরান ঢাকা থেকে শবেবরার ও হালুয়া-রুটির বিদ'আত বিদায় নিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এখন হিংসা-প্রতিহিংসা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, মসজিদে কথা বলাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, মসজিদ দখল করে রেখে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র এই দাওয়াত বন্ধ করা যাবে না। এক মসজিদ বন্ধ হবে তো আরেক মসজিদ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। প্রয়োজনে গাছতলা থেকে হকের দাওয়াত দিয়ে যাবে, তবুও কখনো দাওয়াত বন্ধ হবে না ইনশাআল্লাহ। তিনি বলেন, নামে নয় কাজে পরিচয় দিন। আক্বীদা ও আমল দিয়ে সমাজ সংশোধন করুন। মনে রাখতে হবে সমাজ সংশোধনের ভিত্তি হ'ল তিনটি। পরিশুদ্ধিতা, পরিচর্যা ও জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা। আহলেহাদীছ আন্দোলন নবী-রাসূলদের রেখে যাওয়া উক্ত পদ্ধতিতেই সমাজ সংস্কারে কাজ করে যাচ্ছে।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, বায়তুল মামূর জামে মসজিদ, ঢাকার খতীব শামসুর রহমান আযাদী। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন অত্র মসজিদের মুতাওয়াল্লী ডা. আবু জায়েদ। সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত ও ইসলামী জাগরণী পেশ করেন ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মারূফ। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বংশাল এলাকা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন, যুগ্ম আহ্বায়ক মুহাম্মাদ বাশীর, যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ, প্রচার সম্পাদক মাওলানা শফীকুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ হাসান, 'আল-আওন' ঢাকা যেলার দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মুহসিন আকন্দ, ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জায়েদুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক আরীফুল হক, অর্থ সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ তালহা, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক আব্দুর রহমান প্রমুখ।

অসুস্থ ব্যক্তিদের শয্যাপাশে আমীরে জামা'আতঃ ইফতার মাহফিল শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক বেশ কিছুদিন যাবত মারাত্মক অসুস্থ হাফেয ফযলুর রহমানকে দেখতে বংশালস্থ তার বাসায় গমন করেন। তিনি তার চিকিৎসার খোঁজ-খবর নেন এবং তার সুস্থতার জন্য দো'আ করেন। অতঃপর সেখান থেকে পার্শ্ববর্তী বংশাল মালিবাগ পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদের সেক্রেটারী ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র প্রথম কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব আব্দুস সালাম বিকম কে দেখতে তার বাসায় গমন করেন। আমীরে জামা'আত তার শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নেন এবং তার সুস্থতার জন্য দো'আ করেন। এসময়ে আমীরে জামা'আতের সাথে কেন্দ্রীয় মেহমান ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ছাড়াও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কুরআনী বিধান অনুযায়ী জীবন গঠন করুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

সাভার, ঢাকা ৫ই রামাযান ১১ই মে শনিবারঃ অদ্য বাদ যোহর থেকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার সাভার-আশুলিয়া উপযেলার উদ্যোগে জিরানী পুকুরপাড় ফাতেমা (রাঃ) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ছিয়ামে রামাযানের মূল বিষয় হচ্ছে 'নুযূলে কুরআন'। এ মাসে আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন। আর কুরআনের তিনটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- কুরআন মানব জাতির জন্য হেদায়াত, হেদায়াতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও ফুরক্বান তথা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। সুতরাং কুরআনের অনুকূলে যা করা হবে তার প্রতিদান জান্নাত, আর কুরআনের প্রতিকূলে যা হবে তার পরিণাম জাহান্নাম। আল্লাহ বলেন, 'আমরা মানুষকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এক্ষণে সে হয় শুকুরগুযার বান্দা হবে অথবা কাফের হবে'। পথ মাত্র দু'টি। মধ্যবর্তী কোন পথ নেই। সুতরাং আমাদেরকে সঠিক পথ বেছে নিতে হবে। অতএব আসুন! আমরা কুরআনী বিধান তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ে তুলে জান্নাত লাভে ধন্য হই। আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!!

অত্র মসজিদের মুতাওয়াল্লী আলহাজ্জ মুহাম্মাদ ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ, গাযীপুর যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি হাতেম বিন পারভেজ, ঢাকা-উত্তর যেলা 'যুবসংঘে'র যুগ্ম আহ্বায়ক মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম, সাভার-আশুলিয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক, জয়নাল আবেদীন মাদ্রাসা মানিকগঞ্জের মুহতামিম আব্দুল কুদ্দূছ সালাফী, বেঙ্গল গ্রুপের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার মুহাম্মাদ মাহবূব, পাথালিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মুহাম্মাদ নাসরুল্লাহ, অত্র মসজিদ সংলগ্ন মাদরাসার শিক্ষক মুহাম্মাদ আল-আমীন ও আব্দুল কাদের বিন রমযান আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে অত্র মাদ্রাসার ছাত্র হাফেয মুহাম্মাদ ইয়াসীন, ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুজাহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন সাভার-আশুলিয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আখতারুযযামান।

Contents

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছই অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র মানদণ্ড

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

মাধবদী, নরসিংদী ৬ই রামাযান ১২ই মে রবিবার: অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নরসিংদী যেলার উদ্যোগে নরসিংদী যেলার মাধবদী পৌরসভার বধুসাজ কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, আমরা বাজারে গিয়ে খাঁটি জিনিস তালাশ করি, কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে খাঁটি তালাশ করি না। যত সব ভেজাল দ্বারা ধর্ম পালন করি। অথচ শিরকমুক্ত আক্বীদা ও বিদ'আতমুক্ত আমল ব্যতীত ইবাদত কবুল হবে না। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, জাল ও যঈফ হাদীছের সঙ্গে যেমন ছহীহ হাদীছ এক হ'তে পারে না তেমনি বাতিলে সঙ্গে কখনোই হকের ঐক্য হ'তে পারে না। ঐক্য হবে স্রেফ আদর্শিক। অতএব হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করে নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মেনে চলার জন্য তিনি সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

মাধবদী পৌরসভার মেয়র জনাব মুশাররফ হোসাইন প্রধানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী মুহাম্মাদ আমীনুদ্দীন, মাধবদী এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাজী বাকের হোসাইন, নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুস সাত্তার, বাংলাদেশ দলীল লেখক সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি আলহাজ্জ নূরে আলম ভূইয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে জামে'আ কাসেমিয়ার তাহফীযুল কুরআন বিভাগের ছাত্র মুহাম্মাদ তামীম ইকবাল ও মাধবদী দারুত তাওহীদ ইসলামিক একাডেমীর ছাত্র খালেদ সাইফুল্লাহ। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন দারুত তাওহীদের অধ্যক্ষ মাহমূদুর রহমান। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন, যেলা 'আন্দোলন'-এর যুব বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসাইন।

উল্লেখ্য যে, বাদ যোহর থেকে সেখানে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় নির্দেশনা মোতাবেক বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল ও অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন প্রমুখ। প্রশিক্ষণ পর্বের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসাইন।

ত্রুটিমুক্তভাবে ছিয়াম পালন করুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

আফতাবনগর, ঢাকা ৭ই রামাযান ১৩ই মে সোমবার: অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে আঙ্গারজোড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ছিয়াম অর্থ বিরত থাকা। সুবহে ছাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানাপিনা, যৌনসম্ভোগ ও শরী'আত নিষিদ্ধ কর্ম থেকে বিরত থাকার নাম ছিয়াম। ছিয়াম অবস্থায় যাবতীয় মিথ্যা কথা ও অনুরূপ কর্ম থেকে বিরত থাকতে হয়। নচেৎ ছিয়াম আল্লাহর নিকটে গৃহীত হবে না। অতএব ছিয়ামকে ত্রুটিমুক্ত করার মাধ্যমেই বিগত জীবনের গুনাহ ক্ষমা হওয়া সম্ভব। ত্রুটিযুক্ত ছিয়ামের মাধ্যমে নয়। তিনি সকলকে রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া তরীকায় ছিয়ামসহ সকল ইবাদত করার আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুশাররফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও বায়তুল মামূর জামে মসজিদ, ঢাকার খতীব শামসুর রহমান আযাদী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি শফীকুল ইসলাম, অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন বাগবের উপশহর সিটি জামে মসজিদের খতীব মুহাম্মাদ তাযুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন অত্র মসজিদের মুতাওয়াল্লী মুহাম্মাদ ঈমান আলী, সেক্রেটারী মুহাম্মাদ মকবূল হোসাইন ও মুতাওয়াল্লীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ ইয়াসীন আলী প্রমুখ।

ইসলামী সম্মেলন

উযীরপুর, বরিশাল, ৫ই এপ্রিল শুক্রবার: অদ্য বাদ আছর যেলার উযীরপুর থানাধীন যুগীহাটি বায়তুন নূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে বরিশাল-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন' ও মসজিদ কমিটির যৌথ উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের উপদেষ্টা মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন হাওলাদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আহলেহাদীছ ওলামা ও ইমাম সমিতির সহ-সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, বরিশাল-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইবরাহীম কাউছার সালাফী, সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুস সালাম, মসজিদ আস-সালাফী বরিশালের খত্বীব মাওলানা এনায়েত হোসাইন, শোলক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম ও যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক আমীনুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি কায়েদ মুহাম্মাদ ইমরান।

সোহাগদল, পিরোজপুর ৬ই এপ্রিল শনিবার: অদ্য বাদ আছর যেলার স্বরূপকাঠি থানাধীন সোহাগদল দারুস সালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে যেলা 'আন্দোলন' ও মসজিদ কমিটির যৌথ উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির সভাপতি শাহআলম বাহাদুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর-১ এর সাবেক এমপি অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ শাহ আলম। কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আহলেহাদীছ ওলামা ও ইমাম সমিতির সহ-সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, আদর্শবয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা রফীকুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহবূব আলম প্রমুখ। কুরআন তেলাওয়াত করেন অত্র মসজিদের ইমাম হাফেয ফাইযুল্লাহ। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি তাওহীদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাহবূব হাসান মুরাদ।

Contents

তপসীডাঙ্গা, যশোর ২৬শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর উপযেলাধীন তপসীডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর সদর উপযেলার উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আবুল খায়ের, অর্থ সম্পাদক জনাব আব্দুল আযীয, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি তরীকুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন বগুড়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন, যশোর সদর উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ছাব্বির হোসাইন ও সাংগঠনিক সম্পাদক আয়ায রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক রায়হানুদ্দীন। উল্লেখ্য, একই দিন যশোর শহরস্থ আল্লাহর দান জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় মেহমান জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

মসজিদ উদ্বোধন

কুমিল্লা, ১৯শে এপ্রিল শুক্রবার: অদ্য জুম'আর ছালাতের মধ্যদিয়ে যেলা শহরের শাসনগাছাস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্স-এর নির্মাণাধীন নতুন মসজিদ উদ্বোধন করা হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। খুৎবায় তিনি অত্র মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণে দাতা ও সহযোগী সকলের জন্য দো'আ করেন ও মসজিদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। জুম'আ পরবর্তী আলোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও উক্ত কমপ্লেক্স পরিচালনা কমিটির সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, কমপ্লেক্স পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারী মাওলানা শফীকুর রহমান সরকার, সদস্য আব্দুর রহমান, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ও কমপ্লেক্স পরিচালনা কমিটির সদস্য মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, নির্মাণাধীন নতুন মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রজেক্ট বাস্তবায়নের মূল উদ্যোক্তা ও সহযোগী জনাব মাওলানা আবুল হাশেম ও মসজিদ কমিটির ক্যাশিয়ার ও নির্মাণ কাজের মূল তদারককারী মুহাম্মাদ হারেছ মিঁয়া। এসময় মসজিদ কমিটির সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ সুরূজ মিয়া ও সহ-সভাপতি তোফাযযল হোসাইন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ

মেহেরপুর ২২শে এপ্রিল সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে সদর থানাধীন গোভীপুর আহলেহাদীছ মসজিদে দিনব্যাপী এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মেহের সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আযীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক ফয়সাল মাহমূদ।

কর্মী সম্মেলন

আফতাবনগর, ঢাকা ২৬শে এপ্রিল শুক্রবার: অদ্য সকাল ১০-টা হ'তে আঙ্গারজোড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, আফতাবনগরে ঢাকা যেলা 'আন্দোল'ন-এর উদ্যোগে দিনব্যাপী এক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন' এর সহ-সভাপতি মুশাররফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মারূফ, যেলা 'আল-আওন'-এর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মুহাম্মাদ ইমরান, বংশাল এলাকা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন, হাফেয জাহিদ নোমান, তাজুল ইসলাম ও আব্দুল হালীম প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলে যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ ইয়াসীন। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় মেহমান অত্র মসজিদে জুমআর খুৎবা প্রদান করেন।

আত-তাহরীক টিভি-র শুভ উদ্বোধন

রাজশাহী ৭ই মে ১লা রামাযান মঙ্গলবার: প্রিন্ট মিডিয়ার পাশাপাশি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের দোরগোড়ায় বিশুদ্ধ ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে অনলাইন ভিত্তিক টিভি চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি'-র শুভ উদ্বোধন করা হয়। অদ্য দুপুর দুইটায় মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণ সম্প্রচারের মাধ্যমে এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হ'ল। ফালিল্লা-হিল হাম্দ। এর আগে গত ৩০শে এপ্রিল মারকাযে অনুষ্ঠিত তা'লীমী বৈঠকে আমীরে জামা'আত আত-তাহরীক টিভির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন এবং আত-তাহরীক টিভি-র অস্থায়ী স্টুডিও পরিদর্শন করেন। আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা বিভাগে ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব, গবেষণা সহকারী ও মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, রাজশাহী-সদর যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামাআত বলেন, আত-তাহরীক টিভি-র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমরা দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, রাজশাহীর স্টুডিও থেকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। খুলনা এম.এম. সিটি কলেজে ছাত্র থাকা অবস্থায় ১৯৭৪ সালে 'আঞ্জুমানে শুব্বানে আহলেহাদীছ' অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং তার আলোকে পরিশুদ্ধিতা, পরিচর্যা ও জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের প্রতিজ্ঞা নিয়ে ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর রাজশাহী থেকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যে মহতী আন্দোলন শুরু করে, আজ তারই একটি নতুন পদক্ষেপ হ'ল 'আত-তাহরীক টিভি'। ১৪৪০ হিজরীর রামাযানুল মুবারকের শুভক্ষণে আল্লাহ্র রহমতের পশরা লাভের গভীর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমরা 'আত-তাহরীক টিভি'র শুভ যাত্রায়

আপনাদের প্রাণখোলা দো'আ কামনা করছি। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে এবং মানুষকে আল্লাহ্র পথে ধরে রাখার জন্য বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নতুন পদক্ষেপ হিসাবে 'আত-তাহরীক টিভি'-কে আল্লাহ কবুল করুন এবং সংগঠনের সকল পর্যায়ের সাথী ও কর্মীবৃন্দ সহ এর পরিচালনা পরিষদ, ব্যবস্থাপনা পরিষদ, উপস্থাপক ও আলোচকদের সবাইকে স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পূর্ণ ইখলাছের সাথে স্ব স্ব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের তাওফীক দান করুন এই দো'আ করি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল কর-আমীন!

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

খুলনা ২৬শে মার্চ মঙ্গলবার হ'তে ২৯শে মার্চ শনিবার: 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ গত ২৬শে মার্চ বাদ যোহর যেলার দাকোপ থানাধীন সুন্দরবন সংলগ্ন সুতারখালী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ আছর উত্তর কালাবগী (তাওহীদ ট্রাষ্ট নির্মিত) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব দক্ষিণ-পশ্চিম কালাবগী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ২৭শে মার্চ বুধবার বেলা সাড়ে ১১-টায় চালনা বাজারস্থ খান মার্কেট মামুন গার্মেন্টস, বাদ মাগরিব তেরখাদা থানাধীন জোনারী দক্ষিণপাড়া (তাওহীদ ট্রাষ্ট নির্মিত) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ২৮শে মার্চ বৃহস্পতিবার বাদ ফজর জোনারী উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ যোহর নাচুনিয়া চরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ আছর নাচুনিয়া পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব নাচুনিয়া পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ২৯শে মার্চ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭-টায় নাচুনিয়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ আছর হাঁড়িখালি নলামার (তাওহীদ ট্রাষ্ট নির্মিত) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব কোদলা-কুমারীডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা গাযীপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাবলীগী সফর করেন। উল্লেখ্য, তেরখাদা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তিনি জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। উক্ত সফর সমূহে কেন্দ্রীয় মেহমানের সফরসঙ্গী ছিলেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলী আকবর ও তেরখাদা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুর রহীম, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফিরোয আহমাদ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা লিয়াকত আলী খান প্রমুখ।

বাগেরহাট ৩০শে মার্চ শনিবার হ'তে ২রা এপ্রিল মঙ্গলবার : গত ৩০শে মার্চ হ'তে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ বাগেরহাট যেলার বিভিন্ন এলাকায় তাবলীগী সফর করেন। ৩০শে মার্চ বাদ এশা তিনি যেলার মোল্লাহাট থানাধীন উদয়পুর-উত্তরকান্দি দারুল হাদীছ সালাফিইয়া মাদরাসা মসজিদে; ১লা এপ্রিল সোমবার বাদ আছর গাড়ফা আহলেহাদীছ মসজিদে, বাদ মাগরিব ভান্ডারখোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ; ২রা এপ্রিল বাদ ফজর ভান্ডারখোলা পুরাতন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ যোহর সারুলিয়া উত্তর পাড়া (তাওহীদ ট্রাষ্ট নির্মিত) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব নাশুখালী বাজার (তাওহীদ ট্রাষ্ট নির্মিত) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা ঘাটবিলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাবলীগী সফর করেন। উক্ত সফর সমূহে কেন্দ্রীয় মেহমানের সঙ্গে ছিলেন মোল্লাহাট উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক রহমতুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ আবূদাঊদ প্রমুখ।

পিরোজপুর ৩রা এপ্রিল বুধবার হ'তে ৭ই এপ্রিল রবিবার : ৩রা এপ্রিল বুধবার বাদ আছর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ যেলার সদর থানাধীন কদমতলা একপাইজুয আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় যোগদান করেন। পরদিন ৫ই এপ্রিল শুক্রবার নেছারাবাদ থানাধীন সোহাগদল দারুসসালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তিনি জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। অতঃপর ৭ই এপ্রিল রবিবার সকাল সাড়ে ৮-টায় যেলার কাউখালী থানাধীন কাউখালী বাজারস্থ মাওলানা সাখাওয়াত হোসাইন-এর ইউনানী দাওয়াখানায় অনুষ্ঠিত তাবলীগী সভায় যোগদান করেন। এ সময়ে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন আহলেহাদীছ ওলামা ও ইমাম সমিতির সহ-সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল।

মারকায সংবাদ

দাখিল পরীক্ষার ফলাফল

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী : বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ২০১৯ সালের দাখিল পরীক্ষায় এ বছর মোট ৪৯ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ২৮ জন ছাত্র ও ২১ জন ছাত্রী। ছাত্রদের মধ্যে ১৩ জন জিপিএ ৫ (A+), ১২ জন জিপিএ ৪.৫০-৪.৯৯ (A) এবং ১ জন জিপিএ ৪.০০-৪.৪৯ (A-) এবং ১ জন জিপিএ ২.০০-২.৯৯ (C) গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। ছাত্রীদের মধ্যে ৯ জন জিপিএ ৫ (A+), ১১ জন জিপিএ ৪.৫০-৪.৯৯ (A) এবং ১ জন জিপিএ ৪.০০-৪.৪৯ (A-) গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। এদের মধ্যে গোল্ডেন (A+) প্রাপ্ত ৪ জন শিক্ষার্থী হ'ল- (১) ছফিউর রহমান নাঈম (রাজশাহী), (২) তামীম ফায়ছাল (রাজশাহী), (৩) মীযাহ মাহিয়া (রাজশাহী), (৪) মুস্তাক্বীমা মা'রূফা মুন (দিনাজপুর)।

দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ্, বাঁকাল, সাতক্ষীরা : এ বছর দাখিল পরীক্ষায় ২৩ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১৯ জন জিপিএ ৪.৫০-৪.৯৯ (A) ও ৪ জন জিপিএ ৪.০০-৪.৪৯ (A-) গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

অভিভাবক সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

চট্টগ্রাম ২রা মে'১৯ বৃহস্পতিবার: অদ্য বাদ মাগরিব নগরীর উত্তর পতেঙ্গাস্থ স্টীল মিল বাজার সংলগ্ন মধ্যম হোসেন আহম্মদ পাড়া 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী চট্টগ্রামে' সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অভিভাবক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম, 'আল-হেরা' শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট), রমযান আলী (রাজশাহী), আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও হাফেয ওয়াহীদুযযামান (কুমিল্লা)। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক হাফেয শফীকুল ইসলাম। অভিভাবকদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ, গাযী নূরুল ইসলাম ও সুমন মিঁয়া। ছাত্রদের মধ্য থেকে আক্বীদা বিষয়ে বক্তব্য, অর্থসহ হাদীছ পাঠ ও কুরআন তেলাওয়াত পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আলমগীর হোসাইন।

যুবসংঘ

তাবলীগী সভা

নামোশংকরবাটি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৫শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সদর উপযেলাধীন নামোশংকরবাটি বড়িপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ

যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর উপযেলার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইয়াসীন আলী, সাহিত্য ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক খায়রুল ইসলাম, সদর উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ওবায়দুল্লাহ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মালেক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন সদর উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক এমদাদুল হক।

প্রশিক্ষণ

ষষ্টিতলা, যশোর ১৮ ও ১৯শে এপ্রিল বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলা সদরের টাউন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী যেলা ও উপযেলা কর্মপরিষদ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাফেয তরীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, ঢাকার মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব ও আহলেহাদীছ ওলামা ও ইমাম সমিতির কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম। এতে অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বযলুর রশীদ, সেক্রেটারী মাওলানা মুনীরুয্যামান, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাফেয তরীকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহীম, সাংগঠনিক সম্পাদক ওবায়দুর রহমান, অর্থ সম্পাদক ছাব্বির হোসাইন, প্রচার সম্পাদক শাহীনুর রহমান প্রমুখ। উক্ত প্রশিক্ষণে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক আলহাজ্জ আব্দুল আযীয ও শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন সহ-সভাপতি আলহাজ্জ আবুল খায়ের। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করেন আয়ায রহমান, মুহাম্মাদ বখতিয়ার, ওবায়দুর রহমান এবং জাগরণী পরিবেশন করেন যেলা 'যুবসংঘে'র প্রশিক্ষণ সম্পাদক তুরাব আলী। উল্লেখ্য যে, ড. নূরুল ইসলাম উক্ত মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

তানোর, রাজশাহী ২১শে এপ্রিল রবিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার তানোর উপযেলাধীন গুবীরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' তানোর উপযেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' তানোর উপযেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা, প্রচার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আফাযুদ্দীন, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম এবং রাজশাহী-সদর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ নাজীদুল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন রাজশাহী-পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ রেযাউল করীম।

মহিলা সংস্থা

মহিলা সমাবেশ

পিরোজালী, গাযীপুর ১৯শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর উপযেলাধীন পিরোজালী হাটখোলা পাড়াস্থ জনাব মুহাম্মাদ মীযানুর রহমানের বাড়ীতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাযীপুর যেলার উদ্যোগে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি হাতেম বিন পারভেয ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম। উক্ত সমাবেশে অর্ধ শতাধিক মহিলা উপস্থিত ছিলেন এবং তারা পর্দার আড়ালে বসে আলোচনা শ্রবণ করেন। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় মেহমান একই দিন বাদ ফজর সরকারবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সংক্ষিপ্ত দরস পেশ করেন এবং ডগরী নয়াপাড়া রেনেটা ঔষধ কোম্পানীর কারখানা সংলগ্ন আহলেহাদীছ মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

আল-'আওন

সাব্গ্রাম, বগুড়া ১লা এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের সাব্গ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা আল-'আওনের উদ্যোগে রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ক্যাম্পিংয়ে উপস্থিত ছিলেন যেলা আল-'আওনের সভাপতি ফরহাদ আল-কবীর, অর্থ সম্পাদক মীযানুর রহমান, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আল-আমীন প্রমুখ। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৯৮ জনের বাড গ্রুপিং ও ৫৮ জন সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

মোমিনপুর, রংপুর ১৪ই এপ্রিল রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন মোমিনপুরে যেলা আল-'আওনের উদ্যোগে রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সমাজকল্যাণ সম্পাদক আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ক্যাম্পিংয়ে উপস্থিত ছিলেন যেলা আল-'আওনের সভাপতি আবুল বাশার। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ১০১ জনের বাড গ্রুপিং ও ৪০ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

বাগডোব, মহাদেবপুর, নওগাঁ ১৭ই এপ্রিল বুধবার : অদ্য সকাল ১০-টায় নওগাঁ যেলার মহাদেবপুর থানার অন্তর্গত আহলেহাদীছ মসজিদ প্রাঙ্গনে আল-'আওন এর সদস্য সংগ্রহ ও ব্লাড গ্রুপিং করা হয়। যেলা আল-'আওন এর সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ শাহিনুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ক্যাম্পিংয়ে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ২০ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ২৫ জন রক্ত দাতা সদস্য সংগ্রহ করা হয়।

যেলা কমিটি গঠন

মাদারবাড়িয়া, দোগাছী, পাবনা ৫ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ১২-টায় যেলার সদর থানাধীন মাদারবাড়িয়ায় যেলা আল-'আওনের উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক আফতাবুদ্দীন ও যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক শাহীনুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ডা. ইকবালকে সভাপতি ও ডা. মুন'ঈমকে সাধারণ সম্পাদক করে আল-'আওন পাবনা যেলার ২০১৯-২১ সেশনের ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

Contents

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব-এর পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা বিভাগের পরিচালক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেছেন। গত ৫ই মে ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত রাবির ৪৯০তম সিন্ডিকেট সভায় তাঁর এই ডিগ্রি অনুমোদিত হয়। তাঁর পিএইচ.ডি. থিসিসের শিরোনাম ছিল 'ইসলামী শরী'আতে হাদীছের গুরুত্ব ও প্রামাণিকতা : একটি পর্যালোচনা'। তাঁর গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ রুহুল আমীন এবং পরীক্ষক ছিলেন আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সুন্নী থিওলজী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ মাহবূবুর রহমান এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আফায উদ্দীন। তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি সকলের দো'আপ্রার্থী।

মৃত্যু সংবাদ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর পরিচালনা কমিটির সাবেক সেক্রেটারী আলহাজ্জ মুহাম্মাদ ছিয়ামুদ্দীন মাষ্টার (৮৬) গত ২০শে এপ্রিল দুপুর ২-টা ১৫ মিনিটে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৭ ছেলে ও ১ মেয়েসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। ঐদিন বাদ এশা আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর পশ্চিম পার্শ্বস্থ ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাত পূর্ব সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মুহতারাম আমীরে জামাআত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** মারকায প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় প্রথমদিকে তার অবদানের কথা স্মরণ করেন এবং তার মাগফিরাতের জন্য দোআ করেন। অতঃপর অছিয়ত অনুযায়ী মারকাযের সাবেক প্রিন্সিপাল আব্দুস সামাদ সালাফী জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন। জানাযায় 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' সংগঠনের দায়িত্বশীল, সুধী, মাদরাসার শিক্ষক-ছাত্র ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী যোগদান করেন। অতঃপর তাকে পার্শ্ববর্তী কালুর মোড়স্থ পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। উল্লেখ্য যে, তিনি ১৯৩৪ সালের ৬ই জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৬-১৯৭৮ সাল পর্যন্ত নওদাপাড়া হামিদপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন।

[আমরা মাইয়েতের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হওয়ার পর শুরু হয় সমালোচনার ঝড়। জঙ্গী সদস্য শনাক্তকরণের কয়েকটি নিয়ামকের সাথে অনেকে একমত পোষণ করলেও অধিকাংশ নিয়ামক সমূহ বিশ্বের সকল মুসলমানের মধ্যে বিদ্যমান আছে বলে তারা মনে করেন। পাশাপাশি এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়া হয়েছে বলে তারা দাবি করেন। তারা এই বিজ্ঞাপনের তীব্র প্রতিবাদ জানান।

আমাদের বক্তব্য :

বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত ১৯+৪ মোট ২৩টি পয়েন্টের মধ্যে ৬টি বিষয়ে আমাদের তীব্র আপত্তি রয়েছে। সেগুলি হ'ল ১/চ, ঝ, ঞ, ট, থ, দ। কারণ এগুলি বিশুদ্ধ ইসলামের সাথে সম্পর্কিত। ইসলাম তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে দীপ্যমান। যুগে যুগে প্রচলিত কুফরী আদর্শ, শিরকী ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজের সাথে প্রকৃত ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই। তাই জাতিকে বিশুদ্ধ ইসলামের দিকে আহ্বান করা ও সেদিকে সমাজকে পরিচালিত করা যেকোন নিষ্ঠাবান ও সচেতন মুসলমানের উপর অপরিহার্য কর্তব্য। তাই সরকারের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হ'ল জনগণকে প্রকৃত ইসলাম শিক্ষা দেওয়া এবং তরুণ ছাত্র ও যুব সমাজকে ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদা অনুযায়ী গড়ে তোলা। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' তাদের সীমিত শক্তি নিয়ে সেই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে মাত্র। এর অর্থ এটা নয় যে, জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে তারা সমর্থন করে। কারণ এগুলির সাথে বিশুদ্ধ ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই। বাংলাদেশের সংবিধানের ৪১ (ক) ধারা অনুযায়ী 'প্রত্যেক নাগরিকের যেকোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে' (খ) 'প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে'।

বস্তুতঃ উগ্রপন্থার সাথে প্রকৃত সালাফীদের কোন সম্পর্ক পূর্বেও ছিল না, আজও নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না। প্রকৃত আহলেহাদীছগণ ইসলামের ব্যাপারে যেমন কোনরূপ শৈথিল্যবাদকে প্রশ্রয় দেন না, তেমনি কোনরূপ চরমপন্থা অবলম্বনকে সমর্থন করেন না। তারা সর্বদা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে থাকেন। নানাবিধ শিরক ও বিদ'আতের বিরোধিতা করা, বাহ্যিকভাবে ছালাতে রাফউল ইয়াদায়েন করা, ছালাত ও ছালাতের বাইরে টাখনুর উপরে কাপড় রাখা এবং যুবকদের দাড়ি-টুপি দেখে বা নারীদের বোরকা-নেকাব দেখে যেন কেউ ধোঁকা না খান। কারণ এগুলি বিশুদ্ধ ইসলামের নিদর্শন। বরং এটাই সত্য যে, জঙ্গীবাদীরা হ'ল খারেজী মতবাদের অনুসারী। যারা কবীরা গোনাহগার মুসলমানদের 'কাফের' বলে ও তাদের রক্ত হালাল মনে করে। সেকারণ বহুবিধ ইসলাম পরিপন্থী কর্মকাণ্ডের জন্য তারা সরকারকে 'তাগূত' বলে এবং সরকারের প্রতি সর্বদা আগ্রাসী মনোভাব পোষণ করে থাকে। অতএব এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, ইসলামের বিশুদ্ধ আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্যই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের অংশ হিসাবে প্রকৃত আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে নানাভাবে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। উপরোক্ত বিজ্ঞাপনটি তারই একটি অংশ মাত্র। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি।

আমরা মনে করি বহু অর্থ ব্যয়ে উক্ত বিজ্ঞাপন প্রচারের পিছনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রের হাত রয়েছে। সরকারের কর্তব্য হবে তাদের খুঁজে বের করে দেশকে অশান্ত করার চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেওয়া এবং কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী কর্মকাণ্ড সমূহ হ'তে বিরত থাকা। নইলে সরকারই প্রশ্নবিদ্ধ হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩২১) : বিখ্যাত ছূফী দার্শনিক ইবনুল আরাবী ও তাঁর আক্বীদা সম্পর্কে জানতে চাই।

-আফীফা হোসেন, নিমতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (৫৫৮-৬৩৮ হিঃ) একজন প্রসিদ্ধ ছূফী সাধক ও দার্শনিক ছিলেন। যিনি স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন এবং দামেশকে মৃত্যুবরণ করেন। ছূফীদের নিকট তিনি ‘আশ-শায়খুল আকবার’ নামে খ্যাত। ইয়ামনের বিখ্যাত দানবীর হাতেম তাঈ তাঁর পূর্বপুরুষ হওয়ায় ‘আত-তাঈ’ উপনামেও তার প্রসিদ্ধি রয়েছে। তাঁর আক্বীদা ছিল কুফরীতে পূর্ণ। সেজন্য তৎকালীন বহু ওলামায়ে কেরাম তাকে ‘কাফের’ বলে ফৎওয়া দিয়েছেন। তিনি হুলূল ও ইত্তেহাদে বিশ্বাসী ছিলেন। অর্থাৎ বান্দার আত্মা আল্লাহ্‌র পরমাত্মার মধ্যে প্রবেশ করে। অতঃপর সেটি আল্লাহ্‌র অংশ হয়ে যায়। আর সেখান থেকেই চালু হয়েছে ‘যত কল্লা তত আল্লাহ’। এটাকে ‘ওয়াহদাতুল উজূদ’ বা অদ্বৈতবাদী দর্শন বলে। ‘হুলূল’-এর পরবর্তী পরিণতি হ’ল ‘ইত্তেহাদ’। যার অর্থ হ’ল আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া। অতঃপর স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক হয়ে যাওয়া। এই দর্শনমতে অস্তিত্ব জগতে যা কিছু দৃশ্যমান, সবই একক এলাহী সত্তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এই আক্বীদার অনুসারী ছূফীরা স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য করে না।

তাদের মতে সৃষ্টজীব সবই স্রষ্টার অংশ। নবুঅত অপেক্ষা বেলায়াত শ্রেষ্ঠ, যা তারা লাভ করে বলে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে, মারেফতাপন্থীরা আল্লাহকে দেখতে পায়। অথচ স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)ও আল্লাহকে দেখেননি। তারা মনে করে, আল্লাহ্‌র দর্শন নারীরা বেশী পায়। আর বিবাহের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে *(নাঊযুবিল্লাহ)*। এদের মতে, মূসা (আঃ)-এর সময়ে যারা বাছুর পূজা করেছিল, তারা মূলতঃ আল্লাহকে পূজা করেছিল। তাদের মতে, ফেরাঊন পূর্ণ ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করেছিল। কারণ তাদের দৃষ্টিতে সবই আল্লাহ। আল্লাহ আরশে নন, বরং সর্বত্র ও সবকিছুতে বিরাজমান। অতএব মানুষের মধ্যে মুমিন ও মুশরিক বলে কোন পার্থক্য নেই। যে ব্যক্তি মূর্তিপূজা করে বা গাছ, পাথর, মানুষ, তারকা ইত্যাদি পূজা করে, সে মূলতঃ আল্লাহকেই পূজা করে’ *(দ্রঃ ইবনুল আরাবী রচিত আল-ফুতূহাতুল মাক্কিয়াহ ২/৬০৪; আল-ফুছূছুল হিকাম ১/৭৬-৭৭,৮৩, ১৯১-১৯৫, ২১৭; যাখায়েরুল আ‘লাক্ব শরহ তারজুমানুল আশওয়াক্ব ১/৩৮-৩৯)*।

বস্তুতঃ এই আক্বীদার সাথে হিন্দুদের ‘সর্বেশ্বরবাদ’ আক্বীদার তেমন কোন পার্থক্য নেই। তৃতীয় শতাব্দী হিজরী থেকে চালু হওয়া এই সকল কুফরী আক্বীদার অন্যতম প্রচারক হ’লেন মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী।বর্তমানে এই আক্বীদাই মা’রেফাতপন্থী ছূফীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এদের দর্শন হ’ল, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যকার সম্পর্ক এমন হ’তে হবে যেন উভয়ের অস্তিত্বের মধ্যে কোন ফারাক না থাকে।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, হাফেয যাহাবী, আবু যুর‘আ ইরাক্বী, ইবনু খালদূন, আলাউদ্দীন বুখারী, ইযযুদ্দীন আব্দুস সালাম, তাক্বীউদ্দীন সুবক্বী, তাক্বীউদ্দীন ফাসী, আবু হাইয়ান আন্দালুসী, হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, সিরাজুদ্দীন বালক্বীনী, সাখাভী, তাফতাযানী, জুরজানী, মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী সহ বহু বিদ্বান তার ‘ফুছূছুল হিকাম’ ও ‘ফুতূহাতে মাক্কীয়াহ’ বইয়ে লিখিত কুফরী আক্বীদা সমূহের কারণে তাকে কাফির, পথভ্রষ্ট, মূর্খ, মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিস্কৃত, চিরস্থায়ী জাহান্নামী ইত্যাদি বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন’ *(দ্র. তাক্বীউদ্দীন আল-ফাসী, আক্বীদাতু ইবনে ‘আরাবী ওয়া হায়াতুহ; সাখাভী, আল-ক্বাউলুল মুনাব্বী আন তারজুমাতে ইবনুল আরাবী প্রভৃতি)*।

বস্তুতঃ ইসলামী আক্বীদার সাথে মা’রেফাতের নামে প্রচলিত ছূফীবাদী আক্বীদার কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম ও প্রচলিত ছূফীদর্শন সরাসরি সাংঘর্ষিক। ছূফীবাদের ভিত্তি হ’ল কথিত আউলিয়াদের স্বপ্ন, কাশ্‌ফ, মুরশিদের ধ্যান ও ফয়েয ইত্যাদির উপর। পক্ষান্তরে ইসলামের ভিত্তি হ’ল আল্লাহ প্রেরিত ‘অহি’ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর। ছূফীদের আবিষ্কৃত তরীকা সমূহ তাদের কপোলকল্পিত। এর সাথে কুরআন, হাদীছ, ইজমায়ে ছাহাবা, ক্বিয়াসে ছহীহ কোন কিছুরই দূরতম সম্পর্ক নেই। ছূফীদের ইমারত খৃষ্টানদের বৈরাগ্যবাদের উপরে দণ্ডায়মান। ইসলাম যাকে প্রথমেই দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে *(হাদীদ ২৭; দ্র. দরসে কুরআন, মা’রেফতে দ্বীন, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৯৯)*।

সুতরাং ছূফীদের মধ্যে যারা হুলূল ও ইত্তেহাদ তথা কুফরীর পর্যায়ভুক্ত অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী আক্বীদা পোষণ করে এবং সেমতে আমল করে- সেসব ইমামের পিছনে জেনেশুনে ছালাত আদায় করা সিদ্ধ হবে না।

প্রশ্ন (২/৩২২) : জনৈক বক্তা বলেন, ‘যে ব্যক্তি সকালে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করবে, আল্লাহ তার জন্য সত্তর হাযার ফেরেশতা নিয়োগ করবেন যারা বলবে, ‘হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষাৎকারী ও সাক্ষাৎকৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা কর’। উক্ত হাদীছের বিশুদ্ধতা জানতে চাই।

-আব্দুল হান্নান, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : উক্ত শব্দে বর্ণিত হাদীছের কোন ভিত্তি নেই। তবে কাছাকাছি মর্মে একাধিক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি তার কোন অসুস্থ মুসলমান ভাইকে দেখতে গেলে সে না বসা পর্যন্ত জান্নাতের খেজুর পাড়ার স্থান দিয়ে চলতে থাকে। অতঃপর সে বসলে আল্লাহ্‌র রহমত তাকে বেষ্টন করে ফেলে। সে সকালে তাকে দেখতে গেলে সত্তর হাযার ফেরেশতা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দো‘আ করে। আর সন্ধ্যাবেলা দেখতে গেলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাযার ফেরেশতা তার জন্য দো‘আ করে’ *(ইবনু মাজাহ হা/১৪৪২; আহমাদ হা/৬১২; ছহীহাহ হা/১৩৬৭)*।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'ল, যে অন্য গ্রামে থাকে। আল্লাহ তা'আলা রাস্তায় তার অপেক্ষায় একজন ফেরেশতাকে বসিয়ে দেন। অতঃপর যখন সে সেখানে পৌঁছল, ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যেতে চাও? সে বলল, ঐ গ্রামে আমার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে। ফেরেশতা বলল, তার কাছে তোমার কি কোন পাওনা আছে, যা তুমি আনবে? সে বলল, না। আমি শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তাকে ভালোবাসি। তখন ফেরেশতা বলল, আমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমার কাছে প্রেরিত হয়েছি। তিনি তোমাকে এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তোমাকে অনুরূপ ভালোবাসেন, যেরূপ তুমি তাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ভালোবেসেছ' *(মুসলিম হা/২৫৬৭; মিশকাত হা/৫০০৭)*।

প্রশ্ন (৩/৩২৩) : জনৈক মৃত ব্যক্তি ধার্মিক হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্নভাবে অনেক অবৈধ সম্পদের মালিক ছিলেন। তার মেয়েরাও ধার্মিক। এক্ষণে তার কোন মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয হবে কি?

-মাসঊদ আলম, লালমণিরহাট।

উত্তর : এরূপ মেয়েদের বিবাহ করায় কোন দোষ নেই। বরং ধার্মিক মনে করলে তাদেরকেই বিবাহ করতে হবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩০৯০)*। অবৈধ সম্পদ উপার্জনের জন্য পিতা দায়ী হবেন, সন্তানরা নয় *(আন'আম ৬/১৬৪)*।

প্রশ্ন (৪/৩২৪) : বাচ্চাদের খাৎনা করার সময় আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে খাওয়ার অনুষ্ঠান করা যাবে কি?

-আলতাফ হোসেন, তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : নবী করীম (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে খাৎনার জন্য কোন অনুষ্ঠান করার প্রমাণ ছহীহ হাদীছে পাওয়া যায় না। ওছমান বিন আবুল 'আছ ছাক্বাফী (রাঃ)-কে একটি খাৎনার অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া হ'লে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় খাৎনার অনুষ্ঠানে যেতাম না এবং এজন্য আমাদের দাওয়াতও দেওয়া হ'ত না *(ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ৭/২৮৬)*।

তবে এক মুসলিমের উপর অন্য মুসলিমের জন্য ছয়টি কর্তব্য রয়েছে। যার অন্যতম হ'ল যখন সে দাওয়াত দেয়, তা কবুল করা' *(তিরমিযী হা/২৭৩৭ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৪৬৩০)*। উক্ত হাদীছের আলোকে পরবর্তী বিদ্বানগণ খাৎনা বা অনুরূপ শরী'আতসম্মত উপলক্ষে নিকটাত্মীয়দের দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এতে আড়ম্বর প্রকাশ করা, আলোকসজ্জা করা বা অপব্যয় করা ইত্যাদি পরিহার করতে হবে। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'খাৎনা উপলক্ষে দাওয়াত করা জায়েয। যার ইচ্ছা হয় করবে, আর যার ইচ্ছা বর্জন করবে' *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/২০৬)*। ইবনু কুদামাহ বলেন, 'বিবাহের ওয়ালীমা ছাড়া খাৎনা ও অন্যান্য সকল দাওয়াতের বিধান হ'ল তা মুস্তাহাব। কেননা এতে খাদ্য খাওয়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে। আর এই ধরনের দাওয়াত গ্রহণ করাও মুস্তাহাব। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে খাৎনা অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া হ'লে তিনি কবুল করে খাবার গ্রহণ করেন' *(ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ৭/২৮৬; মারদাভী, আল-ইনছাফ ৮/৩২০-২১)*। ইমাম শাফেঈ ও ইমাম নববী (রহঃ) প্রমুখ খাৎনার দাওয়াতকে বৈধ বলে উল্লেখ করেছেন *(কিতাবুল উম্ম ৬/১৯৫; রাওযাতুত ত্বালেবীন ৭/৩৩৩)*। শায়খ বিন বায সহ সমকালীন বিদ্বানগণ বলেন, এ ধরনের অনুষ্ঠানে দোষ নেই। কেননা খাৎনা শরী'আতসম্মত বিষয়সমূহের অন্যতম। আর আল্লাহ্র শুকরিয়ার্থে এতে খাবার প্রস্তুত করায় কোন বাধা নেই' *(ফাতাওয়া আল-কাবীর; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/১৪২)*। তবে এজন্য বাড়াবাড়ি করা যাবে না। যেমন সুন্নাতে খাৎনা অনুষ্ঠানের জন্য তোরণ নির্মাণ, কার্ড ছাপিয়ে দাওয়াত প্রদান, উপহার সামগ্রী প্রদান, কেউ দাওয়াতে বাদ পড়লে সম্পর্কচ্ছেদ ইত্যাদি কুসংস্কার সমূহ অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

প্রশ্ন (৫/৩২৫) : পুরুষদের জন্য চুল লম্বা রাখা ও বেনী করাতে কোন বাধা আছে কি?

-হামদান, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তর : পুরুষদের মাথার চুল খাটো এবং নারীদের মাথার চুল লম্বা, এটাই হ'ল মানুষের স্বভাবগত বিধান। এর বিপরীতে বর্তমান যুগে যুবকদের মধ্যে হিপ্পীদের ন্যায় নানা কাটিংয়ের চুল দেখা যায়। একইভাবে নারীদের মধ্যেও বব কাটিং তথা চুল খাটো করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যা ইসলামে স্বীকৃত নয়।

চুলের সুন্নাতী নিয়ম হ'ল চুল খাটো করা অথবা বাবরী রাখা। সে হিসাবে চুল লম্বা করা যায় এবং বেনী করাও যায়। তবে এতে কোন ছওয়াব পাওয়া যাবে মর্মে হাদীছ বর্ণিত হয়নি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তির চুল আছে, সে যেন তার যত্ন করে রাখে' *(আবুদাঊদ হা/৪১৬৩; মিশকাত হা/৪৪৫০; ছহীহাহ হা/৫০০)*।

বড় চুল তিন পদ্ধতিতে রাখা যায়। যথা (১) ওয়াফরা, যা কানের লতি পর্যন্ত *(আবুদাঊদ হা/৪২০৬)* (২) লিম্মা, যা ঘাড়ের মধ্যস্থল পর্যন্ত *(মুসলিম হা/২৩৩৭)* (৩) জুম্মা, যা ঘাড়ের নীচ পর্যন্ত *(নাসাঈ হা/৫০৬৬)*।

ছাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) একদিন লম্বা চুল নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) মাছি বসবে, মাছি বসবে বলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। ফলে তিনি ফিরে গিয়ে পরে চুল কেটে খাট করে এলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটি সুন্দর (هَذَا أَحْسَنُ) *(আবুদাঊদ হা/৪১৯০; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৩৬; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী 'চুল ছাঁটা ও মুণ্ডনের হুকুম' অনুচ্ছেদ ১/৭৩-৭৪ পৃ.)*।

অতএব চুল সুন্দরভাবে রাখতে হবে এবং নিয়মিত চুলের পরিচর্যা করতে হবে। কোন অবস্থাতেই বেহায়াপনা করা যাবে না এবং অন্যদের অনুসরণ করা যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যারা অন্যদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, তারা তাদের মধ্যেই গণ্য হবে' *(আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭)*।

প্রশ্ন (৬/৩২৬) : শী'আ মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ শহীদুয্যামান, ধানমন্ডি ১৫, ঢাকা।

উত্তর : শী'আদের ইমামতিতে ছালাত আদায় করা যাবে না। কারণ তারা প্রথম তিন খলীফাসহ অধিকাংশ ছাহাবীকে কাফির মনে করে। তারা আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে নিকৃষ্ট আক্বীদা পোষণ করে। এর বিপরীতে তারা আলী (রাঃ) সম্পর্কে চরম বাড়াবাড়ি করে থাকে।

পবিত্রতা ও ছালাতের নিয়ম-কানূনের ক্ষেত্রেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে তাদের পদ্ধতি ভিন্ন। তারা আমাদের কুরআনকে অস্বীকার করে এবং মুছহাফে ফাতেমা-কে মূল কুরআন হিসাবে দাবী করে। যার মধ্যে বর্তমান কুরআনের কিছু নেই। তারা বুখারী শরীফ সহ মুসলিম উম্মাহ্র গৃহীত হাদীছ গ্রন্থ সমূহকে অস্বীকার করে। এছাড়াও তাদের রয়েছে বহু বাজে আক্বীদা ও আমল।

অনুরূপভাবে তাদের মসজিদে ছালাত আদায় করাও সমীচীন নয়। কারণ তারা অধিকাংশ সময় বরকত হাছিলের উদ্দেশ্যে তাদের ইমামদের কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করে থাকে। তবে তাদের কোন ব্যক্তি শিরকী আক্বীদা পোষণ না করলে বা তাদের কোন মসজিদ কবরের উপর প্রতিষ্ঠিত না হ'লে সেখানে ছালাত আদায় করা জায়েয *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/২৯১; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/৩১৪, ১২/১০৭)*।

প্রশ্ন (৭/৩২৭) : আমাদের গ্রামে কারো কোন জিনিস হারিয়ে গেলে বা চুরি হ'লে হারানো বস্তু খুঁজে পাওয়ার জন্যে অথবা চোর ধরার জন্য কয়েকজন ওযূ করে একটি পিতলের বদনা নিয়ে বসে তাতে পানি দিয়ে কাঁঠালের পাতায় বিভিন্ন জনের নাম লিখে বদনাতে দিয়ে দেয়। আর পাশে বসে একজন সূরা ইয়াসীন পড়তে থাকে। আর বদনা দু'জনের দুই আঙ্গুলের উপর ধরে রাখে। এভাবে সূরা ইয়াসীন পড়তে পড়তে যখন বদনাতে চোরের নাম আসে তখন বদনা এমনিতেই ঘুরতে শুরু করে দেয়। তাদের ভাষ্যমতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাকি আসল চোরের নাম উঠে আসে। প্রশ্ন হ'ল এভাবে সূরা ইয়াসীন পড়ে পিতলের বদনা নিয়ে চোর ধরার পদ্ধতি অথবা এগুলোর উপর বিশ্বাস করা কিসের মধ্যে পড়ে?

-সামিয়া আখতার, আম্বরখানা, সিলেট।

উত্তর : উক্ত পদ্ধতি গণক ও জাদুকরদের মধ্যে প্রচলিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা শিরকী কালেমা বা মন্ত্র পাঠ করে। অতএব এসব পদ্ধতি অবলম্বনকারীদের উপর বিশ্বাস করা বা তাদের নিকট গমন করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবূল হয় না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫ 'গণক' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে আসল এবং সে যা বলল তা বিশ্বাস করল, ঐ ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সাথে কুফরী করল *(তিরমিযী হা/১৩৫; মিশকাত হা/৫৫১; ছহীহুত তারগীব হা/৩০৪৭)*। অন্যত্র এসেছে, যে ব্যক্তি পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করল, অথবা যার ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করার জন্য পাখি উড়ানো হ'ল, অথবা যে ব্যক্তি ভাগ্য গণনা করল, অথবা যার ভাগ্য গণনা করা হ'ল, অথবা যে ব্যক্তি যাদু করল অথবা যার জন্য যাদু করা হ'ল অথবা যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসল অতঃপর গণক যা বলল তা বিশ্বাস করল সে ব্যক্তি মূলতঃ মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে তা (কুরআন) অস্বীকার করল' *(ছহীহাহ হা/২১৯৫, ২৬৫০; ছহীহুত তারগীব হা/৩০৪১)*।

প্রশ্ন (৮/৩২৮) : আমি যে কোম্পানীতে কাজ করি সেই কোম্পানীতে মাঝে-মধ্যে বাহিরের কিছু শ্রমিক এনে কাজ করাই, তাদের সাথে আমার চুক্তি হয় প্রতি ঘন্টা আট ডলার, আর আমি কোম্পানীর সাথে চুক্তি করি দশ ডলার। অতিরিক্ত ডলার কি আমি গ্রহণ করতে পারব?

-মাহবূবুর রহমান, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : এভাবে ঠিকাদারীর মাধ্যমে লাভ করাতে কোম্পানীর কোন আপত্তি না থাকলে উক্ত অর্থ গ্রহণ করা যাবে। কেননা আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত' *(নিসা ৪/২৯)*।

প্রশ্ন (৯/৩২৯) : মসজিদের কাতার থেকে আবাসিক ঘরের দূরত্ব ত্রিশ হাতের মত। ছালাত আরম্ভ হ'লে আমার স্ত্রী ইমামের আওয়ায শুনতে পায়। এ অবস্থায় সেই ঘর থেকে সে মূল জামা'আতের অনুসরণ করতে পারবে কি?

-আব্দুর রাকীব, জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তর : পারবে না। কারণ মসজিদ এবং বাড়ী পৃথক। মসজিদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অধিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম স্থান হ'ল মসজিদ' *(মুসলিম হা/৬৭১; মিশকাত হা/৬৯৬)*। রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর স্ত্রীদের কক্ষ সমূহ মসজিদে নববীর অতীব নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা স্ব স্ব কক্ষ থেকে বেরিয়ে গিয়ে মসজিদে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করতেন। তিনি বলতেন, যখন মসজিদে ইক্বামত হবে, তখন তোমরা দাঁড়াবে না, যতক্ষণ না আমাকে ঘর থেকে বের হ'তে দেখবে' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৬৮৫)*।

অবশ্য পুরুষের জামা'আত থেকে কিছু দূরে পুরুষ বা মহিলাদের পৃথক জামা'আত হ'লে একই ইমামের পিছনে মাইকের সাহায্যে ইক্বতিদা করা সম্ভব হ'লে সেটি জায়েয হবে। কারণ এখানে দু'টিই মসজিদ হিসাবে গণ্য হবে। যদিও সেটা মসজিদের বাইরে হয় কিংবা উভয়ের মধ্যে কোন দেওয়াল, রাস্তা বা অনুরূপ কোন প্রতিবন্ধক থাকে *(বুখারী হা/৭২৯; আবুদাঊদ হা/১১২৬; মিশকাত হা/১১১৪)*।

প্রশ্ন (১০/৩৩০) : পিতা-মাতা যদি ব্যাপক প্রহার করে ও গালি-গালাজ করে তাহ'লে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ফৌজদারী আদালতে নালিশ করা যাবে কি? যাতে এধরনের নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

-মুস্তাক্বীম আহমাদ, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তর : প্রথমত: পিতার জন্য সন্তানকে কোন অবস্থাতেই অতিরিক্ত শাসন বা মারপিট করা সমীচীন নয়। সন্তানকে শাসনের ক্ষেত্রেও ইসলামের বিধান রয়েছে। প্রথমে তাদের বুঝাতে হবে, এরপর শাস্তির ভয় দেখাতে হবে, তারপর

ভর্ৎসনা করতে হবে। এতেও সংশোধন না হ'লে মৃদুভাবে ৩-১০ বেত্রাঘাত করা যেতে পারে। সর্বাবস্থায় উদ্দেশ্য থাকবে সন্তানকে সংশোধন করা *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৪৫/১৭০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন যে, আল্লাহ্র নির্দিষ্ট হদসমূহের কোন হদ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে দশবার বেত্রাঘাতের অধিক কোন শাস্তি নেই' *(বুখারী হা/৬৪৫৬; মুসলিম হা/১৭০৮)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা চাবুক (লাঠি বা বেত) ঐ জায়গায় লটকিয়ে রাখবে, যেখানে গৃহবাসীর দৃষ্টি পড়ে। কারণ এটা তাদের জন্য আদব তথা শিষ্টাচার শিক্ষাদানের মাধ্যম *(ছহীহাহ হা/১৪৪৭; ছহীহুল জামে' হা/৪০২১)*। কতিপয় বিদ্বানের মতে, দশ বছরের নীচের শিশুদের লাঠি বা চাবুক দ্বারা শাসন করা যাবে না, কেননা হাদীছে দশ বছর হ'লেই কেবল ছালাতের জন্য প্রহারের কথা বলা হয়েছে, তৎপূর্বে নয় *(মাওয়াহিবুল জালীল ১/৪১৩)*। দ্বিতীয়তঃ যদি পিতা-মাতার নির্যাতন সহ্যসীমা অতিক্রম করে, তবে আত্মরক্ষার্থে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করা যাবে এবং এর প্রতিকার চাওয়া যাবে *(বাক্বারা ২/২৭৯)*।

প্রশ্ন (১১/৩৩১) : বিদ্যালয়ে পাঠদান শুরুর আগে যে এসেম্বলী বা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে পবিত্র কুরআন হ'তে তেলাওয়াত করার সময় হাত বেঁধে রাখা যাবে কি?

-হাসীবুর রশীদ, গান্ধাইল, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : কুরআন তেলাওয়াতের সময় হাত বাঁধার কোন পদ্ধতি ইসলামী শরী'আতে নেই। বরং কুরআনকে সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শন করে স্বাভাবিকভাবে তেলাওয়াত করবে।

প্রশ্ন (১২/৩৩২) : ফরয ছালাতের পর যিকিরের সময় দরূদে ইবরাহীম পড়া যাবে কি?

-বাঁধন আখতার, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তর : ফরয ছালাতের পর নিয়মিত দরূদ পাঠের পক্ষে দলীল নেই। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, হাফেয আবু মূসা ও অন্যান্যরা ফরয ছালাতের পর দরূদ পাঠের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তারা একটি কাল্পনিক ঘটনা ব্যতীত কোন দলীল উল্লেখ করেননি *(জালাউল আফহাম ১/৪৩৪)*। তবে রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলতপূর্ণ ইবাদত যার ব্যাপারে অসংখ্য ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। অতএব কেউ যদি এই ফযীলতের প্রতি লক্ষ্য রেখে দরূদ পড়তে চায়, তবে ব্যক্তিগতভাবে পড়তে পারে। কিন্তু সম্মিলিতভাবে সরবে ছালাতের পর দরূদ পড়া বিদ'আত।

প্রশ্ন (১৩/৩৩৩) : ঈসা (আঃ) ক্বিয়ামতের পূর্বে যখন আসবেন, তখনো কি মৃত্যুকে জীবিত করতে পারবেন?

-ছাদেকুল বাশার, সাতনালা, দিনাজপুর।

উত্তর : আল্লাহ্র হুকুমে মৃতকে জীবিত করা ঈসা (আঃ)-এর মু'জেযা ছিল *(মায়েদাহ ৫/১১০)*। কিন্তু ক্বিয়ামতের পূর্বে ঈসা (আঃ) যখন পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন তখনও মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা নিয়ে আসবেন কি-না এ ব্যাপারে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে তিনি যেহেতু নবী করীম (ছাঃ)-এর উম্মত হিসাবে আসবেন, নবী হিসাবে নন; সুতরাং তখন তিনি এ ধরনের ক্ষমতার অধিকারী না হওয়াই স্বাভাবিক। তবে সে সময় দাজ্জালকে এ ক্ষমতা দেয়া হবে। আর তা মানবজাতিকে পরীক্ষা করার জন্য *(বুখারী হা/৭১৩২; মুসলিম হা/২৯৩৮)*।

প্রশ্ন (১৪/৩৩৪) : আলী (রাঃ)-এর সাথে ফাতেমা (রাঃ)-এর বিবাহের পর মুহাম্মাদ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে একাধিক বিবাহ করতে নিষেধ করেছিলেন, যাতে ফাতেমা (রাঃ)-এর অসুবিধা না হয়। এটা কি সত্য?

-শরাফত আলী, দক্ষিণ দাঘবপুর, পাবনা।

উত্তর : ফাতেমা (রাঃ)-এর অসুবিধার জন্য নয় বরং প্রস্তাবিত নারীরা আবু জাহলের বংশধর ছিল বলে রাসূল (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে বিবাহের অনুমতি দেননি। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, বনু হিশাম ইবনু মুগীরা আলীর কাছে তাদের মেয়েকে বিবাহ দেবার জন্য আমার কাছে অনুমতি চেয়েছে। কিন্তু আমি অনুমতি দিব না, আমি অনুমতি দিব না, আমি অনুমতি দিব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আলী আমার কন্যাকে তালাক দেয় এবং এর পরেই সে তাদের মেয়েকে বিবাহ করতে পারে। কেননা ফাতেমা হচ্ছে আমার কলিজার টুকরা এবং সে যা ঘৃণা করে, আমিও তা ঘৃণা করি এবং তাকে যা কষ্ট দেয়, তা আমাকেও কষ্ট দেয়' *(বুখারী হা/৫২৩০; মুসলিম হা/২৪৪৯)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আলী (রাঃ) আবু জাহলের মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি হালালকে হারামকারী নই এবং হারামকে হালালকারী নই। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্র রাসূলের কন্যা এবং আল্লাহ্র শত্রুর কন্যা একত্রিত হ'তে পারে না' *(বুখারী হা/৩১১০; মুসলিম হা/২৪৪৯)*। উল্লেখ্য যে, আলী (রাঃ) ফাতেমা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর একই সময়ে চারজন রেখে ক্রমান্বয়ে মোট আটজন নারীকে বিবাহ করেছিলেন।

প্রশ্ন (১৫/৩৩৫) : নবী করীম (ছাঃ) বা কোন ছাহাবী হ'তে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর আগমন সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী আছে কি?

-ওমর ফারূক, মিরপুর-১, ঢাকা।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বা কোন ছাহাবী থেকে ইমাম আবু হানীফার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী নেই। বরং উক্ত বিষয়ে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রখ্যাত ছাহাবী সালমান ফারেসী ও তাঁর জাতিকে বুঝানো হয়েছে। হাদীছটির অনুবাদ হ'ল- আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে বসেছিলাম। এসময় তাঁর উপর সূরা জুম'আ অবতীর্ণ হ'ল, যার একটি আয়াত হ'ল- 'এবং তাদের অন্যান্যের জন্যও যারা এখনও তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি' *(৬২/৩)*। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা কারা? তিনবার জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আমাদের মাঝে সালমান ফারেসী উপস্থিত ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) সালমানের উপর হাত রেখে বললেন, ঈমান ছুরাইয়া নক্ষত্রপুঞ্জের নিকট থাকলেও কিছু লোক বা তাদের এক ব্যক্তি তা অবশ্যই পেয়ে যাবে' *(বুখারী হা/৪৮৯৭)*। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, যদি দ্বীন ছুরাইয়া নক্ষত্রপুঞ্জের নিকটেও থাকত, তবুও পারস্যের একজন ব্যক্তি তা নিয়ে আসত বা পারস্যের সন্তানদের কেউ তা পেয়ে যেত' *(মুসলিম হা/২৫৪৬)*। ছহীহ ইবনে হিব্বানের

বর্ণনায় আরো স্পষ্টভাবে এসেছে যে, রাসূল (ছাঃ) এসময় সালমানের উরুতে হাত মেরে বললেন, এই ব্যক্তি ও তার জাতি *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭১২৩)*।

তবে রাদ্দুল মুহতারে ইমাম সুয়ূতী (রহঃ)-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে এ মর্মে যে, তিনি বলেন, এ হাদীছ দ্বারা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর ব্যাপারে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে *(রাদ্দুল মুহতার ১/৫৩; বঙ্গানুবাদ তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন ১২৬৩ পৃঃ, মুহাম্মাদ ৩৮ আয়াতের ব্যাখ্যা)*, যার কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্ন (১৬/৩৩৬) : যোহরের ফরয ছালাতের আগের ৪ বা ২ রাক'আত সুন্নাত পড়তে না পারলে তা কি যোহরের ফরয ছালাতের পর আদায় করা যাবে? এই অবস্থায় কোন সুন্নাতটি আগে পড়ব?

-মুহাম্মাদ বিলাল, ওয়ারী, ঢাকা।

উত্তর : ছুটে যাওয়া সুন্নাত যোহরের ফরয ছালাতের পর আদায় করা যাবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যদি যোহরের পূর্বে চার রাক'আত না আদায় করতেন তবে যোহরের (ফরযের) পর তা আদায় করতেন' *(তিরমিযী হা/৪২৬; ইবনু মাজাহ হা/১১৫৮, সনদ হাসান)*। পূর্বের সুন্নাত ও পরের সুন্নাত আগ-পিছ করার ব্যাপারে শিথিলতা রয়েছে। তবে উত্তম হ'ল পরের দু'রাক'আত সুন্নাত পড়ে নেয়ার পর পূর্বের চার বা দু'রাক'আত সুন্নাত পড়া *(ওছায়মীন, ফাৎহু যিল জালালি ওয়াল ইকরাম ২/২২৫)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৩৭) : আমার দুই ভাগিনী হানাফী মাদরাসায় লেখাপড়া করে। আমি তাদের মাদরাসার মাসিক বেতন দেই। কিন্তু তাদের পিতামাতা আহলেহাদীছ লোকদের ছালাত পসন্দ করে না এবং যে দুই ভাগিনী মাদরাসায় লেখাপড়া করে তারাও পসন্দ করে না। এ ক্ষেত্রে আমার করণীয় কি? আমি যে টাকা দিচ্ছি তাতে তারা যে ভুল জিনিস শিক্ষা নিয়ে ভুল আমল করবে তাতে আমি গোনাহগার হব কি?

-আব্দুল্লাহ, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : এমতবস্থায় সাধ্যমত তাদেরকে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও মানহাজসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আর যদি তারা ভুল আক্বীদা ও আমল সম্পর্কে সচেতন না হয়; বরং ভুলের উপর অটল থাকে, তবে সহযোগিতা করা যাবে না। কেননা দ্বীনশিক্ষার নামে জেনেশুনে শিরক ও বিদ'আতী আক্বীদা ও আমল শিক্ষাগ্রহণে সহযোগিতা করা অন্যায়ের সহযোগিতারই শামিল *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৩৮) : রাতে গাছের ফল নামানোয় শরী'আতে কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

-ওয়ালিউল্লাহ, কাঁটাখালী, রাজশাহী।

উত্তর : সাধারণভাবে রাতে গাছের ফল নামানো সমীচীন নয়। হুসাইন (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাতে গাছ থেকে খেজুর আহরণ করতে এবং রাতে ক্ষেত থেকে ফসল কাটতে নিষেধ করেছেন'। জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ বলেন, আমার মনে হয় ফক্বীর-মিসকীনদের দেওয়ার ভয়ে *(বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৭৩০২; ছহীহাহ হা/২৩৯৩; ছহীহুল জামে' হা/৬৮৭২)*। অর্থাৎ দিনের বেলায় ফসল কাটলে ফক্বীর-মিসকীনরা আসবে এবং তাদের দিতে হবে সেই ভয়ে রাতে ফসল ও খেজুর সংগ্রহ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

প্রশ্ন (১৯/৩৩৯) : জনৈক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় পাশের লোকজন কালেমা পাঠ করছিল। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি রূহ বের হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে একটা হাসি দেয়, কিন্তু তার শরীর অচেতন অবস্থায় ছিল। এখন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে এমন হাসি কি কোন ভাল বা মন্দ দিক ইঙ্গিত করে?

-সাইফুল ইসলাম, ময়মনসিংহ।

উত্তর : মৃত্যুর পূর্বে হাসি দেওয়া ব্যক্তির সৎআমলের উপর মৃত্যুবরণ করার প্রমাণ বহন করে। কারণ মুমিনের মৃত্যুর সময় জান্নাতের ফেরেশতা তাকে সুসংবাদ দিয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। অতঃপর তার উপর অবিচল থাকে, তাদের উপর ফেরেশতামণ্ডলী নাযিল হয় এবং বলে যে, তোমরা ভয় পেয়ো না ও চিন্তান্বিত হয়ো না। আর তোমরা জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল' *(হামীম আস-সাজদাহ ৪১/৩০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা যদি তার কোন বান্দার কল্যাণ করার ইচ্ছা করেন তাহ'লে তাকে কাজ করার তাওফীক প্রদান করেন। প্রশ্ন করা হ'ল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তিনি কিভাবে তাকে কাজ করার তাওফীক দেন? তিনি বললেন, তিনি সেই বান্দাহকে মৃত্যুর পূর্বে সৎকাজের সুযোগ দান করেন' *(আহমাদ হা/১২০৫৫; তিরমিযী হা/২১৪২; মিশকাত হা/৫২৮৮, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২০/৩৪০) : আমার বাড়িতে দীর্ঘ তিন মাস যাবত একটি মোরগ আসছে। যার মালিক খুঁজে পাচ্ছি না। আটকিয়ে রাখছি না তবে খাবার খাওয়াচ্ছি। রাতে হেফাযত করার জন্য ঘরের ভিতর রাখি। বেওয়ারিশ এই মোরগ কি আমি বিক্রি করতে বা খেতে পারব?

-সাইফুল ইসলাম, শ্রীপুর, গাযীপুর।

উত্তর : হারানো বস্তুর ক্ষেত্রে নিয়ম হ'ল, হাটে-বাজারে ও মসজিদের বাইরে এর মালিককে সন্ধান করা। যদি এক বছরেও মালিকের সন্ধান না মিলে তাহ'লে ব্যক্তি উক্ত সম্পদ ভোগ করতে পারবে *(বুখারী হা/২৪২৭; মুসলিম হা/১৭২২; মিশকাত হা/৩০৩৩)*। তবে মোরগ ও এই জাতীয় হারানো দুর্বল প্রাণীদের ক্ষেত্রে বিধান হ'ল- ১. যবেহ করে খেয়ে নিবে এবং পরবর্তীতে মালিকের সন্ধান পাওয়া গেলে মূল্য দিয়ে দিবে। ২. বিক্রয় করে দিবে এবং মালিকের সন্ধান মিললে মূল্য পরিশোধ করবে। ৩. অথবা নিজে লালন পালন করবে এবং মালিকের সন্ধান পেলে মালিকের নিকট ফেরত দিবে *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৩/৫৭৫)*। এই ধরনের প্রাণী সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তা তুমি নিয়ে নাও। কেননা সেটা তোমার কিংবা তোমার ভাইয়ের আর তা না হ'লে নেকড়ে বাঘের *(বুখারী হা/২৪৩৬; মুসলিম হা/১৭২২; মিশকাত হা/৩০৩৩)*।

প্রশ্ন (২১/৩৪১) : আযানের হাদীছগুলো থেকে কি এটা প্রমাণিত হয় না যে ওলী-আউলিয়াদের কাছে স্বপ্নের মাধ্যমে অহী আসতে পারে?

-মুহাম্মাদ রনি হুসাইন, শফীপুর, গাযীপুর।

উত্তর : না, আযানের হাদীছগুলো এর কোন প্রমাণ বহন করে না। কারণ কেবল দু'জন ছাহাবীর স্বপ্নের মাধ্যমে আযানের বিধান সাব্যস্ত হয়নি। বরং রাসূল (ছাঃ)-এর অনুমোদনের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। আর স্বপ্ন তখনই অহী হিসাবে গণ্য হবে যখন তা রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক স্বীকৃত হবে। সুতরাং ওলী-আওলিয়াদের কাছে স্বপ্নযোগে অহী আসার কোন দলীল নেই। তবে নেককার ব্যক্তিদের ভাল স্বপ্ন কখনও সত্য হ'তে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নেককার লোকের ভাল স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ' *(বুখারী হা/৬৯৮৩; মুসলিম হা/২২৬৩; মিশকাত হা/৪৬২২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে কিছু লোক ছিলেন মুহাদ্দাছ (আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম প্রাপ্ত), আমার উম্মতের মধ্যে যদি কেউ এমন থেকে থাকে তবে সে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবই হবে' *(বুখারী, মুসলিম হা/২৩৯৮; তিরমিযী হা/৩৬৯৩)*।

প্রশ্ন (২২/৩৪২) : জনৈক ব্যক্তির পিতা জাদুটোনা করে থাকে। আর সে ঐ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায় গমন করে। এই ব্যক্তি বিভিন্ন অযুহাত দেখিয়ে ছেলের কাছ থেকে টাকা নেয় এবং সে টাকা জাদু করার কাজে খরচ করে। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল- এগুলো জানা সত্ত্বেও পিতাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করা বৈধ হবে কি?

-ছালাহুদ্দীন, উত্তরগাও, রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : এমতবস্থায় পিতার অবৈধ কাজে কোনরূপ সহযোগিতা করা যাবে না *(মায়েদা ৫/২; তিরমিযী হা/১৭০৭; মিশকাত হা/৩৬৯৬)*। খাওয়া, পরা ও আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যেতে যতটুকু খরচ লাগে কেবল ততটুকু খরচ দিতে হবে। সেই সাথে পিতাকে শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। স্মর্তব্য যে, পিতা-মাতা সর্বাবস্থায় সদ্ব্যবহার পাওয়ার হকদার *(ইসরা ১৪/২৩-২৪)*। তারা শিরক করার জন্য চাপ দিলে তাদের আনুগত্য করা যাবে না, কিন্তু তাদের সাথে সদাচরণ করে যেতে হবে *(লোক্বমান ৩১/১৪-১৫)*।

প্রশ্ন (২৩/৩৪৩) : কোন কোন আমল করলে আমার আব্বা বারযাখী জীবনে শান্তিতে থাকতে পারবেন এবং তার গুনাহগুলো আল্লাহ মাফ করে দিয়ে তাকে জান্নাতে দাখিল করাবেন?

-মুহাম্মদ হাফিজ দেওয়ান, আজমান, আরব আমিরাত।

উত্তর : পিতার জন্য সন্তানের কর্তব্য হ'ল তাঁর জন্য সাধ্যমত ছাদাক্বা করা এবং নিয়মিত তাঁর মাগফিরাতের জন্য দো'আ করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কেবল তিনটি আমল ব্যতীত- (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ (যেমন মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণ, অনাবাদী জমিকে আবাদকরণ, সুপেয় পানির ব্যবস্থাকরণ, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন, বই ক্রয় করে বা ছাপিয়ে বিতরণ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি)। (২) ইলম, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় (যা মানুষকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র পথ দেখায় এবং যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত হ'তে বিরত রাখে)। (৩) সুসন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে' (মৃতের জন্য সর্বোত্তম হাদিয়া হ'ল সুসন্তান, যে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, ছাদাক্বা করে, তার পক্ষ হ'তে হজ্জ করে ইত্যাদি) *(মুসলিম হা/১৬৩১, মিশকাত হা/২০৩)*।

অন্য বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মৃত্যুর পর কবরে থাকা অবস্থায় বান্দার সাতটি আমল জারী থাকে। (১) দ্বীনী ইলম শিক্ষা দান করা (২) নদী-নালা প্রবাহিত করা (৩) কূপ খনন করা (৪) খেজুর তথা ফলবান বৃক্ষ রোপণ করা (৫) মসজিদ নির্মাণ করা (৬) কুরআন বিতরণ করা (৭) এমন সন্তান রেখে যাওয়া, যে পিতার মৃত্যুর পর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে' *(মুসনাদ বাযযার হা/৭২৮৯; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান; ছহীহুল জামে' হা/৩৬০২)*। এটি পূর্বোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা স্বরূপ।

প্রশ্ন (২৪/৩৪৪) : পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও কি রামাযানের ছিয়াম ফরয ছিল?

-সাখাওয়াত হোসাইন, মধ্য নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : কুরআনের ভাষ্য থেকে বোঝা যায় যে, পূর্ববতী নবী-রাসূল ও তাদের উম্মতদের উপরও ছিয়াম ফরয ছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল, যেমন তা ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*। তবে তাদের উপর নির্দিষ্টভাবে রামাযানের ছিয়াম ফরয ছিল কি-না কিংবা তাদের উপর ফরযকৃত ছিয়ামের সংখ্যা ও ধরন সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছে সরাসরি কোন বর্ণনা নেই। যদিও ছাহাবী ও তাবেঈদের পক্ষ থেকে কিছু আছার এসেছে। যেমন মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, তাদের উপর প্রতি মাসে তিনটি করে ও আশূরার ছিয়াম ফরয ছিল। আর ছিয়ামগুলো মুসলমানেরা মদীনা আসার পূর্ব পর্যন্ত বরং মদীনাতে গিয়েও ১৭ বা ১৯ মাস পালন করেছেন। রাসূল (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করলে ঐগুলো নফল হিসাবে থেকে যায় এবং রামাযানের ছিয়াম ফরয করা হয় *(হাকেম হা/৩০৮৫; আহমাদ হা/২২১৭৭; ইরওয়া)*। মুজাহিদ বলেন, প্রত্যেক জাতির উপর রামাযানের ছিয়াম ফরয ছিল। শা'বী ও অন্যান্যরা বলেন, ইহুদী ও নাছারাদের উপর রামাযানের ছিয়াম ফরয করা হয়। পরে তারা সময়ের পরিবর্তন করে। ফলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। তারা সুস্থ হওয়ার জন্য আরো দশটি করে ছিয়াম পালনের মানত করলে পরে তা ৫০টিতে রূপান্তরিত হয়। হাসান বছরীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমাদের পূর্ববর্তী সকল উম্মতের উপর এক মাস ছিয়াম ফরয ছিল *(তাফসীরে ইবনু কাছীর ১/৪৯৭)*। হাফেয ইবনু জারীর আত-তাবারী এসকল বর্ণনার সমন্বয় করে বলেন, ইবরাহীম (আঃ)-এর পরবর্তী সকল নবী ও তাদের অনুসারীদের প্রতি একমাস ছিয়াম পালন ফরয ছিল। আর এরও পূর্ববর্তী যারা ছিল তাদের উপর আইয়ামে বীযের তিনটি ছিয়াম ফরয ছিল *(তাফসীরে তাবারী ৩/৪১২)*।

প্রশ্ন (২৫/৩৪৫) : জুম'আর খুৎবা চলাকালীন কোন কিছু খাওয়া বা পান করা যাবে কী?

-মুবারক হোসাইন, ইশ্বরদী, পাবনা।

উত্তর : খুৎবা চলাকালীন মসজিদের বাইরে অবস্থান করলে খাওয়া ও পান করাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু মসজিদে অবস্থানকালে পানাহারসহ দুনিয়াবী কাজ করা নিষিদ্ধ। তবে অসুস্থ হ'লে বা বাধ্যগত অবস্থায় পড়লে খাদ্য বা পানি গ্রহণে দোষ নেই (*নববী, আল-মাজমূ' ৪/৫২৯; বাহুতী, কাশ্শাফুল কেনা' ৩/৩৮৯; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১৯/১৮৫; উছায়মীন, তা'লিকাতুল আলা কাফী লি ইবনু কুদামাহ ২/২৩৭*)।

প্রশ্ন (২৬/৩৪৬) : আলী (রাঃ) কি যয়নাব বিনতে জাহাশ ও উম্মে সালামা (রাঃ)-কে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন? তাদের জন্য তার থেকে উত্তম স্বামী পাওয়ার ব্যাপারে দো'আ করেছিলেন এবং নিজের জন্যও তাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রীর দো'আ করেছিলেন। ফলে ফাতেমা (রাঃ)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়?

-মু'তাছিম বিল্লাহ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা

উত্তর : উক্ত ঘটনার কোন ভিত্তি নেই। বরং যয়নব বিনতে জাহাশ যায়েদ বিন হারেছার নিকট থেকে তালাকপ্রাপ্তা হ'লে রাসূল (ছাঃ) তাকে বিয়ে করেন (*বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১৩৫৬০*)। আবু সালামা (রাঃ) মৃত্যুকালে দো'আ করেছিলেন যেন উম্মে সালামা তার মৃত্যুর পর তার অপেক্ষা অধিক উত্তম স্বামী পান। তার দো'আ কবুল হয়েছিল। উম্মে সালামাকে রাসূল (ছাঃ) বিয়ে করেন। ফলে উম্মে সালামা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষকে স্বামী হিসাবে পান (*মুসলিম হা/৯১১; হাকেম হা/৬৭৫৯; আহমাদ হা/২৬৭১১*)।

প্রশ্ন (২৭/৩৪৭) : হালাল ও জায়েয এবং হারাম ও নাজায়েযের মধ্যে পার্থক্য কি?

-আলহাজ আব্দুর রহমান, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : ফক্বীহদের নিকট জায়েয ও হালাল এবং নাজায়েয ও হারামের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বরং উভয়ই সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয় (*উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ১/১০; ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ১১২/০২*)।

প্রশ্ন (২৮/৩৪৮) : বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে দেখা যায়, আবুবকর (রাঃ) ফাতিমা (রাঃ)-কে মারার জন্য কুনফুয নামক এক ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিলেন। তার ছড়ির আঘাতে ফাতেমার গর্ভপাত হয়ে যায় এবং এর প্রভাবেই তিনি মারা যান। এই ঘটনার কোন সত্যতা আছে কি?

-আলতাফ হোসাইন, তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনা শী'আ ঐতিহাসিকরা তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যা কিছু সুন্নী ঐতিহাসিকও তাদের গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। অথচ ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। এর দ্বারা শী'আরা হযরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর মর্যাদায় আঘাত করতে চেয়েছে এবং মুসলমানদের মাঝে বিভেদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চেয়েছে (*ইবনু জারীর তাবারী, শীঈ, দালায়েলুল ইমামাহ ৪৫পৃ; ত্রিব্রীসী, আল- ইহতিজাজ ১/৫১, ২০১-২০৩; বাহরুল আনওয়ার ৪৩/১৭৯*)। শী'আদের রচিত এরূপ মিথ্যা ও বানোয়াট ঘটনাসমূহের প্রতিবাদে বিদ্বানগণ বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন (*ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ; ইবনু আবিল হাদীদ, শারহু নাহজিল বালাগাহ ১/৩৮৬, ২/৬০; ইহসান ইলাহী যহীর, শী'আ ওয়া আহলিল বায়ত ১/১৭৫-১৮০*)।

প্রশ্ন (২৯/৩৪৯) : অনেকে বলেন, খুৎবার সময় তাশাহহুদের হালতে বসতে হবে। এর প্রমাণে কোন দলীল আছে কি?

-আমীরুল ইসলাম, শান্তিনগর, জয়পুরহাট।

উত্তর : জুম'আর খুৎবা শ্রবণের জন্য বসার নির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই। মুছল্লী আদব বজায় রেখে সুবিধামত বসবে। তবে সাধারণ অবস্থায় যেভাবে বসা সমীচীন নয় মসজিদেও সেভাবে বসা উচিৎ নয় (*ইমাম শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ১/২৩৫*)। যেমন হাদীছে এসেছে, ছাহাবীগণ বলেন, রাসূল (ছাঃ) জুম'আর দিন ইমামের খুৎবা চলাকালে কাউকে হাঁটু উপরে উঠিয়ে কাপড় জড়িয়ে বসতে নিষেধ করেছেন (*আবুদাঊদ হা/১১১০; মিশকাত হা/১৩৯৩; ছহীহুল জামে' হা/৬৮৭৬*)। সর্বোপরি ইমামের খুৎবা চলাকালে মুছল্লী এমনভাবে বসবে যেন ইমামের চেহারার দিকে তাকিয়ে থেকে মনোযোগ সহকারে খুৎবা শ্রবণ করতে পারে (*তিরমিযী হা/৫০১; মিশকাত হা/১৪১৪; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৫৫০৩; ছহীহাহ হা/২০৮২*)।

প্রশ্ন (৩০/৩৫০) : আমাদের মসজিদের ইমাম জুম'আর খুৎবার শেষে মিম্বারে থাকা অবস্থায় ছালাতের আগে মুছল্লীদের নিয়ে দু'হাত তুলে সম্মিলিত দো'আ করেন। এভাবে দো'আ করা কি জায়েয?

-মেহেদী হাসান, কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : খুৎবা চলাকালীন ইমাম ও মুক্তাদীদের হাত তুলে মুনাজাত করা বিদ'আত। রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম এভাবে হাত উত্তোলন করে দো'আ করেননি। কেবল বিশেষ পরিস্থিতিতে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য হাত তুলে দো'আ করেছিলেন। বর্তমানেও এরূপ পরিস্থিতি আসলে দো'আ করতে পারে। কিন্তু এটিকে দলীল হিসাবে নিয়ে নিয়মিত খুৎবায় হাত তুলে দো'আ করা যাবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ)-এর পরে কোন ছাহাবী এভাবে দো'আ করেননি। অথচ রাসূলের আদর্শ বাস্তবায়নে ছাহাবীগণই অধিক অগ্রগামী ছিলেন (*নববী, শারহু মুসলিম হা/৮৭৪-এর আলোচনা ৬/১৬২; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৩৩৯*)। বরং কেউ খুৎবায় হাত উত্তোলন করে মুনাজাত করলে ছাহাবায়ে কেরাম বাধা দিয়েছেন বলে দলীল পাওয়া যায়। যেমন একদিন বিশর ইবনু মারওয়ান জুম'আর খুৎবা প্রদানকালে দো'আ করার সময় উভয় হাত উপরে তুললেন। এতে ছাহাবী উমারা বললেন, আল্লাহ এই বেঁটে হাত দু'টিকে কুৎসিত করুন। আমি নিশ্চিতরূপে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি, তিনি নিজের হাত দিয়ে (ইশারা)-এর বেশী কিছু করতেন না (*মুসলিম হা/৫৩; তিরমিযী হা/৫১৫; আবুদাঊদ হা/১১০৪; ইবনু খুযায়মাহ হা/১৭৯৩, সনদ ছহীহ*)। তবে ইমাম যদি দো'আ পাঠ করেন আর মুছল্লীরা নিম্নস্বরে আমীন বলে তবে তাতে কোন দোষ নেই। কারণ এটা দো'আ কবুলের সময় বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে (*উছায়মীন, ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ১/৬৯৫*)।

প্রশ্ন (৩১/৩৫১) : স্ত্রীর সাথে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে আমি তাকে কুড়াল দিয়ে মারতে যাই। সে হাত দ্বারা প্রতিহত করে এবং ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে কুড়ালটি এসে আমার মাথায় আঘাত করে। এতে আমি রাগান্বিত হয়ে তাকে তিন তালাক দেই। রাগ প্রশমিত না হওয়ায় তাকে আরো এক

তালাক দেই। পরে লোকজন এসে আমাদের দু'জনকে দু'দিকে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে রাগ কমলে আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত হই এবং আমি আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চাই। এক্ষণে আমি আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চাইলে করণীয় কি?

-আবুবকর, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : এক বৈঠকে তিন তালাক এক তালাক হিসাবে গণ্য হয় *(মুসলিম হা/১৪৭২)*। কাজেই কেউ তার স্ত্রীকে এক বৈঠকে তিন তালাক দিলে সে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে। ইদ্দতের (তিন তুহরের) মধ্যে হ'লে স্বামী সরাসরি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিবে। আর ইদ্দত পার হয়ে গেলে উভয়ের সম্মতিতে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরত নিবে *(বাক্বারাহ ২/২৩২)*। ছাহাবী আবু রুকানা তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে ফেরত নাও। তিনি বললেন, আমি তাকে এক মজলিসে তিন তালাক দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি অবশ্যই এ খবর জানি। তুমি তাকে ফেরত নাও *(আবূদাঊদ হা/২১৯৬, সনদ হাসান)*। অতএব প্রশ্নে উল্লেখিত অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবেন।

উল্লেখ্য যে, 'তাহলীল' বা হিল্লা একটি জাহেলী প্রথা। এর সাথে ইসলামী শরী'আতের কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) হিল্লাকারী ও যার জন্য হিল্লা করা হয় উভয়কে লা'নত করেছেন *(নাসাঈ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৩২৯৬-৯৭)*। এক সাথে তিন তালাককে তালাকে বায়েন গণ্য করার মন্দ প্রতিক্রিয়ায় মাযহাবের নামে 'হিল্লা' প্রথা চালু হয়েছে। অথচ এক সঙ্গে তিন তালাক বায়েন বিষয়টি পবিত্র কুরআন *(বাক্বারাহ ২/২২৮-২৯; তালাক ৬৫/১)* ও ছহীহ হাদীছ সমূহের প্রকাশ্য বিরোধী *(মুসলিম হা/১৪৭২; আবুদাঊদ হা/২১৯৬; আহমাদ হা/২৩৮৭)*। সবচেয়ে বড় কথা হ'ল, এতে স্বামী-স্ত্রী তাদের আকস্মিক সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেওয়া সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। অতএব ধর্মের নামে প্রচলিত এই নোংরা প্রথা থেকে প্রত্যেক মুমিন নর-নারীকে বেঁচে থাকা আবশ্যক *(বিস্তারিত দ্রঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'তালাক ও তাহলীল' বই)*।

প্রশ্ন (৩২/৩৫২) : স্বামী ও স্ত্রী জামা'আতে ছালাত পড়তে পারবে কি?

-আব্দুল হাকীম, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : স্বামীর ইমামতিতে স্ত্রী জামা'আতে ছালাত আদায় করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর পিছনের কাতারে দাঁড়াবে *(ফাতাওয়া ইসলামিয়া ১/৫৫৯)*। আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা একদিন রাসূলের সাথে ছালাতে দাঁড়ালাম। তখন আমি ও ইয়াতীম বালক তার পেছনে দাঁড়ালাম এবং বৃদ্ধা মহিলা আমাদের পেছনে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলেন *(বুখারী হা/৩৮০; মুসলিম হা/৬৫৮)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আনাস (রাঃ) বলেন, একবার নবী (ছাঃ) তাকে, তার মা ও খালাসহ ছালাত আদায় করলেন। তিনি বলেন, আমাকে তিনি তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন। আর মহিলাদেরকে দাঁড় করালেন আমাদের পেছনে *(মুসলিম হা/৬৬০; মিশকাত হা/১১০৯)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৫৩) : একটি জাতীয় দৈনিকে লেখা হয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) শতাধিক কিতাব লিখে ইসলামের মৌলিক সমস্যা সমাধানে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন বলেই ইসলাম মাযহাবী খুঁটির উপর দণ্ডায়মান। বক্তব্যটির সত্যতা জানতে চাই।

-সাইফুল ইসলাম, কাজলা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এ বক্তব্য ভিত্তিহীন এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর উপর চরম মিথ্যা অপবাদ। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিজস্ব রচিত কোন কিতাব নেই। যে কিতাবগুলো তাঁর নামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় তার কোন ভিত্তি নেই। মূলতঃ দু'টি কিতাব তাঁর রচিত বলে উল্লেখ করা হয়। একটি হ'ল- মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা। দ্বিতীয়টি হ'ল- আল-ফিক্বহুল আকবার। কিন্তু এতে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। কেননা এটি ধারাবাহিক সূত্রে প্রমাণিত নয়। আবার এই কিতাবে এমন কিছু আলোচনা রয়েছে যা ইমাম আবু হানীফার মৃত্যুর বহু বছর পরে ঘটেছে। যেমন কুরআন আল্লাহর মাখলূক না তাঁর কালাম? যা প্রমাণ করে যে, এটি তার রচিত কিতাব নয় *(ড. আব্দুল আযীয হুমায়দী, বারাতু আইম্মাতিল আরবা'আ ৫৫-৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)*। তাছাড়া ইসলাম মাযহাবী খুঁটির উপর দণ্ডায়মান কথাটি অত্যন্ত আপত্তিকর। কেননা মাযহাবসমূহ শরী'আত গবেষণার ধারাবাহিকতা মাত্র। এর উপর ইসলামী শরী'আত নির্ভরশীল নয়। বরং ইসলামী শরী'আতের ভিত্তি বা খুঁটি হ'ল কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সহ সকল ইমামই সর্বাবস্থায় কুরআন এবং সুন্নাহকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এটাই সালাফে ছালেহীনের সর্ববাদীসম্মত নীতি।

প্রশ্ন (৩৪/৩৫৪) : ছালাতরত অবস্থায় মোবাইলে রিং বেজে উঠলে তা সাথে সাথে বন্ধ করা যাবে কি?

-রাশিদুল ইসলাম, কুমিল্লা।

উত্তর : মোবাইল বন্ধ করেই ছালাতে আসবে। ভুলবশতঃ মোবাইল বন্ধ না করে ছালাত শুরু করলে এবং ছালাতরত অবস্থায় মোবাইল বেজে উঠলে তা বন্ধ করা যাবে। কেননা ছালাতে বিঘ্ন ঘটায় এমন কাজ ছালাত অবস্থায় প্রতিহত করা যায় *(আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১০০৫)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫৫) : মানুষ কি কখনো জিন বা শয়তানকে দেখতে পারে?

-আজমল ফুয়াদ, বদলগাছি, নওগাঁ।

উত্তর : সাধারণভাবে মানুষ জিন বা শয়তানকে দেখতে পায় না। আল্লাহ বলেন, 'সে ও তার দল তোমাদেরকে এমন স্থান থেকে দেখে যেখান থেকে তোমরা তাদের দেখতে পাও না। আমরা শয়তানকে অবিশ্বাসী লোকদের বন্ধু বানিয়ে দিয়েছি' *(আ'রাফ ৭/২৭)*। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ জিনকে দেখতে পারে। জিন জাতিকে সোলায়মান (আঃ)-এর অনুগত করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি জিনদের দ্বারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ করেছিলেন। যেমন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'গত রাতে একটা অবাধ্য জিন হঠাৎ করে আমার সামনে প্রকাশ পেল। রাবী বলেন, অথবা তিনি অনুরূপ কোন কথা বলেছেন, যেন সে আমার ছালাতে বাধা

Contents

সৃষ্টি করছে। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার উপর ক্ষমতা দিলেন। আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখি, যাতে ভোরবেলা তোমরা সবাই তাকে দেখতে পাও। কিন্তু তখন আমার ভাই সুলায়মান (আঃ)-এর উক্তি আমার স্মরণ হ'ল, 'হে রব! আমাকে দান কর এমন রাজত্ব, যার অধিকারী আমার পরে কেউ না হয়' *(নামল ৩৫/৩৮; বুখারী হা/৪৬১; আহমাদ হা/১১৭৯৮৭; ছহীহাহ হা/৩২৫১)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, কোন অবস্থায় মানুষ জিনকে দেখতে পাবে না এমনটি নয়। বরং ভাল বা মন্দ ব্যক্তিরাও বিশেষ সময়ে জিনদের দেখতে পারে *(মাজমূউল ফাতাওয়া ১৫/৭)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৫৬) : কাদিয়ানীদের বই-পুস্তক পাঠ করা যাবে কি?

-রবীউল ইসলাম, রসূলপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : সাধারণ মানুষের জন্য কাদিয়ানীদের বই-পুস্তক ও তাফসীর পাঠ করা জায়েয নয়। কারণ এতে আক্বীদা নষ্ট হয়ে পথভ্রষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভবনা রয়েছে। একবার ওমর (রাঃ)-এর হাতে তাওরাতের একটি অংশ দেখে রাসূল (ছাঃ) রেগে গিয়ে তাঁকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, 'হে খাত্ত্বাবের ছেলে! তোমার কি সন্দেহ রয়েছে? আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের কাছে একটি অতি উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ দ্বীন নিয়ে এসেছি। মূসা (আঃ)-ও যদি আজ দুনিয়ায় বেঁচে থাকতেন, আমার অনুসরণ ব্যতীত তাঁর কোন গত্যন্তর ছিল না' *(আহমাদ হা/১৫১৫৬; মিশকাত হা/১৭৭; ইরওয়া হা/১৫৮৯)*। তবে যারা শারঈ বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ, তারা কেবল পথভ্রষ্টদের মিথ্যাচারের মুখোশ উন্মোচনের জন্য তাদের বই-পুস্তক পড়তে পারে *(মাতালিবু উলিন নুহা ১/৬০৭)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৫৭) : আমার মামা মারা গেছেন। তার কোন ছেলে-মেয়ে নেই। তার একজন স্ত্রী ও তিনজন বোন আছে। কে কতটুকু অংশ পাবে?

-জাহিদ হাসান, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এক্ষেত্রে স্ত্রী এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর বাকী সম্পত্তি বোনেরা আছহাবুল ফুরূয ও পরে আছাবা হিসাবে পুরো সম্পত্তি পেয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীরা সিকি পাবে, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে' *(নিসা ৪/১১)*। তিনি আরো বলেন, আর যদি পিতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ বা স্ত্রী মারা যায় এবং তার একজন ভাই অথবা বোন থাকে, তবে তারা প্রত্যেকে এক-ষষ্ঠাংশ করে পাবে। আর যদি তারা একাধিক হয়, তাহ'লে তারা সকলে এক-তৃতীয়াংশে শরীক হবে, অছিয়ত পূরণ অথবা ঋণ পরিশোধের পর, কাউকে কোনরূপ ক্ষতি না করে। এটি আল্লাহ প্রদত্ত বিধান' *(নিসা ৪/১২)*। আর যদি বোনেরা ছাড়াও অন্য কোন নিকটাত্মীয় (আছাবা) থাকে, তবে তারাও এই সম্পত্তির অংশীদার হবে।

প্রশ্ন (৩৮/৩৫৮) : একটি দৈনিক পত্রিকায় দেখলাম হাদীছের বরাতে বলা হয়েছে. শা'বান মাসে বেশী বেশী ছিয়াম রাখার কারণ জিজ্ঞেস করা হ'লে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'এ বছর যারা মারা যাবে, তাদের নাম এই মাসেই লিখে নেয়া হয়। এজন্য আমি পসন্দ করি যে, আমার নামটা যখন তালিকাভুক্ত করা হবে, তখন যেন আমি ছিয়ামরত থাকি'। হাদীছটি কি ছহীহ?

-হাফেয লুৎফর রহমান, নাটাইপাড়া, বগুড়া।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ এবং মুনকার *(আবু ইয়া'লা হা/৪৯১১; যঈফাহ হা/৫০৮৬; যঈফুত তারগীব হা/৬১৯)*। বরং শা'বান মাসে অধিকহারে ছিয়াম পালনের ব্যাপারে উসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'শা'বান মাস রজব এবং রামাযানের মধ্যবর্তী এমন একটি মাস যে মাসের (গুরুত্ব সম্পর্কে) মানুষ খবর রাখে না। অথচ এ মাসে আমলনামাসমূহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকটে পেশ করা হয়। তাই আমি পসন্দ করি যে, আমার আমলনামা আল্লাহ তা'আলার নিকটে পেশ করা হবে আমার ছিয়াম পালনরত অবস্থায়' *(নাসাঈ হা/২৩৫৭; ছহীহুত তারগীব হা/১০২২)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৫৯) : হাদীছে আছে যদি কেউ ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায় করার পর একই স্থানে বসে থেকে যিকির করতে থাকে এবং সূর্য উঠার পর ইশরাকের ছালাত আদায় করে তাহ'লে এক ওমরা এবং এক হজ্জের ছওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু ঘুমের কারণে জামা'আত না পেলে বাসায় একাকী একই আমল করলে কি এই নেকী পাওয়া যাবে?

-মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদ, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছে জামা'আতে ছালাত আদায়ের কথা বলা হয়েছে। অতএব নিয়মিত এই আমলকারী ব্যক্তি যদি কোনদিন শারঈ ওযর তথা ভীতি বা অসুস্থতার মত বাধ্যগত কারণে বাড়িতে জামা'আতে ছালাত আদায় করে এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত যিকর-আযকার পাঠ শেষে ইশরাকের ছালাত আদায় করে, তাহ'লে পূর্ণ এক হজ্জ ও ওমরার ছওয়াব হাছিল করবে ইনশাআল্লাহ *(ফাৎহুল বারী ৬/১৩৭; হাশিয়াতুল আদাভী ১/২৮৫; হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাভী ১/১৮১; উছায়মীন, শারহু রিয়াযিছ ছালেহীন ১/৩৬)*।

প্রশ্ন (৪০/৩৬০) : পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের মধ্যে কোন ওয়াক্তের ছালাত রাসূল (ছাঃ) সর্বপ্রথম আদায় করেছিলেন?

-রিয়াযুল ইসলাম, মাকলাহাট, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) তাঁর উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হওয়ার পর সর্বপ্রথম যোহরের ছালাত আদায় করেছিলেন। যেমন হাদীছে এসেছে, আবু বারাযাহ আসলামী (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোহরের ছালাত যাকে তোমরা প্রথম ছালাত বলে থাক, সূর্য ঢলে পড়লে আদায় করতেন' *(বুখারী হা/৫৪৭; মিশকাত হা/৫৮৭)*। হাসান বলেন, রাসূল (ছাঃ) প্রথম যে ছালাত আদায় করেছিলেন তা ছিল যোহরের ছালাত। এসময় জিব্রীল (আঃ) আসেন। তিনি সামনে দাঁড়ান, তাঁর পিছনে রাসূল (ছাঃ) এবং তাঁর পিছনে ছাহাবীগণ দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করেছিলেন *(মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা/১৭৭১; ফাৎহুল বারী ২/২৭; ফাৎহুল বারী ৩/৮১; ইহ্কামুল আহকাম ১/১৬৭; সুবুলুল হুদা ৩/১১৩)*।